গোলকুণ্ডা

(ইতিহাসমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

প্রথম অভিনয়
আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কর্ত্তৃক
ষ্টার রঙ্গমঞ্চে
৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ খৃঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

কুতব সা	...	...	গোলকুণ্ডার সুলতান
মিরজুমলা	...	...	ঐ উজীর
আওরঙ্গজেব	...	...	দাক্ষিণাত্যের সুলতান
মহম্মদ	...	...	ঐ পুত্র
রেজ্জাক খাঁ	...	...	ছদ্মবেশে পারস্যের ওমরাও
সাবাজ খাঁ	...	...	কুতবসার খুল্লতাত
নাসীর খাঁ	...	...	মহম্মদের সহচর
হাসান	...	...	মিরজুমলার পরিত্যক্ত পুত্র নসরৎসাহের পালিত পুত্র
আমীন	...	...	মিরজুমলার পুত্র
নসরৎ সাহ	...	...	ফকীর
কদর খাঁ	...	...	সুলতানের দেহরক্ষী
তাবর্ণিয়ে	...	...	রত্নবণিক

মাসুম খাঁ, কুলী খাঁ, খাসমুন্সী, সৈন্যগণ, পাইকগণ, বাহকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

জেরিণা	...	...	কুতবসার বেগম
মণিজ্জা	...	...	ঐ কন্যা
আরজবন্দ	...	...	ঐ কন্যা
আহিরণ	...	...	মিরজুমলার স্ত্রী
সেলিমা	...	...	রেজ্জাকখাঁর স্ত্রী
খানজাদী	...	...	আরজের খাস বাঁদী

কর্ণাটী বালিকাগণ।

—শুদ্ধি—

আরজবন্দের গীত

[এই গীতটী ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্যের শেষে বসিবে]

বুকের মাঝে লুকিয়ে থাক
ওগো বুকের পাখী।
তোমায় বুকের খাঁচায়
শেকল কেটে, অমনি ছেড়ে রাখি ॥
মেঘের ডাকে ভয় পেয়ো না,
আকাশ পানে আর চেয়ো না,
করুণ সুরে গান গেয়ো না,
এমন থাকি থাকি।
ওগো পথের মাঝে—
হারিয়ে যাবার পাখী!
তোমায় পেতে আর কি আছে বাকী।

সেলিমার গীত

[এই গীতটী ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্যের শেষে বসিবে]

চঞ্চল ছুটে আসোয়ার।
মন কি চলে নারে গতি কি ধরে না রে তার ॥
এসেছি কোথা হ'তে
কোথা যে তারে পেতে
কোন্ সে অকূল সাগর-পার।
সহসা এ কি দেখি
ঐ যায় ওগো সে কি
পাগল হ'ল না কি, আঁখি আমার!

গোলকুণ্ডা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শিবির]

আওরঙ্গজেব ও মহম্মদ

মহম্মদ। তিন লক্ষের উপর সৈন্য নিয়ে আপনি দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য করছেন, আপনি এখানে বর্ত্তমান থাকতে ক্ষুদ্র গোলকুণ্ডা আপনার চোখের সামনে দিয়ে সমৃদ্ধিশালী বালাঘাট জয় করে চলে গেল!

আওরঙ্গজেব। তাতো দেখছি।

মহম্মদ। আমি ওর সিকি ফৌজ নিয়ে অনায়াসে সে দেশ দখল করতে পারতুম।

আও। আমি দশ হাজারে পারতুম।

মহ। তবে ?

আও। কিন্তু পারলুম না। যা বললে মহম্মদ, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, তারা বালাঘাট জয় করে উল্লাস করতে করতে চলে যাচ্ছে।

মহ। এরূপ নিস্পৃহতার কারণ কি পিতা ?

আও। কারণ? কারণ অসংখ্য মহম্মদ, একটা বিশেষ করে' কি কারণ তোমাকে বলব?

মহ। যে কারণই হ'ক, সে আপনার পক্ষে। আমাকে হুকুম করুন, আমি বিজয়ীদের পথের মাঝে আক্রমণ করে' বালাঘাট পুনর্জয় করি।

আও। তুমি কি আমাকে পিতার বিদ্রোহী হ'তে বল মহম্মদ?

মহ। বিদ্রোহী হ'তে হবে, মানে কি? কর্ণাট জয়ের সঙ্গে আপনার বিদ্রোহের সম্বন্ধ কি, বুঝতে যে পারছি না পিতা!

আও। এই চিঠি পড়। পাঞ্জা দেওয়া চিঠি নয়—বাদসার নিজের হাতের লেখা। চেঁচিয়ে পড় মহম্মদ, এখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। (চিঠি নির্দ্দেশ করিয়া) এইখান থেকে পড়:

মহ। (চিঠি পড়িল) "অস্ত্রধারী মোগল সৈন্য যে কোন কারণেই হ'ক, যদি মহাত্মা আবদুল্লা কুতবসার রাজ্যের সীমান্তেও পা দেয়, তা হইলেও, তাহা আমারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিবে। পুত্রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক জানিয়াই তোমাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছি। জানি, আমার অতি দুর্দ্দিনে সেই আশ্রয়দাতার সমৃদ্ধি-ভরা গোলকুণ্ডা তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না।"

আও। এই খানটায় পড়। (স্থান নির্দ্দেশ)

মহ। "আমার জীবদ্দশাতে ত নয়ই, ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিনা, যদি তাঁর ইচ্ছায় ভবিষ্যতে তুমিই ভারতেশ্বর হও, তা হইলেও, যদি আমার আত্মাকে সুখী রাখিতে চাও, তুমি, কুতবসা অথবা তিনি না থাকিলে, তাঁহার বংশধরের রাজ্য কখনও আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিও না।"

আও। দাও চিঠি। এই বারে বুঝতে পারলে মহম্মদ?

মহ। তবে আর চক্ষুজালা বৃদ্ধি করতে এ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে এখানে কেন, শিবিরে ফিরে চলুন।

আও। কেন আছি? কেন বৎস্য, ভবিষ্যতে তোমার কি সাম্রাজ্যপতি হবার অভিলাষ আছে?

মহ। সে ইচ্ছা রাখতে গেলে, আগে আপনাকে সাম্রাজ্যপতি দেখতে হয়।

আও। অন্তরের কথা গোপন করে' উত্তর দিয়োনা মহম্মদ!

মহ। গোলকুণ্ডা অধিকার করতে কি আপনার ইচ্ছা আছে?

আও। ইচ্ছা থাকলেও আমিত পিতৃদ্রোহী হ'তে পারব না। তবে —তবে মহম্মদ, পিতার চিঠি খানা প'ড়ে আর কিছু কি বুঝতে পারলে? পারলে না? চিঠিখানার যে অংশ পড়েছ, আবার সেটা পড়—

মহ। তাঁর পুত্রদের মধ্যে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক। এরূপ পুত্র কখন পিতৃদ্রোহী হ'তে পারেনা।

আও। (মাথা নাড়িলেন) তুমি চিঠির মানে ধরতে পারলে না।

মহ। আপনি বিদ্রোহী হ'তে পারেন?

আও। তোমার বুদ্ধিরও প্রশংসা কর্‌তে পারছি না।

মহ। সত্য পিতা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে বুঝিয়ে দিন।

আও। এইটে ফের পড়।

মহ। "ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানি না, যদি তাঁর ইচ্ছায় ভবিষ্যতে তুমিই ভারতেশ্বর হও—"

আও। বস্, কি বুঝলে?

মহ। এই পত্র ভবিষ্যতে ভারতেশ্বর হবার জন্য আপনাকে উত্তেজিত ক'রেছে।

আও। উত্তেজিত কর্‌বে কেন মূর্খ, এই পত্র পড়ে বুঝতে পারলে না, আমিই ভবিষ্যৎ ভারতেশ্বর। রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁর মনে যে কথা উঠেছে তা মিথ্যা হয় না। (পাদচারণ) মহম্মদ ধর্ম্মের জন্য রাজ্য, না রাজ্যের জন্য ধর্ম্ম? মূর্খ, এখনো হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে? বলি, খাওয়ার জন্য বাঁচা, না বাঁচার জন্য খাওয়া?

মহ। বাঁচার জন্য খাওয়া।

আও। বস্, তাহ'লে ধর্ম্মের জন্য রাজ্য। আরবের সেই অতি ক্ষুদ্র, পবিত্রতাময়ী ভূমি ধর্ম্মবাহু বিস্তার ক'রে আজ দুনিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করেছে। পৌত্তলিকের এই বিশাল ভারত আজ মুসলমানের পতাকা তলে। রাজ্যলিপ্সা একে ইস্‌লামের আয়ত্তে আনেনি, এনেছে ধর্ম্মলিপ্সা। সেই ভারতের 'ময়ূর সিংহাসন' এর পর অধার্ম্মিকে দখল করবে? ভণ্ড দারা, নাস্তিক সুজা, মাতাল মুরাদ এদের ভিতরে কাকে তুমি সম্রাট দেখতে পছন্দ কর মহম্মদ?

মহ। কাকেও নয়।

আও। আমাকে?

মহ। আপনি যে দিন সিংহাসনে বসবেন, সে দিন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের দিন।

আও। সে সৌভাগ্যের দিন আনতে, যদি পিতৃদ্রোহিতারও প্রয়োজন হয়, সে নিষ্ঠুর কর্ত্তব্যও করতে হয় মহম্মদ। আর কি তোমাকে কিছু বোঝাতে হবে?

মহ। না।

আও। তোমার সুমুখে দাঁড়িয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট।

সমস্ত হিন্দুস্থান হবে তার পদানত। এক খাপের ভিতর দুই তলোয়ার থাকতে পারে না।

মহ। না—এক ভারতের ভিতরে দু'জন স্বাধীন রাজার সিংহাসন থাকতে পারে না।

আও। একজনকে হয় অধীন হ'তে হবে, নয় তার উচ্ছেদ হবে। তবে—তবে—অনর্থক আমি পিতৃদ্রোহী হব না। তাঁর জীবদ্দশাতে ত হবই না, তাঁর মৃত্যুর পরও না। কুতবসার স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করব না। তার বংশধর কেউ থাকলে তারও না। কিন্তু মহম্মদ, কুতবসা অপুত্রক।

মহ। তাঁর কে আছে ?

আও। আছে কন্যা। এক কি দুই সেটা আমি জানতে পারিনি। সেটা জানবার ভার আমি তোমাকে দিতে ইচ্ছা করেছি। (পাদচারণ) বৎস, বিনা আয়াসে এর পর যদি গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, তার চেয়ে আনন্দের কথা আর নেই। বুঝতে পেরেছ ? (মহম্মদ মস্তক অবনত করিল) এতে সলজ্জ হবার কিছু নেই বৎস ! এ রাজনীতি। প্রেমের মূল্যহীন লীলায় আমি তোমাকে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছি না—আমি চাচ্ছি মোগল হারেমে প্রবেশ করাতে একটি পুত্রবধূ, সে সুন্দরী হ'ক আর না হ'ক, যখন সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করবে গোলকুণ্ডার ভাণ্ডার নিঃশেষ ক'রে কোহিনুরের ভাই ভগিনী—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নরাজি।

মহ। আপনি কি এখন শিবিরে ফিরে যাবেন ?

আও। কোথায় যাব—কোথায় যাব—কোথায় যাব ? বিদ্রোহী বিদ্রোহী মহম্মদ, তৈমুর বংশের কে না পিতৃদ্রোহী হয়েছে ? আমার পিতা হয়েছিলেন, পিতৃব্য খসরু হয়েছিলেন, পিতামহ জাহাঙ্গীরকে

খস্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছিল। আকবরের পিতৃদ্রোহী হবার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, তার চৌদ্দ বৎসর বয়সেই বাদসা হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। তুচ্ছ রাজ্যের জন্য এরা যদি পিতার প্রতিকূলাচরণ করতে পারে, ধর্ম্মের জন্য আমি পারি না? যাও কুতবসার কন্যাকে আমার পুত্রবধূ ক'রে মোগল হারেমে নিয়ে এস।

[আওরঙ্গজেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বৃক্ষতল]

হাসান নিদ্রিত। কর্ণাটী বালিকাগণের প্রবেশ।

গীত

ওরে ও ফুর ফুরে হাওয়া।
মলয়-নিলয় শ্রান্তি-বিলয় ঘুম পাগলের যাওয়া।
নদীকূলের তমাল মূলের ফুরফুরে হাওয়া।
সঙ্গোপনের পরশ ঢেলে
কোন বিজনে গেলি চলে
মরম বেদন মাখিয়ে দিয়ে পাতার কিনারায়?
ওরে ও পাগল হাওয়া
তৃপ্ত কি তোর সকল চাওয়া
কিছু কি নাইরে বাকি, আঁচলে খেলবি নাকি?
এক পরশে শেষ হ'লকি কুঞ্জ ঘরের গান গাওয়া?

[প্রস্থান।

হাসান। (জাগরিত হইয়া) তাইত! এমন ঘুমিয়ে পড়েছি! কই, পিতাকেও যে দেখছিনি, তিনি আমাকে না তুলে দিয়ে কোথায় গেলেন? ফকীরের এত ঘুম ত ভাল নয়।　　　　[প্রস্থান।

[অন্যদিক হইতে মহম্মদের প্রবেশ]

মহ। আপনি হ'ন আর না হ'ন, আমি যে ভবিষ্যতে সম্রাট হব, আজ তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যেখানে যাবার কোনও উপায় আবিষ্কার করতে পারছিলুম না, সেখানে যাবার পথ আপনি নিজে সুগম করে দিলেন। কি কষ্টে মনের বিপুল আনন্দ আপনার ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে গোপন করেছি, চতুর শিরোমণি হয়েও পিতা আপনি তা বুঝতে পারলেন না। আর কিছু ভাল লাগছে না, মন এইখান থেকেই আমাকে গোলকুণ্ডায় ছুটিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। (চিত্র বাহির করিয়া) কুতুব সার কন্যা তুমি। সুন্দরী না অসুন্দরী? ছবি আমার চোখের পানে চেয়ে ইঙ্গিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, ওই কথা; "কিহে দ্রষ্টা, সুন্দরী না অসুন্দরী আমি?"—

(হাসানের পুনঃ প্রবেশ। মহম্মদের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া দাঁড়াইল)

মন্দ কি তুমি? না, না রাগ কর'না—সুন্দরী তুমি। একথা শুনেও তোমার রাগ গেল না? এখনও মদির লোচনে ভ্রুকুটি! বলতে হবে কি তোমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী? যদি সে কথা বলতে হয়, ছবি তোর কাছে বলব না, যদি কোনও দিন তোর আসলের কাছে দাঁড়াতে পারি, বলব তার কাছে।

হাসান। জিনিষটে কি মিয়া সাহেব?

(মহম্মদ মাথা তুলিয়া নিরর্থক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল) যাতে তুমি এত তন্ময় যে, আমার আসা যাওয়া তোমার দৃষ্টি গোচর হ'লনা! পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ রইলুম বুঝতে পারলে না, পিঠে তোমার এতগুলো উষ্ণ-শ্বাস ফেললুম অনুভবে এলনা! ওঃ! এখনো তোমার শূন্য দৃষ্টি! জিনিষটে কি?

মহ। কে তুমি?

হাসান। আগে বস্তুটো কি দেখি, তার পর বলছি। (মহম্মদ ছবি বস্ত্রের ভিতরে রাখিবার চেষ্টা করিল, হাসান হাত দিয়া ধরিল) বাঃ! লুকুচ্ছো কেনহে, একবার দেখি! ডাকাত নই আমি, লুটে নেবোনা।

মহ। বেয়াদব, হুঁসিয়ার।

হাসান। ওঃ! এই বানরীর ছবিটে দেখে এত তন্ময়। (মহম্মদের হাতে চাপড় দিয়া ছবি ফেলিয়া দিল)

মহ। ঈশ্বরকে স্মরণ কর। (তরবারি নিস্কাশন)

হাসান। ঈশ্বরকে সর্ব্বদাই স্মরণ করছি ভাই, তুমি এখনি আমাকে কাটতে পার। তবে একটা কথা, ফকীরের সঙ্গে তুমি কথা কইছিলে। তাকে বল', আমাকে তিনি যেন আর না অন্বেষণ করেন। যখন তুমি আমাকে কেটেই ফেলবে, আমার মরা মুখটো তাঁকে দেখিয়ো না। এ্যাঁ! ওই যে তিনি আসছেন।

মহ। ও ফকীরকে, তুমি জানো?

হাসান। তুমি জানো?

মহ। (ইতস্তত: ভাবে) না।

হাসান। আমার বাপ্।

মহ। মিথ্যাবাদী!

হাসান। (মহম্মদকে চপেটাঘাত) বানরীর রূপে উন্মত্ত বানর, মিথ্যাবাদী আমি।

(মহম্মদ তরবারী যেমন কোষমুক্ত করিল, বেগে নাসীর খাঁ প্রবেশ করিয়া তাহার হাত ধরিল)

নাসীর। করেন কি, ওযে নিরস্ত্র।—

(আওরঙ্গজেবের পুনঃ প্রবেশ)

হাসান। ওঃ! আমারই বিষম ভ্রম হয়েছে। আমি এই সাধুকে দূর থেকে দেখে, নিজের পিতা মনে করেছিলুম। দাও ভাই, তুমি আমাকে শাস্তি। যে মহাপুরুষের পুত্র আমি, সহসা আমার এরূপ উত্তেজিত হওয়া অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে—দাও ভদ্র, আমাকে শাস্তি।

নাসীর। নিজের দোষ যখন স্বীকার করছ, তখন উনি তোমাকে শাস্তি দেবেন না। উনিও মহতের সন্তান।

হাসান। শাস্তি দেবেন না?

মহ। (আওরঙ্গজেবকে দেখিয়া সলজ্জভাবে অসি কোষবদ্ধ করিতে করিতে) না।

হাসান। দিতে পারবে না? ফকীরকে দেখে দিতে সাহস হচ্ছেনা? (আওরঙ্গজেবের দিকে অগ্রসর হইয়া) হজরৎ, আমার সেলাম গ্রহণ করুন। দূর থেকে দেখে আপনাকে পিতাভ্রম করেছিলুম। সেই ভ্রমে কতকগুলো অনর্থ ঘটে গেছে। ওই আত্মহারা যুবকের কাছে আমার ক্ষমা চাইতে প্রবৃত্তি হ'লনা, মহাত্মন, হঠাৎ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নিজের কাছে যে অপরাধ করেছি, সেজন্য আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

আও। তোমার পিতা কি ফকির?

হাসান। হজরৎ, তিনি আপনারই মত সংসার ত্যাগী।

আও। বৎস, ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়, এমন কোনও অপরাধ করনি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, তোমার সেই মহান পিতার কাছে চলে যাও। তোমার কল্যাণ হ'ক।

[হাসানের প্রস্থান।

আও। ওকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে নিরস্ত হলে কেন মহম্মদ?

(মহম্মদ অবনত মস্তকে দাঁড়াইল)

নাসীর। ও ব্যক্তি ক্ষমা চেয়েছে সা'জাদা।

আও। কই আমার ত তা বোধ হ'ল না।

নাসীর। দোষ স্বীকার করেছে।

আও। যে কঠোর কথা ব'লে, সুলতান-পুত্র ওই ভিখারীবেশী পথিকের কাছে অপমানিত হয়েছে, তোমার প্রতিও সেই বাক্য প্রয়োগ করতে আমাকে উত্তেজিত ক'রনা নাসীর! ও যুবক শুধু নিজের ভ্রম স্বীকার করেছে। দোষও স্বীকার করেনি, ক্ষমাও চায়নি। চাইলে শাস্তি। মহম্মদ! ওই যুবকের অনুসরণ করে' তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

মহ। তা জীবন থাকতে পারব না।

আও। তবে শাস্তি দাও। সম্রাট-পৌত্রকে অপমান করে' সে হাসতে হাসতে চলে যাবে?

নাসীর। তাহ'লে সম্রাট-পৌত্রের পরিচয় যে অজ্ঞাত থাকেবে না সাজাদা।

আও। ঠিক বলেছ নাসীর, আমিও আত্মহারা হয়েছি।

নাসীর। সেই সঙ্গে সাজাদার এই ছদ্মবেশ—

আও। আর বল'না নাসীর খাঁ, আমিও আজ আত্মহারা হয়ে গেছি। শুধু আত্মহারা নয়, ওই ফকীর বালকের কাছে আমি

পরাস্ত। ও আমাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে অভিবাদন করে' গেল, আমি চোরের মত সশঙ্কোচে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে রইলুম। চোখের উপর এই মুর্খ পুত্রের অপমানের শাস্তি দিতে পারলুম না। যাও বাদসার পৌত্র, যা তোমাকে বলেছি, যদি পার, কর। আজই তুমি গোলকুণ্ডায় চ'লে যাও; না পার, আমার সঙ্গে শিবিরে ফিরে এস।

[প্রস্থান।

মহ। না শিবিরে ফিরবোনা।

তৃতীয় দৃশ্য

[গোলকুণ্ডা—প্রাসাদ কক্ষ]

[আরজবন্দ একখানি চিত্র দেখিতেছিলেন ও গাহিতেছিলেন]

গীত

ইঙ্গিতে সঙ্গীত বাঁধিয়া—
কার পানে, ওগো, কার পানে, ওগো
কার পানে আছ চাহিয়া।
এ গান তোমার শুনিবে যে
কোন্ দেশে, ওগো, কোন্ দেশে, ওগো—
কোন্ দেশে গিয়ে লুকালো সে!
বিদায়ের ক্ষণে　　কাণে কাণে কি সে
যায় নাই কিছু বলিয়া?
শুনাইতে বাধা　　তাই কিহে প্রিয়!
অধরে অধর চাপিয়া?

(খানজাদীর প্রবেশ)

খান। কি রাজকুমারী, আগে থাকতেই যে গান ধরেছ ?

আরজ। আগে থাকতেই গান ধরেছি মানে কি ?

খান। মানে আমাকে বলতে হবে কেন ? তুমি কি মানে জান না ? বাগানের ওপারে গান গাইছেন তোমার দিদি, এ-পারে তুমি। আর আমি মানে বলতে এপার থেকে ওপারে ছুটোছুটী করব ?

আরজ। জ্যাঠামী করিসনি, কি হয়েছে খুলে বল্।

খান। সত্যিই তুমি জান না ?

আরজ। বালাঘাট জয় ?

খান। না, তোমার বিয়ের কথা ?

আরজ। আমার ! দিদির বল্।

খান। তোমার দিদিরও, তোমারও।

আরজ। কার সঙ্গে রে ?

খান। যখন জানই না, তখন আমি আর বল্‌ব কেন ? সুলতান বলেছেন, একসঙ্গেই তোমাদের দু'জনের বিবাহ দেবেন। বলছিলেন তিনি খাঁ-খানানকে, বালাঘাট জয়ের উৎসব, আর বিবাহের উৎসব একসঙ্গেই হবে।

আরজ। যাঃ ! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

খান। তবে ঐ বাদসার মুখেই শোন ; ঐ তিনি আসছেন।

আরজ। সঙ্গে ও কে ? ওঁকে তো চিনি না।

খান। দিল্লীর একজন ওমরাও। আমি চল্লেম।

[খানজাদীর প্রস্থান।

(কুতবসা ও নাসীরখাঁর প্রবেশ)

কুতব। কি করছ আরজ?

আরজ। একখানা ওড়্নায় ফুল তুলছি, দিদির বিয়েতে উপহার দেব।

কুতব। বেশ, বেশ। এস ভাই, কোন সঙ্কোচ নেই এস। এইটি আমার ছোট কন্যা।

নাসীর। দু'টিই অমূল্য রত্ন সুলতান?

কুতব। বা! বা! চমৎকার শিল্পীত তুমি। দেখ নাসীর খাঁ, দেখ দেখ—ওড়নার উপর আরজ কি চমৎকার ফুল কেটেছে।

নাসীর। সুন্দর কারুকার্য্য। দিল্লীর কোন শিল্পী এর চেয়ে যে বেশী বাহাদুরি দেখাতে পারে, আমার মনে হয় না।

আরজ। আর এই রুমালটা দিদির বরের জন্য।

নাসীর। বা! বা! এর কারুকার্য্য আরও যে আশ্চর্য্য সুলতান-নন্দিনী। আপনার ঐ ছোট আঙ্গুল গুলিতে এত কৌশল!

কুতব। কার সঙ্গে দিদির বিয়ে হচ্ছে তা জানো?

আরজ। কেন বাবা, এ প্রশ্ন আমাকে করলেন?

কুতব। তুমি জান তো বল না।

আরজ। সহরের সকলেই ত তা জেনেছে!

কুতব। তুমি বল না।

আরজ। উজীর-পুত্র।

কুতব। না। তার সঙ্গে মণিজার বিবাহ দেব ঠিক ক'রেছিলুম, কিন্তু অদৃষ্টের নির্দ্দেশে তা হ'ল না।

আরজ। হল না!

নাসীর। ফেলে দেবেন না সুলতান-পুত্রী। ও উপহার যার কাছে পৌঁছিবে, সেখানে ও রুমালের মর্য্যাদা হানি হবে না।

কুতব। শত গুণে বৃদ্ধি পাবে বল না কেন নাসীর খাঁ!

আরজ। কে তিনি?

কুতব। আমার বন্ধু বাদসা সাজাহানের পৌত্র; সুলতান আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ সা। উজীর-পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হবে তোমার।

আরজ। তা'হলে এটা আপনি গ্রহণ করুন জনাবলি—আগেই সুলতান-পুত্রকে এটা উপহার দিলুম।

নাসীর। এটা সে এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে সুলতান-পুত্রী!

আরজ। মেহেরবাণী ক'রে দিল্লীর ওস্তাদ দিয়েই ওটা তাঁকে সম্পূর্ণ করিয়ে নিতে বল্‌বেন।

কুতব। থাক্‌। দেখা হ'ল নাসীর খাঁ আমার দুটি কন্যাকেই, এইবারে সুলতানের একখানা পত্র।

নাসীর। পত্র না আন্‌লে চল্‌বেই না?

কুতব। নাসীর খাঁ, আমি স্বাধীন রাজা।

নাসীর। যথা আজ্ঞা।

কুতব। যত শীঘ্র পার, ফিরে এস। আমি পত্রের অপেক্ষায় উৎসব দু'চার দিনের জন্য স্থগিত রাখলুম। তিনটে উৎসব—বালাঘাট জয়ের, আর আমার এই দু'টি কন্যার বিবাহের—এক সঙ্গেই যদি সম্পন্ন করতে পারি, তাহলেই আমি মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত।

নাসীর। তা বটে। কেন না, তাহলে গোলকুণ্ডার দিকে কোন শত্রু লোলুপ দৃষ্টিতে চাইতে পর্য্যন্ত সাহস করবে না।

কুতব। না। এক চাইতে পারতে তোমরা। তা মহাত্মা

সাজাহান জীবিত থাকতে ত পারবেই না, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর পুত্রেরাও পারে কিনা সন্দেহ।

নাসীর। আমার মনে হয় পারবেন না, যখন তাঁরা স্মরণ করবেন আপনার অকৃত্রিম বন্ধুতাই তাঁদের ময়ূর সিংহাসনে বসবার সাহায্য করেছে। আপনি দুর্দ্দিনে সম্রাটকে আশ্রয় ও সাহায্য দান না করলে, আজ বোধ হয় সম্রাটের নাম পর্য্যন্ত লোকে ভুলে যেত।

কুতব। ও কথা তুলতে নেই নাসীর খাঁ। উভয়ে আমরা ঈশ্বরের নাম নিয়ে বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলুম। তবে, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। যদিই গোলকুণ্ডার সে দুর্ভাগ্যের দিন আসে, তখন আমি বেঁচে থাকবো না। যাক্, কদর খাঁ, (কদর খাঁর প্রবেশ) এই আমীর সাহেবকে গোলকুণ্ডার সীমানা পর্য্যন্ত রেখে এস। ইচ্ছা ছিল, দু'দিন এখানে রেখে তোমাকে নিয়ে আনন্দ করব, নিজের স্বার্থেরই জন্য সেটা করতে পারলুম না নাসীর খাঁ। মনে কিছু কর'না।

নাসীর। যে আনন্দ পেলুম, এইটেই আগে সুলতানকে শোনইগে।

[উভয় পক্ষে অভিবাদনাদি। নাসীর ও কদরের প্রস্থান]

কুতব। হঠাৎ, এতটা রেগে উঠলে কেন আরজ! একজন সম্ভ্রান্ত মোগলের সম্মুখে এমন অশিষ্টতা দেখালে যে আমাকে পর্য্যন্ত লজ্জিত হ'তে হল!

আরজ। আপনার কন্যা দু'টি কেও আপনি যে পণ্য দ্রব্যের মতন একজন অপরিচিতের কাছে তুলে ধরলেন! কাল আপনি এক কন্যা একজনকে দেবার অঙ্গীকার করলেন, আজ তাকে দিতে চলেছেন আর একজনকে। আর যে কন্যা এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাহের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাকে দিতে চল্লেন সেই মর্ম্মভাগাকে, যে কাল আমার ভগিনীর কাছে শপথ করে বলেছে, "তুমি ছাড়া এ জীবনে আমি আর

কাউকে ভাল বাসবোনা।"—ও ব্যক্তিই বা আমাদের অবস্থার কথা শুনে কি মনে করে গেল! বুঝে গেল, সুলতান কুতব সার কন্যা দুটির নারীত্বের কোনও মূল্য নেই।

কুতব। ওঃ! ঠিক বলেছ। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কিন্তু এখন এ বিবাহের পরিবর্ত্তন ভিন্নত অন্য উপায় নেই।

আরজ। সুলতান-পুত্র—আমাদের দুই ভগিনীর মাঝখানে হঠাৎ এসে পড়েছে বলে?

কুতব। তাই। যখন এসে পড়েছে, তখন তোমাদের দু'টির একটিকে তাকে না দিয়ে উপায় নেই।

আরজ। তা নেই।

কুতব। তা'হলে তোমাদের দু'টি বোনের কোন্‌টি মোগলকে দেব আরজ?

আরজ। মহম্মদসা কি দিদিকেই বিবাহ করবার প্রার্থনা জানিয়েছেন?

কুতব। বোধ হয় তোমার দিদিকে।

আরজ। বোধ হয়? আপনি তাও ঠিক জানেন না?

কুতব। সেত আমার কোনও কন্যাকে দেখিনি। আমার কয় কন্যা আছে, তাও বোধ হয় সে জানে না।

আরজ। বুদ্ধিমান হয়ে তবে এমন ভুল কাজ করলেন কেন বাবা?

কুতব। কি? তোমাকে দেখানো?

আরজ। এখন যদি ঐ ব্যক্তির মুখে শুনে সুলতান-পুত্র আমাকেই বিবাহ করতে চান?

কুতব। মোগল হারেমে প্রবেশ করতে তুমি রাজি আছ?

আরজ। তা' না থাকলেও ভগিনীর মনোবেদনার কারণ হ'তে আমি একেবারেই রাজী নই।

কুতব। বেশ, তা'হলে ওঠ, আমি সেই রকমই ব্যবস্থা করব। তোমাদের দু'টি ভগিনীর একটিকে আমায় সুলতান-পুত্রকে দিতেই হবে। তবে তোমার প্রতি অতি স্নেহেই আমি এই ব্যবস্থা করেছিলুম।

আরজ। ভগিনীকে কি এ কথা বলেছেন ?

কুতব। এখনো বলিনি—মনে মনে যা স্থির করেছিলুম প্রথমেই তোমাকে বলেছি। তবে তাকে শোনাতে আর বিলম্ব ক'রব না। আওরঙ্গজেবের চিঠি আস্‌বার অপেক্ষা পর্য্যন্ত রাখব না। উজীর নবাধিকৃত রাজ্য একবার দেখতে আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছে। তোমাদের দু'জনকেই সঙ্গে নিয়ে আমি একবার সেখানে যাব স্থির করেছি। যখন ফিরে আসব, তখন উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার ভগিনীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করে দেব। বালাঘাট-বিজয়ীকে সর্ব্বাগ্রে পুরস্কৃত করা আমার কর্ত্তব্য। বার্ষিক এক ক্রোর টাকার আয়ের সম্পত্তি সে আমার রাজ্যভুক্ত করেছে। যে কাজ আমি পারিনি, আমার পিতা—পিতামহ পারেননি। সবার উপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হীরকখনি—যার ভেতর থেকে একদিন কোহিনুর বেরিয়েছিল। তার পুত্রকে এক কন্যা দিয়ে আগে তাকে পুরস্কার। তার পর অপর কর্ত্তব্য। মোগলকে কন্যা দিতে আমি বিশেষ উৎসুক নই, তবু আমাকে দিতে হবে। আমার পরম বন্ধুর পৌত্রের প্রার্থনায় আমি "না" বলতে পারব না। তবে, শোন আরজ, মহম্মদ সা যে কন্যাকে বিবাহ করবে, সে শুধু যৌতুক পাবে। গোলকুণ্ডার এক মুঠো মাটিতেও তার অধিকার থাকবে না। যে আমীনকে বিবাহ করবে, সেই হবে ভবিষ্যতে এ রাজ্যের রাণী।

আরজ। এরূপ যখন আপনার অভিপ্রায়, তখন প্রথমেই মনিজার মত লওয়া আপনার কর্ত্তব্য।

কুতব। বেশ, চল। তোমার স্মুখেই আমি তার মত গ্রহণ করি।

আরজ। আমার স্মুখে? কেন?

কুতব। আমি প্রশ্ন করব, সে উত্তর দেবে, তুমি শুনবে, এক মুহূর্ত্তেই আমাদের যার যা কর্ত্তব্য স্থির হয়ে যাবে।

আরজ। আর যদি আপনার প্রশ্ন তার উত্তরকে গ্রাস করে! (কুতব বিস্ময়ে আরজের মুখের দিকে চাহিলেন) সে নীরবতা আপনার সমক্ষে আমাকে বড়ই বিপন্ন করবে।

কুতব। তোমাকে গোলকুণ্ডার রাণী দেখলে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতুম।

আরজ। আপনি আগেই ত মনিজাকে একরূপ দান করেছেন, একবার আপনার দেখা কর্ত্তব্য, করতলে নিক্ষিপ্ত দান সে মুষ্টিবদ্ধ করে কিনা।

কুতব। উত্তম। [কুতবের প্রস্থান।

আরজ। কিন্তু—কিন্তু—স্নেহময় পিতাকে সব বললুম, কিন্তু (ছবি বাহির করিয়া) তোমার কথাত বলতে পারলুম না! এখনি এত ভীত কেন, প্রিয়দর্শন আলেখ্য? মনিজার মা আছে, স্থলতান মাতুল আছে, আর আছে—তার ও তোমার আসলের মধ্যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান হিরণ-হীরকে-সমুজ্জ্বল গোলকুণ্ডা। সে প্রলোভন অতিক্রম করে যদি মনিজা তোমার আসলকে স্পর্শ করতে পারে, তখন নিরাশ-নত আঁখি নিয়ে আমার নিকট থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ ক'র। যতদিন তা না হয়, ততদিন নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তায়, ওগো ছবি তুমি আমার বক্ষ-পালঙ্কে বিশ্রাম কর?

চতুর্থ দৃশ্য

[গোলকুণ্ডার উপকণ্ঠ]

মহম্মদ ও নাসীর

নাসীর। তাহ'লে চলুন গোলকুণ্ডায় প্রবেশ করি।

মহ। এখনি ভাই, কাল বিলম্ব নয়।

নাসীর। কিন্তু আমীন যাঁর সঙ্গে সুলতান-পুত্রীর বিবাহের প্রতিবন্ধক হয়েও ত আপনার বিশেষ লাভ দেখছি না!

মহ। কেন?

নাসীর। আপনার পিতা যদি পত্র না দেন?

মহ। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবেনা। তুমি এ বিবাহ আগে স্থগিত কর। আমি আগ্রায় গিয়ে স্বয়ং পিতামহের হাতের চিঠি নিয়ে আসব।

নাসীর। তিনি কি আপনাকে এখানে এসে বিবাহ করতে অনুমতি দেবেন?

মহ। গোলকুণ্ডায় আমাকে বিবাহ করতে হবে?

নাসীর। তাতে আর সন্দেহই নেই সুলতান-পুত্র। এ তোমার, সেই মূর্খ দাম্ভিক, কিন্তু অন্তরে মেষের চেয়েও মলিন দাসভাব-ভরা রাজপুত রাজারা নয় যে, মেয়ে গুলোকে সুসজ্জিত করে মোগল হারেমে বিবাহের জন্য পাঠিয়ে দেবে! এ স্বাধীনচেতা স্বাধীন রাজা, মুসলমান।

মহ। দোহাই নাসীর, ভারে ভারে বাধা আমার সম্মুখে উপস্থিত ক'রে আমার চলবার পথ দুর্গম ক'র না।

নাসীর। তবে একটু বেশী রকম সুগম ক'রে দিই সুলতান-পুত্র। (রুমাল প্রদর্শন)

মহ। ওকি ?

নাসীর। পূর্ব্বে সকল দিক ভেবে আপনাকে দেখাতে সাহস করিনি।

মহ। ও কার রুমাল, নাসীর।

নাসীর। কার এ রুমাল, আপনিই সেটা স্থির করুন। সুলতান-পুত্রী আরজবন্দ তার ভাবী ভগিনীপতিকে এটা উপহার দিয়েছেন।

মহ। দেখি নাসীর, দেখি।

নাসীর। ওই দূর থেকেই একে দেখতে পারেন।

মহ। পাগলামি করো না, দাও আমার হাতে।

নাসীর। হাতে করবার একটা সর্ত্ত আছে। দেখেছেন এটা অসম্পূর্ণ।

মহ। বা! বা! কি সুন্দর কারুকার্য্য!

নাসীর। কিন্তু অসম্পূর্ণ। আপনি যদি তার ভাবী ভগিনীপতি, তাহ'লে দিল্লীর ওস্তাদ ওস্তাগর দিয়ে আপনাকে এটা সম্পূর্ণ করিয়ে নিতে হবে।

মহ। মানে কি ভাই ?

নাসীর। আমার মনে হয়, ওর মানে ওই রুমালের অসম্পূর্ণতার ভিতর ঢাকা আছে। রুমাল সম্পূর্ণ করুন, অবশিষ্ট ফুলগুলির সঙ্গে রুমালের উপরে রাজকুমারীর কথার অর্থও ফুটে উঠবে।

মহ। পিতাকে না জানিয়ে আগ্রায় চলে যাব নাকি ?

নাসীর। তাহ'লে বলুন, তার ভগিনীপতিই হওয়া আপনার অভিপ্রায় ? তবে তাকে পাবার জন্য এত হা-হুতাশ করছিলেন কেন ?

মহ। তাই ত ভাই, কি যে করব আমি যে বুঝতে পারছি না, সত্য সত্যই আমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমাকে তুমি আর সংসার দোলায় দুলিয়ে মেরে ফেলোনা।

নাসীর। এই রুমাল হাতে করবার সময় রাজ-কুমারীর যে মুখের ভাব আমি দেখেছি—পিতার কথা শোন্‌বার সঙ্গে তার বিরক্তি-আবেদন-ভরা চোখ নিয়ে আমার মুখের দিকে দৃষ্টি—এই সব দেখে আমার বেশ বোধ হয়েছে, তার ভগিনীপতিকে দেবার ছলে সে তার মনোনীতকেই এই রুমাল উপহার দিয়েছে—ওইটুকুই শুধু নয় সুলতান-পুত্র, সেই সঙ্গে আপনারই উপর দিয়েছে এই রুমাল সম্পূর্ণ করবার ভার।

মহ। অর্থাৎ, সেই হতভাগা উজীর-পুত্রটার হাতে পড়া থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে আমাকেই।

নাসীর। নিশ্চয়—যে কোন উপায়ে। নইলে, দিল্লীর সমস্ত শিল্পী একত্র হয়ে সারাজীবন ধরে যদি এর উপরে ফুল বসায়, তথাপি এ রুমাল পূর্ণ হবে না।

মহ। তাহ'লেত এখনি আমাদের যেতে হয়।

নাসীর। কোথায়?

মহ। গোলকুণ্ডা রাজধানীতে।

নাসীর। সেখানে বোধ হয় সে নেই। আমি জেনে এসেছি, পিতার সঙ্গে আরজবন্দ নবাধিকৃত রাজ্যে বেড়াতে যাবে।

মহ। তাহ'লে উপায়?

নাসীর। উপায় এখন আর অন্য কিছু নেই। বালাঘাটে গিয়ে উজীর-পুত্রকে ধরা—ভয় মৈত্র দেখিয়ে তাকে এ বিবাহ থেকে নিবৃত্ত করা।

মহ। তাহ'লে এখনি চল।

নাসীর। এই বেশে ?

মহ। প্রকাশ্য ভাবে ত গোলকুণ্ডার সীমায় পা দিতে পারব না।

নাসীর। আমার কোন আপত্তি নেই, চলুন।

(মহম্মদ দুই পা যাইতে না যাইতে তাহাকে পিছন হইতে ধরিল)

মহ। কি হল ? (নাসীর ইঙ্গিতে নেপথ্যাভিমুখে দেখাইল) কি আপদ ! হতভাগা ভিখারীটা আবার এখানেও, তুমি বল নাসীর, আমি ওকে হত্যা করি।

নাসীর। নাসীর বলতে যাবে কেন ;

মহ। কাজের মুখে বারংবার ও যদি এই রকম বিঘ্ন হয়—

নাসীর। সে আপনি বুঝুন।

মহ। তুমি ছেড়ে দাও, আমি ওকে এইখানেই শেষ করি।

নাসীর। তাহ'লে রসুন, আমি এখান থেকে আগে সরে যাই।

মহ। কেন যাবে ?

নাসীর। মাফ করবেন সা মহম্মদ, এ প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারব না।

মহ। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) তুমি ত দেখেছ ভাই, পিতার সম্মুখে ও আমার কি মর্ম্মান্তিক অপমানই না করেছে ! তুমি সে অপমান নিজে পেলে ওকে কি রক্ষা করতে পারতে ? যাক্ (পশ্চাতে চাহিয়া)

(হাসানের প্রবেশ)

[দূর হইতে সে মহম্মদকে তদবস্থ দেখিল। চমকিতের মত একবার দাঁড়াইল। তার পর আবার চলিল]

থাক, এবারেও ওকে ক্ষমা করলুম। তৃতীয় বার দেখতে পেলে আর ওকে জীবিত রাখব না। চল।

[মহম্মদ ও নাসীরের প্রস্থান।

(নসরৎ সাহের প্রবেশ)

নসরৎ। দূর থেকে দেখলুম, চলতে চলতে কি যেন দেখে তুমি থমকে দাঁড়ালে। কারণটা কি হাসান ?

হাসান। ঐ লোকটা আমাকে একদিন হত্যা করতে এসেছিল।

নসরৎ। বল কি !

হাসান। হাঁ বাবা।

নসরৎ। তুমি যখন বলছ তখন না বলতে পারি না। কিন্তু কি লোভে তোমাকে সে হত্যা করবে, তুমি ত ফকীর।

হাসান। লোভে নয়। আমি একদিন ওকে অপমান করেছিলুম।

নসরৎ। বল কি !

হাসান। হাঁ বাবা। ও আমাকে কেটে ফেলতে এসেছিল। একজন লোকের জন্য পারেনি।

নসরৎ। কি বিপদ, এ ঘটনা কবে ঘটেছিল ?

হাসান। যেদিন সেই গাছের তলায় আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় রেখে আপনি কোথায় চলে গিয়াছিলেন।

নসরৎ। ঠিক। তা তুমি তার অপমান করেছিলে কেন ?

হাসান। সে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। শুনে আমি ক্রোধ সম্বরণ করতে পারিনি।

নসরৎ। ক্রোধ হবারই কথা। সাধুকে মিথ্যাবাদী বলার চেয়ে তীব্র গাল আর নেই। কিন্তু তোমার কি অন্যায় সাহস, আততায়ী

জেনেও তুমি তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলে, যখন তুমি জানো, আত্ম-রক্ষার জন্য তোমার আঙুলে নখ পর্য্যন্ত নাই।

হাসান। আপনি হ'লে কি করতেন?

নসরৎ। আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করি আর না করি, তার অস্ত্রের মুখে বুক দিতে ত উপস্থিত হতুম না!

হাসান। সেদিন ওর কাছে আমি শাস্তি চেয়েছিলুম। ওর মিথ্যাবাদী বলায় ওর কোনও দোষ ছিল না।

নসরৎ। নির্দ্দোষ জেনেও তুমি তাকে প্রহার করেছিলে?

হাসান। নির্দ্দোষ জেনেছিলুম পরে। সে ব্যক্তি এক ফকীরের সঙ্গে কথা কইছিল, দূর থেকে তাঁকে দেখে মনে করেছিলুম সে আপনি।

নসরৎ। যাক্, আর কখন অমন অসম-সাহসিকের কাজ ক'র না, বড় পুণ্যে অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছ। ও ব্যক্তি মুখোস পরে নিজের কাছে চোর হয়ে আছে, তাই তুমি বেঁচে গেলে। মুখোস খুললে, দুনিয়ার কেউ তোমাকে ওর প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে পারত না।

হাসান। ওকে আপনি জানেন?

নসরৎ। ওর কাছে তুমি ক্ষমা চেয়েছিলে? (হাসান মাথা নাড়িয়া জানাইল, না) এর পর যদি দেখা হয়, চাইবে—হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইবে, যদি বাঁচতে চাও।

হাসান। উনি কি কোনও ছদ্মবেশী রাজার পুত্র?

নসরৎ। হাসান! যে ব্যক্তি আত্ম-গোপন করে পথ চলছে, আমার কাছে কি তার পরিচয়-প্রকাশ প্রার্থনা কর?

হাসান। তাহ'লে সেই ফকীরও ছদ্মবেশী?

নসরৎ। তিনি ঐ যুবকের পিতা।

হাসান। য়্যাঁ! একটা চোরের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলুম!

নসরৎ। অতটা উদ্ধত হওয়া তোমার উচিত হয় না হাসান!

হাসান। উদ্ধত আমাকে দেখলেন কিসে?

নসরৎ। এইত চোখের উপর দেখছি। আমার উপদেশকেও কানে তুলতে তোমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

হাসান। আপনার এখনকার উপদেশের কোনও মূল্য নাই।

নসরৎ। বল কি!

হাসান। আপনিই বলুন না। আপনি কি সত্যকে মিথ্যার কাছে মাথা হেঁট করতে বলেন?

নসরৎ। তাহ'লেত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা আমার চলে না দেখছি।

হাসান। তা হ'লে পবিত্র গৈরিকের অপমান আমাকে চুপ করে দেখতে হবে?

নসরৎ। এ তোমার সেই পারস্যের বন-ঘেরা ক্ষুদ্র আশ্রয় কুটীর নয়—এ তুনিয়া।

হাসান। এই যদি তুনিয়া, তাহ'লে এখানে আমাকে সঙ্গে ক'রে আনবার কি প্রয়োজন ছিল? আমি ত সেখানে বেশ সুখে ছিলুম।

নসরৎ। মনে হচ্ছে যেন ভুল করেছি—আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি হাসান।

হাসান। বলুন, আমার আচরণে আপনি কোনও অন্যায় দেখেছেন কিনা?

নসরৎ। না, তা বলতে পারিনা।—চলে এস।

হাসান। কোথায়? আবার সেই কুটীরে?

নসরৎ। না, আপাততঃ গোলকুণ্ডায়।

প্রথম দৃশ্য

[গোলকুণ্ডা—বেগম মহল]

জেরিণা ও মনিজা

জেরিণা। মনিজা! আমীনকে বিবাহ করা সম্বন্ধে যখন তোমাকে সম্মতি দিয়েছিলুম, তখন আওরঙ্গজেবের পুত্র এসে আমার চিন্তার পথ রোধ করেনি।

মনিজা। আমারও করেনি মা!

জেরিণা। এই কথাটি শোনবার জন্যই তোমাকে ডাকিয়ে ছিলুম। আমীনকে বিবাহ করা সম্বন্ধে তোমাকে একটু বিবেচনা করতে হবে।

মনিজা। বড়ই লজ্জার কথা হয়ে পড়েছে মা!

জেরিণা। কিন্তু উপায় নেই।

মনিজা। বিবেচনা করবারও আর সময় নেই। পিতা ব'লে পাঠিয়েছেন, আজই তাঁকে আমার মতামত শুনিয়ে দিতে হবে।

জেরিণা। সে শোনানির ভার আমি নিচ্ছি। তুমি কেবল একবার বল, মন খুলে—আমি মা, আমার কাছে সঙ্কোচ ক'রে কোন লাভ নেই—বল, আওরঙ্গজেবের পুত্রের সঙ্গে যদি তোমার বিবাহ দিতে চাই, তুমি আপনাকে অসুখী বোধ করবে না?

মনিজা। আমার সুখে অসুখে কিছু আসে যাচ্ছে না মা, আমাদের সুখ অসুখের প্রতি পিতার যে বিশেষ লক্ষ্য আছে, সেটা আমি মনে করি না।

জেরিণা। লক্ষ্য রাখবার তাঁর উপায় নেই। তাঁর এক উদ্দেশ্য গোলকুণ্ডার স্বাধীনতা রক্ষা। স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে বলেই তিনি তোমাকে মিরজুমলার পুত্রবধূ করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

মনিজা। তুমি কি মনে কর, আমীন খাঁ স্বাধীনতা রাখ্‌তে পারবে ?

জেরিণা। তোমার মন কি বলে মনিজা ?

মনিজা। (কিয়ৎক্ষণ নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিল) মনে হচ্ছে পারবে না।

জেরিণা। তোমাদের দুই ভগিনীর যে কোনও একটিকে আওরঙ্গজেব যখন পুত্রবধূ করবার ইচ্ছা করেছে, তখন জানবে বিনা উদ্দেশ্যে সে তা করেনি।

মনিজা। তা বুঝতে পেরেছি।

জেরিণা। বাহমণি রাজ্য ভেঙে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য হয়েছিল জানতো ?

মনিজা। বল।

জেরিণা। তার তিনটি গেছে। সকলের চেয়ে বড় আমেদসাহীটিকে মোগল গ্রাস করেছে। বাকি আছে মাত্র দুটি, একটি আদিল-সাহী, আমার পিতার বিজাপুর, আর একটি কুতব-সাহী, তোমার পিতার গোলকুণ্ডা। ইস্‌লাম খাঁর মুখে শুনলুম, বিজাপুরের উপর মোগলের খর দৃষ্টি পড়েছে। বুদ্ধিমান বিজাপুর-রাজ স্বধর্ম্মী ওমরাওদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। রাজ্যরক্ষার ভার এখন একজন মারাঠি সৈনিকের উপর। নাম তাঁর সাহজি ভোঁসলা। শুধু তাঁর আর তাঁর অদ্ভুত কর্ম্মা মারাঠা পলটনের জন্য মোগল আজও পর্য্যন্ত রাজার কোনও অনিষ্ট করতে পারেনি। আর করবার উপায় নেই ব'লে করতে পারেনি তোমার পিতার। কিন্তু সেটি কি চিরকালই করতে পারবে না মনিজা ?

মনিজা। না মা, পিতা যতদিন বেঁচে থাকবেন, পারবে না।

জেরিণা। তোমার পিতা অপুত্রক।

মনিজা। বাবার মৃত্যুর পরেই মোগলেরা এ রাজ্য গ্রাস করতে চেষ্টা করবে।

জেরিণা। চেষ্টা করবে কেন মনিজা, গ্রাস করবে।

মনিজা। তা ঠিক—গ্রাস করতে এলে রক্ষা করবে কে?

জেরিণা। সকলে একযোগে চেষ্টা করলে না পারবার আশঙ্কা কিছুই ছিল না, কিন্তু মিরজুমলার অসম্ভব সৌভাগ্যে প্রায় সমস্ত ওমরাও তার বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে।

মনিজা। খাঁ-খানানের সঙ্গে কথা কয়েই সেটা বুঝতে পেরেছি।

জেরিণা। তা হ'লে? রাজাকে বাধ্য হয়ে তোমাদের দু'টির মধ্যে একটিকে বাদসার পৌত্রবধূ করতেই হবে।

মনিজা। অদৃষ্টে আর যা থাকে থাক্, এর পর আমাকে বন্দিনী মূর্ত্তিতে আরঙ্গের সিংহাসন তলে মাথা হেঁট করে না দাঁড়াতে হয়।

জেরিণা। আর কিছু বলতে হ'বে না তোমাকে, যাও—

মনিজা। কিন্তু—

জেরিণা। শিগ্‌গির বল—রাজার আসবার সময় হ'ল।

(বাঁদির প্রবেশ)

বাঁদি। মা! রাজা আসছেন।

জেরিণা। কি বলবে, শিগ্‌গির বল—(কুতবের আগমনের পথের দিকে চাহিয়া) মনে খুঁত রেখ' না, এগিয়ে দেখ বাঁদি, কত দূরে রাজা (বাঁদির প্রস্থান) জলদি, জলদি, জলদি বল মনিজা।

মনিজা। থাক্, আর বলব না। (প্রস্থানোদ্যত)

জেরিণা। দেখ' এর পর যেন আমার মুখ নষ্ট না হয়।

মনিজা। পিতা যদি আরজকে উত্তরাধিকার দিতে চান?

জেরিনা। কিসের জন্য?

মনিজা। আমীনকে বিবাহ করবার জন্য!

(কুতবের ভিন্ন দিক দিয়া প্রবেশ)

কুতব। তাই দেবার সঙ্কল্প করেছি মনিজা! রাজ্যই দেবার সঙ্কল্প করেছি রাণী! তবে আরজকে নয়। যে আমীনকে বিবাহ করবে তাকে। মনিজা বিবাহ করে পাবে মনিজা, আরজ বিবাহ করে—আরজ। আরজকেও একথা শুনিয়েছি। আর বলেছি, যে বাদসাহের পৌত্রকে বিবাহ করবে, সে বিবাহের সময় গোলকুণ্ডা-রাজকন্যার যোগ্য যৌতুক নিয়ে দিল্লীর হারেমে প্রবেশ করবে। গোলকুণ্ডা থেকে একমুঠো মাটি পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যাবার তার অধিকার থাকবে না। শুনে, সে বললে, "আগে আমার ভগিনীর মত গ্রহণ করুন।"

জেরিণা। দাও মনিজা, উত্তর দাও—তোমার মহান্ পিতার সঙ্কল্প ত শুনলে! এর পর তোমার মাকে যেন তোমার কাছে কৈফিয়তের দায়ী ক'র না।

মনিজা। তুমি এরূপ ক্ষেত্রে কি করতে মা?

জেরিণা। আমার কথা ছেড়ে দাও, মনিজা! আমি পবিত্র মহম্মদ গাওয়ানের ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা ইউসফ আদিলসার বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। সিংহাসন আমার কাছে গৌরবের বিষয় নয়—আমার গৌরবের বস্তু—সম্ভ্রম।

মনিজা। পিতা! আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করছি।

কুতব। আর একবার ভেবে বল মনিজা!

জেরিণা। আমি ওর হয়ে বলছি রাজা।

(আরজবন্দের প্রবেশ)

আরজ। ধিক্ তোমাকে মনিজা!

জেরিণা। আরজবন্দ!

আরজ। আর ধিক্ তোমার—মহম্মদ গাওয়ানের পবিত্র নাম মুখে আনতে সাহস-করা মাকে।

কুতব। আরজবন্দ!

আরজ। আর ধিক্—(কুতবের দিকে চাহিল) না পিতা, না পিতা—অশ্রু রুদ্ধ করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এই দুই সাক্ষীর সম্মুখে, সেই সাধু মহম্মদ গাওয়ানের পবিত্র নাম নিয়ে—রাজ্যের কল্যাণের জন্য যার হাতে আমাকে সমর্পণ করবেন, বিনা বিচারে, আনন্দের সঙ্গে তাকেই আমি স্বামী বলে গ্রহণ করব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দুর্গাভ্যন্তর]

[প্রাকারে তোপ শ্রেণী ; সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তরে গোলাগুলি সাজান ; দুর্গের একদিকে পরিখার জল দেখা যাইতেছে, উহাতে ঝুলান সাঁকো]

মিরজুমলা

মির। (পত্র হস্তে পরিভ্রমণ) "সমস্ত ওমরাওদের সঙ্গে এক মত হয়ে, আমি তোমাকে উজীর নিযুক্ত করলুম, তারা সকলেই তোমার এই অদ্ভুত বীরত্বের একবাক্যে প্রশংসা করেছে। আমার প্রশংসা শুধু বাক্যে ও লিপিতে আবদ্ধ রাখবার ইচ্ছা নয়। আমার এ রাজ্যজয়ের উল্লাস তোমাকে আর এক অভিনব প্রকারে দেখাবার ইচ্ছা হয়েছে। প্রথমে তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা। নবাধিকৃত রাজ্য পরিদর্শন ক'রে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যখন রাজধানীতে ফিরে আসব তখন ইচ্ছা করেছি, রাজ্যজয়ের উৎসবের সঙ্গে আর একটা এমন উৎসব করবো, যাতে তুমি আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা না করে, থাকতে পারবে না।" ওরে (ভৃত্যের প্রবেশ) রেজাক খাঁ। (ভৃত্যের প্রস্থান) কর্ত্তব্যনিষ্ঠা— কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা না অনুগ্রহ ভিক্ষা? কতকগুলো হীন-বীর্য্য ষড়যন্ত্রী মোসাহেবে পরিবেষ্টিত দুর্ব্বলপ্রকৃতি রাজা! যথা সর্ব্বস্ব পণ করেও যদি আমি এ দেশ জয় করতে না পারতুম, যদি কোনও উপায়ে জীবন নিয়ে আমি গোলকুণ্ডায় ফিরতুম, সে জীবন কতকগুলো

হীন কাপুরুষের পায়ের দলনে নিষ্পেষিত হ'ত। যাক্, তুমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছ, আসছ। রাজা কত দূরে রেজাক খাঁ?

(রেজাক খাঁর প্রবেশ)

রেজাক। সহরের ফটক পার হওয়া আমি দেখে এসেছি।

মির। সঙ্গে কে কে আসছে?

রেজাক। বেশী লোক রাজা সঙ্গে আনছেন না। তাঁর এক শরীর-রক্ষী, এক বৃদ্ধ আমীর—

মির। বৃদ্ধ খাঁ খানানও তাহ'লে নূতন রাজ্য দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারেনি?

রেজাক। বৃদ্ধ নিজে আসতে চাননি, রাজকুমারী আরজুবন্দের জেদে আসছেন।

মির। আরজুবন্দ! বড় রাজকুমারী বল।

রেজাক। না হুজুর, ছোট রাজকুমারী।

মির। হুঁ! দেহ-রক্ষী পলটন?

রেজাক। জন বারো মাত্র।

মির। জন বারো! মানে কি?

রেজাক। পলটন আসবার কথা হয়েছিল, সুলতান সঙ্গে আনলেন না।

মির। রাজার এরূপ আচরণের কেউ প্রতিবাদ করলে না?

রেজাক। অনেকেই করেছিলেন। রাজা কারও কথা শুনলেন না। জন কয়েক ওমরাও সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন, তাদেরও তিনি নিয়ে এলেন না। বললেন, "বালাঘাট-বিজয়ী বীরেরাই সেখানে আমার শরীররক্ষীর কার্য্য করবে। তার ওপর উজীর নিজে পাঁচ হাজার

তেলেঙ্গা সওয়ার নিযুক্ত করেছে। এত সব বীর থাকতে আবার কতক-গুলো শরীররক্ষীর প্রয়োজন কি ?"

মির। তেলেঙ্গা পলটন নিযুক্ত করেছি, এ কথা রাজাকে কে শোনালে রেজাক খাঁ ?

রেজাক। তা গোলাম কেমন ক'রে জানবে হুজুর !

মির। তুমি বলনি ?

রেজাক। আমি রাজার মুখে প্রথম শুনলুম। আমি ত এখনো পর্য্যন্ত তাদের অস্তিত্ব জানি না হুজুরালি।

মির। তুমি প্রতিবাদ করলে না কেন ?

রেজাক। আমি বলেছিলুম রাজাকে, 'সে পলটন ত আমি দেখিনি।' রাজা বললেন, "তোমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা ক'র।"

মির। হুঁ—নিয়োগের ইচ্ছা করেছি বটে, কিন্তু এখনো নিয়োগ করিনি। তা, এ কথাই বা তাঁর কাণে কে তুললে ?

রেজাক। আর কাউকেও বলেছেন কিনা ভেবে দেখুন।

মির। সে ভাববার দরকার নেই। তিনি জেনেছেন ভালই হয়েছে। যাক্—বড় রাজকুমারী এলেন না কেন ?

রেজাক। তাও জানি না হুজুর। শুনলুম, আসবার জন্য রাজা নিজে তাঁকে অনুরোধ করেছেন, তাঁর ভগিনী করেছেন, তাঁর মা বেগম-সাহেব পর্য্যন্ত বলেছেন, তিনি কারও অনুরোধ রাখেননি।

মির। ভাল—তুমি কতক্ষণ এসেছ ?

রেজাক। এসেই হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।

মির। তবে, বিশ্রাম নাও।

রেজাক। কিছু কি বলবার ছিল ?

মির। ছিল—কিন্তু তুমি বড় ক্লান্ত। আজকের মত তুমি বিশ্রাম

নাও। রাত্রি প্রভাতেই তোমাকে দৌলতাবাদ যেতে হবে। যেতে হবে তোমাকেই, অন্য কারও উপর কাজের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না।

রেজ্জাক। কি করতে হবে হুকুম করুন।

মির। নিয়ে যেতে হবে সেখানে সুবেদারের কাছে আমার এক হুকুমনামা। সেই তেলেঙ্গা পলটনকে এইখানে আনাবো। গিরি পথে রাজার অভ্যর্থনার জন্য তারা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

রেজাক। আপনি হুকুমনামা লিখুন।

মির। আজ রাত্রির মত বিশ্রাম নাও।

রেজ্জাক। এ কাজ সেরে তার পর বিশ্রাম নেবো।

মির। বল কি ?

রেজাক। বিশ্রাম নিতে গেলে, হুজুরের আদেশ পালন করা সম্ভব হ'বে না।

মির। তোমাকে যে বড়ই ক্লান্ত দেখছি হে! এই ক্ষণ পূর্ব্বে পঞ্চাশ ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে এলে!

রেজাক। তা' হ'ক, নিজেকে এখনো এমন ক্লান্ত মনে করিনি হুজুর, যাতে আপনার এই আদেশটা পালন করতে অপারগ হই।

মির। না, না—তুমি বিশ্রাম নাও। তোমাকে আদেশ করা আমার নিষ্ঠুরের কার্য্য হয়েছে। আমি অন্য লোক দিয়ে এ কাজ করাচ্ছি। যাও, তবু দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দৌলতাবাদ যেতে হবে নাকি? সে সহর এখান থেকে কত দূর জান? ত্রিশ ক্রোশ।

রেজ্জাক। যাব।

মির। তুমি পাগল। তবু দাঁড়িয়ে? তবে তোমার পথে অপঘাত মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী হ'ব না। প্রস্তুত হয়ে থাক, চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[রেজাকের প্রস্থান।

রাজ্য রক্ষার পক্ষে অশেষ মূল্যবান তুমি, কিন্তু রাজ্য অপহরণের পক্ষে তুমি কি ঠিক? সংশয় জাগছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পর্ব্বত পাদমূলে পান্থ শিবির]

সেলিমা ও তাবর্ণিয়ে

[সাহেব প্রাতরাশ করিতেছিলেন। সেলিমা দাঁড়াইয়া ছিলেন।]

সেলিমা। আর কত দূর হ'বে আপনার গোলকুণ্ডা, বাবা সাহেব? কতদিন এখানে তাঁবু রাখবেন?

তাবর্ণি। গোলকুণ্ডা এখনো কিছু দূর আছে,

সেলি। এখনো দূর?

তাবর্ণি। তবে দূর থেকে পর্ব্বতের গায়ে আমরা যে একটা তাঁবু দেখেছিলাম, একজন লোকের মুখে শুনলাম, গোলকুণ্ডার উজীর মীর-জুমলা ওইখানে অবস্থান করছেন। ওখানে যেতে কি তোমার আপত্তি আছে?

সেলি। ওখানে কি জন্য যাব বাবা সাহেব?

তাবর্ণি। একদিন ওখানে বিশ্রাম করতে!

সেলি। আমার প্রয়োজন নেই।

তাবর্ণি। তবে যদি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসতে পারি।

সেলি। কত বিলম্ব হ'বে বাবা?

তাবর্ণি। তোমাকে রেখে যাচ্ছি, তিনি আমার একজন বড় খরিদ্দার। একবার সেলাম দেবার ইচ্ছা।

সেলি। যান্।

(তাবর্ণিয়ের ইঙ্গিতে জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

তাবর্ণি। হিঁয়া খাড়া রও। তবে যদি—

সেলি। আর "তবে যদি" নেই বাবা সাহেব, আসল বিশ্রাম গোলকুণ্ডায়। (তাবর্ণিয়ে প্রস্থানোদ্যত) কিন্তু, (তাবর্ণিয়ে ফিরিল) যদি স্বামীকে গোলকুণ্ডায় না পাই।

তাবর্ণি। এখান থেকে যাব গোলকুণ্ডায়, সেখান থেকে যাব বিজাপুর। সেখানে না পাও, যাব দিল্লী, তারপর আগরা, এলাহাবাদ, সর্ব্ব শেষ বাংলা।

সেলি। সেখানেও যদি না পাই ?

তাবর্ণি। হিন্দুস্থান হচ্ছে পৃথিবীর সকল বুভুক্ষুর আশ্রয়। এখানে যদি না পাওয়া যায়, তোমাকে আবার তোমার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

সেলি। যান। (তাবর্ণিয়ে প্রস্থান) যাও হুঁয়া বৈঠকে রও।

রক্ষী। হুজুর, সাব আপ্‌কো পাশ রহেনেকো বোলা।

সেলি। যাও! হিঁয়া খাড়া রহেনেকো কুচ কাম নেই হ্যায়—যাও! (রক্ষীর প্রস্থান) (হাস্য) তাহ'লে এই হিন্দুস্থানেই তোমাকে ঠিক পাব। আমি বুভুক্ষু, তুমি বুভুক্ষু! তোমার সেই পাগল সঙ্গী! সেও বুভুক্ষু! নিশ্চয় তাহ'লে ঠিক জায়গায় এসেছি।

গীত

রয়েছি জাগিয়া যেন স্বপনে।
সে ছবি এখনো ভাসে এখনো তেমনি হাসে
ওই বারিধারা-ভরা পবনে॥
কোন্ দুর অতীতে ছায়া দোলে দুলিতে
চোখোচোখি হ'য়েছিল তাহারি সনে॥
আসিতে আসিতে সে যে এলো না,
ধরিতে ধরিতে ধরা হ'ল না,
কেন, তাতো পড়ে না মনে।
চলিতে হ'ল না চলা বলিতে হ'ল না বলা
আজিও চলেছে খেলা স্মরণে
সেই স্বপনের দেখা, সেই নয়নের লেখা—নয়নে॥

(আহিরণের প্রবেশ)

আহি। মা তোমাকে আমি নিতে এসেছি।

সেলি। কে আপনি?

আহি। আমি গোলকুণ্ডার উজীর-পত্নী।

সেলি। সাহেব ত তাহ'লে বড় অন্যায় করলেন।

আহি। কিছু অন্যায় করেন নি। তিনি অতি মহৎ বলেই তোমার কাছে আসবার স্থযোগ পেয়েছি। যতক্ষণ তোমার অভিরুচি থাকবে। কিন্তু অন্ততঃ এক লহমার জন্যও আমার গৃহে বিশ্রাম নিতে হবে।

সেলি। নিতেই হবে!

আহি। গোলকুণ্ডায় যেতে চাও, আমিই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সেলি। তাই ত, বড়ই যে মুস্কিলে ফেললেন মা, কারও আশ্রয়ে যাব না আমি যে সঙ্কল্প ক'রে বেরিয়ে ছিলুম।

আহি। অন্যায় সঙ্কল্প করেছিলে মা। যার সামান্য মাত্র মাতৃত্বের অভিমান আছে, সে তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখলে সহজে ছেড়ে দেবে কেন? (নেপথ্যে অশ্ব-পদশব্দ, শব্দ দূর হইতে নিকট হইল, সেলিমা বিস্মিত নেত্রে নেপথ্যাভিমুখে চাহিল। শব্দ নিকট হইতে দূরে গেল)

সেলি। হাঁ মা! ওই বিচিত্র সওয়ারটি কে?

আহি। ওটি আমার স্বামীর পলটনের একজন সৈনিক—আমার পুত্রের দেহরক্ষী। স্বামীর এক জরুরি চিঠি নিয়ে দৌলতাবাদ বলে এক সহরে ওকে যেতে হচ্ছে।

সেলি। চলুন।

আহি। হাসলে যে মা?

সেলি। চলুন।

আহি। ওই সওয়ারকে দেখে হাসলে কেন বল?

সেলি। বাঃ। আপনার মাতৃত্বের অভিমান শুধু শুধু কি আমাকে একটু হাসতেও দেবে না।

আহি। তা দেবো না কেন! কিন্তু দেখলুম, তোমার হাসির সুর ওই সওয়ারের অশ্ব-পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল?

সেলি। আপনিও বুভুক্ষু।

আহি। মানে কি?

সেলি। কাহাকে দেখবার লালসায় আপনার চক্ষু কি কখনও তীব্র জ্বালা অনুভব করে?

আহি। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া চোখে অঞ্চল দিল)

সেলি। (হাসিতে হাসিতে) বুঝেছি, মা—হয়েছে মা, চোখ খোল, উনি আমার স্বামী।

আহি। এস—আমার ঘরে—আমার আদরিণী কন্যা।

তৃতীয় দৃশ্য

[পথ]

নসরৎ ও হাসান

নস। কোথায় এসেছ বুঝতে পেরেছ, হাসান?

হাসান। এই গোলকুণ্ডা?

নস। এই গোলকুণ্ডার সীমান্ত, কোহিনুরের জন্মভূমি গোলকুণ্ডা।

ওই যে দূরে প্রাচীর-বেষ্টিত সুন্দর নগর দেখতে পাচ্ছ, ওই হচ্ছে গোলকুণ্ডার রাজধানী। এখানকার হীরক-খনি ওই নগরকে বাদসার রাজধানী দিল্লীর চেয়েও সমৃদ্ধিশালী করেছে। এই গোলকুণ্ডার রাজধানী দেখতে ইচ্ছা কর হাসান?

হাসান। বেশত, চলুন বাবা, আপনার সঙ্গে গোলকুণ্ডা দেখে আসি।

নস। তিন দিন আমরা একপ্রকার নিরাহার। দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে তুমি নিতান্ত শ্রান্ত, সঙ্গে সামান্য আহার আছে, তুমি কিছু অগ্রসর হও; আমি, মনে হচ্ছে, যেতে পারব না।

হাসান। তবে কি আমি একা যাব?

নস। যে তোমার ইচ্ছা।

হাসান। আমার ইচ্ছা মানে কি? আপনিই আমাকে এদেশে সঙ্গে ক'রে এনেছেন। আপনি না বল্‌লে আমি স্বপ্নেও গোলকুণ্ডার নাম পর্য্যন্ত জানতে পারতুম না।

নস। কতকটা সত্য বটে।

হাসান। তবে আমার এরকম স্বতন্ত্র ইচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

নস। জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হয়েছে বৎস।

হাসান। আপনার কি নগর প্রবেশের ইচ্ছা নেই।

নস। আমি ফকীর, কোহিনুরের জন্মভূমিতে প্রবেশ ক'রে আমার লাভ কি?

হাসান। তবে আমিই বা কি জন্য ওখানে প্রবেশ ক'রব?

নস। কি জন্য প্রবেশ ক'রবে, প্রবেশ ক'রবে কি না, সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোনও আদেশ ক'রব না। আমি তোমাকে কিছু বলতে

ইচ্ছা করি। শুনে, তোমার যেরূপ অভিরুচি ক'রতে পার। হাসান! তোমার সঙ্গ ত্যাগের আমার প্রয়োজন হয়েছে। শুনে কাতর হয়ো না, আমি ফকীর। ধন, দৌলত, জরু, জমিনে আমার লোভ নেই। কেবলমাত্র তোমার মমতায় মাঝে মাঝে আমি আপনাকে ভুলে যাই। এখন দেখছি, আর ভোলা আমার উচিত হয় না।

হাসান। মানে কি! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করতে চান?

নস। তোমাকে আমি মুক্তি দিতে চাই।

হাসান। মুক্তি! আমি কি আপনার পুত্র নই?

নস। আমি চিরকুমার দরবেশ।

হাসান। তবে আমি আপনার কে? বলুন—বলুন হজরৎ, আপনার মৌনতা আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুলছে।

নস। আর শুনে কাজ কি প্রিয়তম। এখন থেকে তুমি আমারই মত স্বাধীন। এতদিন তোমাকে হাতে ধরে চালিয়েছি। এইবার নিজের পায়ে ভর দিয়ে তোমার চলবার সময় এসেছে।

হাসান। বলে যান।

নস। আর পথরোধ ক'রব না হাসান!

হাসান। বলতেই হবে দরবেশ!

নস। বলতেই হবে?

হাসান। আমি কি ক্রীতদাস?

নস। কখন মনে করিনি প্রিয়তম। আর যে মনে করনি, আমার এতদিনের স্নেহে অবশ্য তা তুমি বুঝতে পেরেছ।

হাসান। এত ভালবাসা, এমন স্নেহ, করুণাময় ফকীর, দুনিয়ার আর কোথাও পাবার আশা করি না। তবু আপনার উপর আমার ক্রোধ হচ্ছে।

নস। কেন বৎস, ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। আজ থেকে তুমি আমারই মত স্বাধীন। এখন থেকে আমারই মত তুমি যথা ইচ্ছা বিচরণ কর। যা অভিরুচি তাই কর।

হাসান। আমার কত বয়সে আপনি আমাকে কিনেছিলেন ?

নস। তখন তুমি একরকম সদ্যোজাত শিশু। তোমার মা, বাপ, দুইই হ'য়ে তোমাকে প্রতিপালন করেছি।

হাসান। এরূপ মোহ আপনাতে কেন এসেছিল হজরৎ।

নস। একথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার অধিকার আছে। কিন্তু এর সদুত্তর তোমাকে দিতে পারব না। প্রথমে ভেবেছিলুম, দয়া। তারপর ? এই পঁচিশ বৎসর ছিলুম আমি তোমার মোহে আবদ্ধ। হাসান ! পঁচিশ বৎসর পরে তোমারই কাছে আমি মোহমুক্তি ভিক্ষা করি।

হাসান। আপনি এইবারে যেতে পারেন। ভাল কথা, যার কাছ থেকে আপনি আমাকে কিনে ছিলেন, তাকে আপনি জানেন ?

নস। জানি।

হাসান। তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ? বোধ হয় সে কোন হীন দাস-ব্যবসায়ী, আমাকে সে আবার কোথাও থেকে কিনে এনেছিল ?

নস। না।

হাসান। তবে কি সে আমার মা, বাপ, ভাই, কোন আত্মীয় ?

নস। তোমার পিতা।

হাসান। আজও সে নীচ নিষ্ঠুর বেঁচে আছে।

নস। ক্ষোভ ক'র না বৎস !

হাসান। ক্ষোভ ? কার ওপর ? কিসের জন্য ? তবে সে হতভাগ্য আজও বেঁচে আছে কিনা জানবার কৌতূহল হয়েছিল।

হাসান। আপনি ইচ্ছা করেন ত আপনার গন্তব্য পথ গ্রহণ করুন।

নস। এইবারে শোন—না বললে আমাকে অপরাধী হতে হবে, এই জন্য বলছি, তোমার পিতা আছে। আছেন তিনি এই গোলকুণ্ডায়। শুধু আছেন নয়, হাসান, সেই পূর্ব্বযুগের সন্তান-বিক্রয়ী হতভাগ্য এখন এখানকার শ্রেষ্ঠ আমীর—উজীর।

হাসান। নাম?

নস। পূর্ব্বে স্বতন্ত্র নাম ছিল।

হাসান। আমার তা জানবার প্রয়োজন নেই।

নস। বর্ত্তমান নাম মিরজুমলা। (নেপথ্যে পালকী-বাহকের শব্দ)

হাসান। (নতজানু) হজরৎ, বিদায়। মুখের দিকে কি দেখছ, পিতা? এ দুনিয়ায় একমাত্র সম্পর্ক তুমি। যে সম্পর্ক বিক্রয় করে' আমাকে পথে নিক্ষেপ করেছে, সে এখন যদি রাজাও হয়, সম্পর্ক ভিক্ষা করতে আমি কখন তার দ্বারে উপস্থিত হ'ব না। (বাহকদের শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল) যান যান, এরূপ ভাবে দাঁড়িয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন না। চলে যান চলে যান।

নস। কি বৎস, তোমার এই আহার্য্য! (আহার্য্য প্রদর্শন)

হাসান। (করজোড়ে) মাফ্।

[নসরতের প্রস্থান।

হাসান। (বসিল) আজ থেকে বায়ু আমার আহার, পৃথিবী আমার আসন, দিগ্‌বলয় আমার ঘরের প্রাচীর, নীলাকাশ তার ছাদ। সেই ঘরে দুনিয়ায় সর্ব্ব-সম্পর্ক-হীন আমি। মা, মা! এই সময়ে কেউ এসে আমাকে শুনিয়ে যায়, তুমি আর ওঠনি। শুনিয়ে যায়, অভাগ্য সন্তানকে বিসর্জ্জন দেবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনকেও তুমি বিসর্জ্জন দিয়েছ।

(চারিদিক চাহিতে চাহিতে আহিরণের প্রবেশ)

হাসান। কাকে খুঁজছেন মা?

আহিরণ। (চমকিয়া) না, না, কই কাকে?

হাসান। (উঠিয়া) আমার ওই রকমটা মনে হয়েছিল, তা হ'লে বুঝতে পারিনি মা!

আহিরণ। খুঁজছিলুম, হাঁ বাবা, আমার ছেলে।

হাসান। কই, এ দিকেত আর কাউকে আসতে দেখিনি। দেখুন যদি কোথাও থাকে সে।

[হাসানের প্রস্থান।

আহিরণ। তাইত এতটা ভ্রম হল? (কিছুদূর হাসানের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিল) বসে ছিল যেন আমীন, চলছে যেন আমীন।

(মিরজুমলার প্রবেশ)

মির। কি করছ? কোথাও কিছু নেই, পালকি থেকে নেমে হঠাৎ এদিকে চলে এলে কেন?

আহিরণ। তুমি এদিকে এলে কেন?

মির। তোমাকে নিষেধ করতে, আমরা এইখান থেকেই ফিরে যাব।

আহিরণ। রাজাকে আগিয়ে আনতে যাবে না?

মির। না, আমীনকে সে কাজের ভার দিয়েছি।

আহিরণ। রাজা তাতে রাগ করবেন না?

মির। করা ত উচিত।

আহিরণ। তাঁর সঙ্গে যে ছোট রাজকুমারী আসছে।

মির। সে আসছে তোমার পুত্রবধূ হতে।

আহিরণ। না?

মির। এখন তোমার কৌতূহল মেটাবার আমার সময় নেই। শিগ্‌গির চলে এসো, রাজধানী থেকে আসা রাজার কোনও অনুচর আমাদের না দেখতে পায়। চলে এসো আমার মুখের দিকে ফেল ফেল ক'রে তোমার ওই চেয়ে থাকা দেখারও আমার সময় নেই।

আহিরণ। চল। (কিছুদূর গিয়া) হাগা!

মির। কি বলতে চাও? বলতে বলতে নিরস্ত হ'লে কেন?

আহিরণ। সে শক্রটাকে কি কবর দিয়েছিলে?

মির! আহিরণ! তাহ'লে আর আমার চলা হ'ল না। চল সে দুর্ভিক্ষের রাজ্যে আবার ফিরে যাই।

আহিরণ। না না, চল চল।

মির। যদিই সে বেঁচে থাকতো আর এখন তোমার কাছে, মা বলে উপস্থিত হ'ত তুমি কি তোমার সমস্ত আমীর-ওমরাও-পত্নী সহচরীদের সুমুখে তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করতে পারতে?

আহিরণ। হুঁ—উঃ! চল।

চতুর্থ দৃশ্য

[পথ—দুই দিকে মাঠ]

(আমীন)

আমীন। বুঝতে পারলুম না। আমার আসা সব রকমে জানিয়ে দিলুম, তবুত আরজবন্দ পালকির দোর খুললে না! মনিজা এলো না, কেন এলো না? তার পরিবর্ত্তে এলো আরজবন্দ কেন এলো?

সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। আমীন খাঁ! তুমি এলে, তোমার বাবা এলেন না?

আমীন। সুলতানের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হচ্ছে ব'লে, তিনি আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন।

সাবাজ। সে কাজ তুমি খুব করতে পারতে। তোমাকে না পাঠিয়ে তাঁর আসাই উচিত ছিল।

আমীন। সেকি ছিল, তার সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

সাবাজ। ও! ঠিক্ ঠিক্—আমার বয়স হয়েছে আমীন খাঁ, বয়সে কিছু ভিমরতি হয়েছি। ভুলে গেছি, মিরজুমলা এখন মহামান্য উজীর, আর আমীন খাঁ তদ্বৎ মান্য উজীর-পুত্র।

আমীন। তামাসা করছেন কেন খাঁ খানান?

সাবাজ। তুমি যে হবে আমার নাতজামাই হে। তোমাকে তামাসা করবার যে আমার অধিকার আছে।

আমীন। সে যখন হ'ব, তখন করলেই ভাল হয়!

সাবাজ। রাগছ কেন? ততদিন কি বাঁচব? তাই আগে থাকতেই মনের খেদ মিটিয়ে নিচ্ছি। যাও, রাগ রেখে, মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা ক'রে বাবার কাছে ফিরে যাও। গিয়ে তাঁকে আসতে বল। যা চিরন্তন নীতি, তিনি নিজে এসে রাজাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যান। ওসব কাজের অছিলা আমরাও জানি। তুমি ফিরে গিয়ে তাঁর কাজের ভার গ্রহণ কর।

আমীন। নইলে রাজা আসবেন না?

সাবাজ। রাজাও আসবেন না, আর তোমারও জামাই হওয়া হবে না।

আমীন। সুলতান এসব কথা কিছু বল্লেন না!

সাবাজ। সুলতান আবার বলবেন কি?

আমীন। তিনিত আমি আসতে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না!

সাবাজ। তিনি না করলে তাতে কি! গোলকুণ্ডায় দু পাঁচজন আমীর ওমরাও আছে। তোমার বাবার যখন দেশে অস্তিত্বই ছিল না, তখন থেকে তাঁরা ওমরাও, তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।

আমীন। আসতে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। নবাধিকৃত দেশ, এখনও তেলাঙ্গীরা সম্যক বশে আসেনি, এজন্য তিনি সেখান থেকে চলে আসতে সাহস করলেন না।

সাবাজ। একটা দিনের জন্যও যে স্থান ছেড়ে আসতে তাঁর সাহস নেই, সে স্থানে রাজাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতে কেমন ক'রে তাঁর সাহস হ'ল?

আমীন। তা'হলে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি পিতাকে এই কথা জানাতে চললুম।

সাবাজ। যাও। তাঁকে আমার কথার অর্থ বুঝতে ব'ল। শুনে যেন তিনি আমার উপর অনর্থক রাগ না করেন। ব'ল, তাঁর না আসা পর্য্যন্ত আমরা সুলতানকে এইখানেই থাকতে অনুরোধ করব।

[সাবাজের প্রস্থান

আমীন। দু'টোদিন অপেক্ষা কর, হতভাগ্য রাজার হতভাগ্য অন্নদাস, তোমার ও মূর্খতার ঔষধ তোমাকে খাওয়াবার দিন এসেছে।

পঞ্চম দৃশ্য

[পথ]

সাবাজ খাঁ ও খাস মুন্সী

সাবাজ। (খাস মুন্সীর প্রতি) খাঁ সাজাদীর তঞ্জাম ওইখানে রাখতে বল্। নগরে প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই। আমার আদেশ ভিন্ন কেউ যেন নগরে প্রবেশ না করে। [প্রস্থান।

মুন্সী। যেতে যেতে পথের মাঝে এ আবার কি হ'ল! সেপাই শান্ত্রী সব পেছিয়ে রইল—আর আমরা এলুম এগিয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে, হঠাৎ বড়ো খান খানান পথের মাঝে থাকতে বলে গেল কেন। ওই যে তঞ্জাম এসে পড়ল। খাঁ খানানের হুকুমটো জানিয়ে দিতে হবে। পালকি ওইখানে রাখ্।

(আরজবন্দ, বাহক ও পাইকগণের প্রবেশ)

[বেহারারা তঞ্জাম রাখিল—তঞ্জামের ভিতর হইতে আরজ বলিল—কেন মুন্সী ?]

মুন্সী। (অভিবাদন করিয়া) খাঁ খানানের হুকুম সাজাদী। গোলাম আর কিছু জানে না।

আরজ। হঠাৎ এরূপ হুকুম—মানে বুঝতে পারছি না যে মুন্সী।

মুন্সী। আমিও জানিনা হুজুরাইন্।

আরজ। বেশ, তাহ'লে তোমরা দূরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

মুন্সী। আপনার কাছে কেউ থাকবে না ?

আরজ। কেউ না। আমি যখন ডাকব তখন আসবেন। আমাকেও একটু বিশ্রাম নিতে দিন।

[মুন্সী, বাহক ও পাইকগণের প্রস্থান।

আরজ। ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার আর আমার প্রয়োজন নেই। রাজকুমারী—রাজকুমারী! এর চেয়ে ভিখারীর ঘরে জন্মগ্রহণ করলুম না কেন। পরের কাঁধে না চেপে আমি আপনার আনন্দ মাথায় ক'রে পথে পথে বিচরণ করতুম। ওরা আমাকে কাঁধে ক'রে উল্লাস ক'রছে, আর আমি তাদের কাঁধে চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। কিরে, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছিস যে!

(খানজাদীর প্রবেশ)

খান। একি হুজুরাইন্, আপনি একা!

আরজ। দেখলুম তারা সব মরার মত হয়েছে। বান্দা বলে কি ওদের প্রাণ নয়।

খান। বান্দা বাঁদী চিরকালই মরবার মত হয় সুলতান-পুত্রী কিন্তু মরে না।

আরজ। আর সুলতান-পুত্রীকে চিরদিনই বেঁচে থাকার মত দেখায়, কিন্তু খানাজাদি, সে বাঁচা নয়—জীয়ন্তে মরে' থাকা বলে, বুঝেছিস্!

খান। আর বুঝে কাজ নেই—ওদের ডাকুন, আবার পালকিতে উঠুন, একবারে তাঁবুতে গিয়া বিশ্রাম লাভ করুন।

আরজ। খাঁ খানান আমাকে পথে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

খান্। আর উজীর-পুত্র বলে দিয়েছেন একবারে তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে, পথে কোথাও না দাঁড়াতে।

আরজ। বলুক, আমি তার বাপের বাঁদী নই।

খান। কতক্ষণ আপনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন?

আরজ। যতক্ষণ না তিনি আসেন।

খান। এবেলার মধ্যে তিনি যদি না আসতে পারেন?

আরজ। এবেলাই থেকে যাব।

খান। তুমি রাজকন্যা, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার, কিন্তু এই গরীব বান্দাগুলোর যে প্রাণ যাবে। উজীর-পুত্রত তাদের ক্ষমা করবেন না।

আরজ। একটু এগিয়ে দেখ্না ভাই, খাঁ খানান আসছেন কিনা। কেন যেতে যেতে তিনি আমাকে পথে অপেক্ষা করতে বলেছেন, আমিত বুঝতে পারছি না।

খান। একবারেই কি বুঝতে পারনি সুলতান-পুত্রী?

আরজ। তুই কি বুঝেছিস্ বল্‌ত।

খান। তার সঙ্গে উজীর-পুত্র আসছেন।

আরজ। উজীর-পুত্র থাকলো না থাকলো আমার বয়ে গেল। সঙ্গে আর একজন আছে দেখিস্‌নি?

খান। সেই বিদেশী?

আরজ। সেই বিদেশী।

খান। আপনি কি তার আসার অপেক্ষা করছেন?

আরজ। তিনি কি আসবেন? কই মনেত নিচ্ছেনা।

খান। তিনি ত মণি-ব্যবসায়ী, হীরে কিনতে গোলকুণ্ডায় এসেছেন।

আরজ। কে তোকে বললে?

খান। তোমার খাঁ-খানানইত বললেন।

আরজ। খাঁ-খানান জানে না।

খান। খাঁ-খানান জানেন না, আপনি জানেন?

আরজ। খাঁ-খানান কি, সহরের কেউ তাঁকে জানে না—বাবাও না। জানলে শিবিরে ওঁর আর একরকম খাতির হ'ত।

খান। রাজা পর্য্যন্ত জানেন না—কেবল আপনিই তাঁকে জেনে ফেলেছেন ?

আরজ। শুধু জানাই আমার সার হ'ল খান্‌জাদি ?

খান। কি ক'রে আপনি তাঁর পরিচয় জানলেন ?

আরজ। এই ক'রে (বক্ষের বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে চিত্র বাহির করিয়া প্রদর্শন) দেখছিস্ ?

খান। ওমা, একি! ওই বিদেশীর চেহারাইত বটে। কে উনি সুলতান-পুত্রী ?

আরজ। সুলতান জানলেন না, আমীর ওমরাওরা কেউ জান্‌লে না, মাঝখান থেকে তুই জেনে যাবি কে উনি ? যা এগিয়ে দেখ্, খাঁ-খানানের আসতে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন। যা, ফিরে এসে শুনিস্। আর কেউ তাঁর পরিচয় জানবার আগে তোকে আমি শুনিয়ে দেব কে উনি।

খান। (কিয়দ্দুর যাইয়াই দূরে কি যেন দেখিল, দাঁড়াইল তার পর ব্যস্ততার সহিত বলিল) "রাজকুমারী !"

আরজ। কিরে ?—আসছে ?

খান। না-না বিদেশী বটে, কিন্তু তিনি ত ন'ন। হুজুরাইন ! তঞ্জামের ভিতর প্রবেশ করুন। লোকটা এই দিকেই আসছে। (আরজ তঞ্জামের ভিতর প্রবেশ করিল। খানজাদী নেপথ্যাভিমুখে আগন্তুককে পিছাইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল।)

(হাসানের প্রবেশ)

খান। এদিকে এসোনা, এদিকে এসোনা—ওই পথ ধরে চলে যাও। এই বেয়াদব শুনতে পাচ্ছিস না ?

হাসান। পাচ্ছি বই কি।

খান। তবু আসছিস্ ?

হাসান। এইত দেখছিস্।

খান। কেউ কি তোকে আসতে বলেছে ?

হাসান। বলেছে বই কি, নইলে আসছি কেন ?

খান। কে তিনি ? খাঁ-খানান ?

হাসান। কে খাঁ-খানান আমি চিনি না।

খান। তবে কে তোমাকে আসতে বল্লে ?

হাসান। যে বলেছে তাকে তুই চিন্‌বিনা। খাঁচার ভিতর কি পূরে নিয়ে যাচ্ছিস্ ?

খান। খাঁচা কই ?

হাসান। ঐ যে রে, ওর ভিতর কি জানোয়ার পূরে নিয়ে যাচ্ছিস্ ?

খান। বেয়াদব কাকে কি বলছিস্ জানিস্ ?

আরজ। (পালকির ভিতর হইতে) এ কোন দেশের বানর বান্‌জারি ?

হাসান। পারস্য দেশের! তুমি কোন দেশের ? পালকির ভিতর মুখ-লুকানো বানরী ?

(আরজ পালকি হইতে মুখ বাহির করিয়া হাসানকে দেখিল)

হাসান। ও! তুমি সেই বানরী, যার ছবি দেখে একটা বানর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল! ও মুখ আর দেখাতে হবে না, খাঁচার ভিতর আবার লুকিয়ে রাখ।

[হাসানের প্রস্থান।

খান। ওরে ওরে—

আরজ। চুপ!

খান। চুপ কি?

আরজ। ওদের ডাকতে হবেনা।

খান। ডাকতে হবেনা। তোমার মুলুকে এসে তোমাকে অপমান করে' চলে যাবে? যে অপমান স্বপ্নেও কেউ কখনও ভাবতে পারে না. আমি বাঁদী, আমি সহ্য করতে পারি না।

আরজ। বুঝতে পারলি না?

খান। আপনি বলবেন পাগল, আমি বলব, না।

আরজ। আমি তোর চেয়ে জোর গলায় বলব, না।

খান। তবে? হাসছ যে! কম্‌বখতকে শাস্তি দেবেনা?

আরজ। না।

খান। এই অপমানটা সয়ে চলে যাবে।

আরজ। না।

(বাহকগণের প্রবেশ)

খান। তবে আর কেন, পালকির ভিতর প্রবেশ করুন।

আরজ। একটু অপেক্ষা। লোকটাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

খান। তুমি কি পাগল হয়েছ। (গমনোন্মুখ আরজের হাত ধরিল)

আরজ। ছাড়্ বাঁদি!

খান। ওরে, রাজকুমারীকে ফেরা, ফেরা।

আরজ। খবর্‌দার, যদি গর্দ্দান রাখতে চাস্, খাড়া র'।

[আরজবন্দের প্রস্থান

খান। ওরে যা—যা, করছিস্ কি, ফিরিয়ে আন্।

১ম, বা। তোমার হুকুম শুনবো বিবিসাহেব, না স্থলতান-জাদীর হুকুম শুনবো।

খান। তবে তোমাকে যাওয়াচ্ছি, উন্মাদিনী।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[শিবির সান্নিধ্য]

নাসীর ও মহম্মদ

নাসীর। এই উপযুক্ত সময়। এই সময় যদি ছেড়ে দেন, তাহ'লে ভবিষ্যতে যদি ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আপনি রোধ করতে পারবেন না।

মহ। বুঝতে পেরেছি, আর তোমাকে কিছু বলতে হ'বেনা।

নাসীর। ওই বৃদ্ধ ওমরাওয়ের সঙ্গে এই মাত্র ওর গোপনে গোপনে কি কথা হয়ে গেল, যে কথা রাজা জানতে পারলেন না—বুঝেছেন ?

মহ। বুঝেছি তুমি এই বারে যেতে পার।

নাসীর। সঙ্গে যেতুম, কিন্তু গেলে আপনার পরিচয় গোপন থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, কেননা রাজকুমারী আমাকে দেখেছে।

মহ। তুমি যাও নাসীর।

[নাসীরের প্রস্থান।

(আমীনের প্রবেশ)

আমীন। পালকীর মুখ বন্ধ করে' চলে গেলে কেন, রাজকুমারী, এই বারে আমি বুঝতে পেরেছি। কতকগুলো ওমরাও, বাবার এই গৌরবময় অবস্থায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। (হাস্য)

কতকগুলো মেষ সিংহ আর সিংহ শাবকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বেশ, বাবাকে সঙ্গে নিয়েই একবার ঘুরে আসি। দেখি, তাঁকে অপমানিত করতে—ও গুলোত ছার—দেখি সুলতানেরই কত সাহস।

মহ। আমীর-পুত্র!

আমীন। (চমকিত ভাবে) কে? আপনি? রাজার কাছ থেকে চলে এলেন যে!

মহ। শুনলুম, রাজা অধিক দূর আজ আর যাবেন না। নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে ছাউনি করবেন। অত বিলম্ব আমার সইবে না। সেইজন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

আমীন। তা আমিত আপনাকে হীরক দেখাতে এখন বালাঘাট নিয়ে যেতে পারব না। আমি দু'চার দিন অন্য কাজে নিযুক্ত থাকবো।

মহ। বালাঘাট যাবার আমার আর প্রয়োজন নাই, আপনাকেই আমার প্রয়োজন।

আমীন। আমাকে প্রয়োজন? আপনি কি মণি কিনতে আসেন নি?

মহ। জীবন্ত মণি কিনতে এসেছি।

আমীন। মানে কি?

মহ। পরে বলছি। আপনাকে যেন বিশেষ চিন্তিত দেখছি।

আমীন। আমার চিন্তার জন্য আপনাকে চিন্তিত হ'তে হ'বে না। কি বলতে এসেছেন শীঘ্র বলুন, আমি বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে পারব না।

মহ। পাল্‌কি ক'রে একটু পূর্ব্বে যিনি চলে গেলেন, উনি রাজার কে? বলুন, সঙ্কোচ করবেন না। তারপর যা বলবার আমি বলছি।

আমীন। এ প্রশ্ন আমার কাছে করবার আপনার কি প্রয়োজন।

মহ। আপনি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন, বল্‌তে বিলম্ব করবেন না!

আমীন। উনি রাজার কনিষ্ঠা কন্যা।

মহ। রাজা ওটিকে আপনার সঙ্গে বিবাহ দেবেন স্থির করেছেন।

আমীন। আমিত তা জানি না।

মহ। আমি জেনেছি। এও জেনেছি, ওই কন্যাকে যিনি বিবাহ করবেন, তিনি ভবিষ্যতে গোলকুণ্ডার গদি পাবেন।

আমীন। আপনি এত কথা কেমন করে জানলেন?

মহ। রাজার নিজ মুখে শুনে এসেছি। শুনে আপনাকে নিষেধ করতে এসেছি। আমীন খাঁ, যদি ভবিষ্যতে গোলকুণ্ডার আধিপত্য লাভই আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে রাজকুমারী আরজবন্দকে পাবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করুন।

আমীন। কি অপরাধে।

মহ। আপনার অপরাধ নয়, আপনার অদৃষ্টের অপরাধে। সুলতান আওরঙ্গজেব সেটিকে পুত্রবধূ করতে ইচ্ছা করেন।

আমীন। না মিয়াসাহেব, আপনি ভুল শুনেছেন, সেটি জ্যেষ্ঠা?

মহ। এইত দেখছি, আপনি সব জানেন তবে জানি না বলছিলেন যে!

আমীন। হাঁ হাঁ—জানি বললেও হয়, জানিনা বললেও হয়? কিন্তু সুলতান আওরঙ্গজেবের অভিপ্রায় আপনি কেমন করে' জানলেন?

মহ। মণি ব্যবসায়ী আমি, সকল রাজ দরবারেই আমাকে যাতায়াত করতে হয়।

আমীন। আপনি ঠিক জেনেছেন? কনিষ্ঠা রাজকুমারীকেই তিনি পুত্রবধূ করতে চান।

মহ? নইলে এতটা পথ ছুটে এসে আমি আপনাকে এ সংবাদ দিতে এলুম কেন।

আমীন। (অবনত মস্তকে পাদ চারণ)

মহ। একি উজীর-পুত্র, যাবার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছিলেন, তবে এ সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে এত বিলম্ব কেন? মাথা হেঁট করে' পায়চারি করবার মত ভাববার কথা এতে কি আছে।

আমীন। বেয়াদবি ক'রনা সওদাগর, এ তোমার প্রশ্নের উত্তর নয়।

মহ। কিন্তু আপনার কাছ থেকে উত্তর নিয়ে যেতে আমার উপর সম্রাট-পুত্রের আদেশ।

আমীন। আমি পিতাকে না জিজ্ঞাসা করে' এ কথার উত্তর দিতে পারব না।

মহ। তত দিন ত অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই। আপনার অভিপ্রায় শুনে, তাঁকে জানাবার জন্য এখনি আমাকে বুরহানপুর রওনা হতে হবে। আমার সঙ্গী, আমার অপেক্ষা করতে পারলেন না। বিলম্ব হ'লে তাঁকে আমি পথে ধরতে পারব না। বলুন—

আমীন। আমার মতে বাবা যদি মত না দেন।

মহ। সম্রাট-পুত্র তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া করবেন। বলুন আমীন খাঁ! বলুন আপনার কি মত। আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব না—বলুন।

আমীন। বলতে হয়, সম্রাট-পুত্রের কাছেই তা বলে পাঠানো যাবে।

আমীন। আমি যদি না বলি।

মহ। আবার 'যদি' কেন, একবারেই বলে ফেলুন, 'বলব না'।

আমীন। আমি আপনাকে চিনি না। আপনাকে বলতেই হবে, এমন কোনও নিদর্শন না দেখালে আমি বলব না।

মহ। নিদর্শন এই। (অস্ত্র বহিষ্করণ)

আমীন। বুঝেছি। আমিও বীর মিরজুমলার পুত্র সুলতান-পুত্র। ওরকম নিদর্শন আমার কাছেও আছে। রাজা যদি আমাকে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা দান করতে ইচ্ছা করেন, আপনি কিম্বা আপনার পিতা কিম্বা তাঁর পিতা সম্রাটের ভয়ে তাকে ত্যাগ ক'রব না।

মহ। তাহ'লে ভবিষ্যতে কে তাকে লাভ করবে, এই খান থেকেই তার মীমাংসা হয়ে যাক্।

আমীন। কোনও আপত্তি নেই সুলতান-পুত্র!

(উভয়ের মধ্যে অসিযুদ্ধের উদ্যোগ)

(খান্‌জাদীর প্রবেশ)

খান্। করছেন কি, ক্ষান্তি দিন, ক্ষান্তি দিন। আপনারা যার জন্য কাটা কাটি করে মরতে যাচ্ছেন, এক পথের পথিক তাকে লুটে নিয়ে গেল। অবাক হয়ে আমাকে দেখবেন না। শিগ্‌গির যান। নইলে, রাজার মান, আপনাদের মান সমস্তই মাটির ভিতর ঢুকে গেল জানবেন।

মহ কি করবেন উজীর-পুত্র? আপনি যাবেন, না আমি যাব। আমাদের দু'জনেরই দম্ভ চূর্ণ হয়েছে।

খান্ আর বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়, দু'জনে না যেতে চান, যে হ'ক একজন যান, কেউ না জানতে জানতে মহামান্য সুলতানের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

আমীন। আপনিই যান।

মহ। আপনার অসাক্ষাতে চোরের কার্য্য করব না, এটা আপনার বিশ্বাস আছে।

আমীন। খুব আছে।

[মহম্মদের প্রস্থান।

আমীন। আমি আপনার দেখার প্রতীক্ষায় প্রতি মুহূর্ত্ত গণনা করব, মনে রাখবেন।

সপ্তম দৃশ্য

[বনপথ]

(কর্ণাটী বালিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

সাগরে ডুবিছে ভানু, ধীরে ধীরে।
আঁধার নামিছে ঐ নিবিড় ভুবন ঘিরে,
ধীরে ধীরে কুরঙ্গী ফিরে॥
বসন্ত অনিল বিতরে গন্ধ
ললিত ছন্দে গীত কাকলী ছন্দ,
অযুত কোটী কুসুম ফোটে তরু-শিরে;
বহে শান্তি বিমল কান্তি
ঈশ-আশায় তীরে নীরে॥

[প্রস্থান।

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। জটিল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম পা বাড়াতেই দেখি, আমি হত-ভাগ্য। দারুণ মর্ম্মবেদনা মূলধন নিয়ে দুনিয়ার বাজারে আমি বেচা কেনা করতে চলেছি। তার প্রাপ্য। একমাত্র মৃত্যু। মৃত্যু—হয় অনাহারে,

(আরজবন্দের প্রবেশ)

আরজ। আর চলবেন না, একবার দাঁড়ান।

হাসান। একি! আপনি।

আরজ। বানরীকে আবার আপনি কেন? যে রকম পাগলের মত চলেছেন, মনে হয়েছিল, দুনিয়ার শেষে না গেলে আপনার নাগাল পাব না। একটু দাঁড়ান,—আমি কি আপনার সঙ্গে চলতে পারি! দাঁড়ান, একটা কথা কয়ে যেথা ইচ্ছা চলে যান।

হাসান। অসমসাহসিনী, তুমি এত দূর চলে এসেছ!

আরজ। কি করব। ভীরু, আমার অপমান ক'রে, তুমি পালিয়ে এলে, আমার একটা উত্তর শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেও তোমার সাহস হ'ল না! ওগো, ওগো বলে' কত ডাকলুম শুনতে পেলে না। পর্দ্দানসীন, সারা দেশকে জানিয়ে চীৎকার করেত ডাকতে পারি না।

হাসান। নাও, কি ব'লবে, ব'লে চ'লে যাও।

আরজ। এত তাড়াতাড়ি কেন, একটু বসি। আমি কি রকম হাঁপাচ্ছি, তুমি দেখতে পাচ্ছনা। তুমিও ত কাঁপছ—তুমিও একটু বস'

হাসান। তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে।

আরজ। ভয় কি? আমি বাঘিনী হ'লে বানরের ভয়ের কারণ ছিল। কোনও ভয় নেই তোমার। আমি বানরী। ,বস বস আমি অনুরোধ করছি। আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি না।

হাসান। (উপবেশন করিয়া) বসুন।

আরজ। (উপবেশন করিয়া) হাঁ, বসুন। আপনি ইরাণ দেশের বানর, আপনি তিনদিন অনাহারেও এ গাছ থেকে ও গাছ করতে

হাসান। কি বলবেন এই বারে বলুন।

আরজ। বস্থন, একটু বিশ্রাম নিই।

হাসান। ওঃ! কি অসমসাহসিনী তুমি!

আরজ। না পথিক, সাহস আমার মোটেই নেই। ক্ষুধার্ত্তের চক্ষু, আপনি ঠিক দেখতে পাচ্ছেন না।

হাসান। এইবারে বলবার কি সময় হয়েছে?

আরজ। সাহস? কোথায় আমার সাহস দেখলেন? তা'হলে কি থেকে থেকে এক একবার পিছন দিকে চেয়ে দেখি! ভয়—ভয়—পাছে কোন দিক থেকে কেউ এসে জোর করে' আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যায়।

হাসান। নইলে কি করতে?

আরজ। পিছন দিকে আর চাইতুম না।

হাসান। অর্থাৎ?

আরজ। (সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া) এই যে আমার সম্মুখ, এই মুখে বরাবর চলে যেতুম।

হাসান। তুমি তা'হলে আমার চেয়েও দুঃখী?

আরজ। ওকি! ইরাণী বানর হিন্দুস্থানী বানরীকে দেখে ভয় পেতে পারে, সত্য কথা বলতেও কি সে ভয় পায়? আপনি দুঃখী কিসে? তাহ'লে কি হাসতে হাসতে চ'লে আসতে পারতেন?

হাসান। তাইত!

আরজ। তাইত কি?

হাসান। কি ব'লতে এসেছেন বলুন।

আরজ। আগে বলুন, তাইত ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন?

হাসান। সে বানরটাকে চড় মেরে দেখছি আমি অন্যায় করেছিলুম।

আরজ। তাকে আপনি চড় মেরেছিলেন?

হাসান। তখন ত বুঝতে পারিনি—

আরজ। বলছেন কি, চড় মেরেছিলেন? আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না!

হাসান। আমাকে সে কাটতে এসেছিল,—পারলে না। তখন যদি সে আমাকে কেটে ফেলতো!

আরজ। এমন?

হাসান। নাও, কি বলবেন বলুন—আমি এইবারে উঠবো।

(উঠিতে গিয়া হাসান টলিল, আরজ দাঁড়াইল)

আরজ। কতদিনের অনাহার? সঙ্কোচ কেন, বলুন। বলবেন না? তবে শুনুন, যা বলতে এসেছি—এত দূরে ছুটে—

হাসান। শীঘ্র বলুন।

আরজ। সুলতান আবদুল্লা কুতবসার কন্যা তার পিতার প্রতিনিধি হয়ে তার পিতৃশিবিরে আহার করবার জন্য আপনাকে আবাহন করছে।

হাসান। না, না।

আরজ। আবাহন করেছে জেনে, আর কিছুক্ষণ যদি আপনার পেটে অন্নজল প্রবেশ না করে, আপনার জীবন থাকবে না।

হাসান। আমি অনাহারী—একথা আপনাকে কে বললে?

আরজ। এই বানরীর চক্ষু। পালকি থেকে মুখ বার করে' আপনার মুখ দেখা মাত্রই আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলুম। বলুন, চক্ষু আমাকে মিছে বলেনি?

হাসান। তিনদিন আমি নিরাহার।

আরজ। সেটা বুঝতে পেরেই আমি আপনার অনুসরণ করেছি।

কে, কোথায়, কি সব ভুলে—পিছনে চাইতে সময় পাইনি, পাছে আপনি চোখের অন্তরাল হন—বুঝেছেন?—এইবারে আপনার অভিপ্রায় বলুন।

হাসান। আমার বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আরজ। তাহ'লে এইখানে অপেক্ষা করুন, আর যেন কোথাও যাবেন না। আমি আপনার জন্য যান বাহন সব পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হাসান। আপনি যান।

আরজ। আর কোথাও চলে যাবেন না তো?

হাসান। কিন্তু—

আরজ। কিন্তু কি বলুন—ভয় হচ্ছে, রাজসকাশে আপনার মর্য্যাদা থাকবে না? ভয় নেই, আপনি বানর, আমি বানরী, কিন্তু আমার পিতা মহাত্মা কুতব সা বানর নন।

হাসান। এই ব'সে রইলুম।

আরজ। কিন্তু এ কোথায় এলুম বুঝতে পারছিনা ত! তাইত, আর কোনও দিক যে চিনতে পারছিনা—কেমন ক'রে ফিরি!—(নেপথ্যে কণ্ঠ শব্দ)

হাসান। ওইগো, তোমাকে খুঁজছে।

আরজ। খুঁজুক, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুন।

[আরজের প্রস্থান।

হাসান। তাইত, হঠাৎ চোখের উপর একি আলোক ফুটে উঠলো! এই কি করুণার রূপ, এই কি স্নেহের বাণী—এই রূপ, এই বাণীর ভিতর দিয়েই কি মমতাময়ীর পরিচয়? সে ত সৌধবাসিনী ঐশ্বর্য্যময়ী রাজকন্যা নয়, সেত ছিন্নবস্ত্রপরিধানা পথচারিণী ভিখারিণী নয়—মমতা তার ঐশ্বর্য্য, দয়া তার প্রাণ, কান্তি তার আবরণ, শান্তি তার

দান। মা, মা,—জননী! এই রকম মমতাতেই কি তুমি মরণকে বক্ষে ধরে', তোমার সন্তানের জীবন রাখতে, ফকীরের পায়ে তাকে নিক্ষেপ করেছিলে?

(খানজাদী ও মহম্মদের প্রবেশ)

খান। এই, এই—

হাসান। এস ভাই, এস। এসে তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমার দুই গণ্ডে চপেটাঘাত কর।

মহ। হতভাগ্য! মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলুম, দ্বিতীয়বার যদি তোমাকে দেখতে পাই, তোমাকে জীবিত রাখব না।

হাসান। এসো (বক্ষ বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইল) যদি সঙ্কল্প রক্ষা করতে না পার, আবার আমি তোমার গণ্ডে চপেটাঘাত করব।

(আরজবন্দের প্রবেশ, পশ্চাতে তঞ্জাম লইয়া বাহকগণ)

আরজ। এ সঙ্কল্প, পারেন ত অন্য কোন স্থানে রক্ষা করবেন সুলতান-পুত্র! (মহম্মদ চমকিত হইল) মনে রাখবেন, এটা আপনার পিতামহের অধিকার নয়—এটা স্বাধীন সুলতান আবদুল্লা কুতবসার রাজ্য।

মহ। বুঝতে পেরেছি সুলতান-পুত্রী, আমার চৈতন্য হয়েছে।

আরজ। শুনে সুখী হলুম। বেয়াদবি মাফ করে' আমার আদাব গ্রহণ করুন। আর আর (বক্ষ হইতে চিত্র বাহির করিয়া) এটাকে সঙ্গে নিয়ে যান। একজন নিরস্ত্র, তিনদিনের উপবাসী, নিরাশ্রয়ের উপর আপনার উদ্যত অস্ত্র দেখার সঙ্গে সঙ্গে এটা বুক থেকে ঝরে' পড়েছে।

মহ। ওটাকে আপনি পদদলিত করুন, রাজকুমারী। (প্রস্থানোদ্যত)

আরজ। না না, মাথায় করে' রাখলুম,—ভগিনীকে আমার উপহার দেবো। আর মনে রাখবেন, ভগিনীপতিকে উপহার দেবার জন্য যে অসম্পূর্ণ রুমাল আপনাকে দিয়েছি, আপনারই উপরে সেটিকে সম্পূর্ণ করবার ভার।

[মহম্মদের প্রস্থান।

আর বিলম্ব করবেন না, তঞ্জামে আরোহণ করুন।

হাসান। যে কাজ আমার মনুষ্যত্ব করতে অনুমতি দিচ্ছেনা, সে কাজ আমি করতে পারব না, সুলতান-পুত্রী!

আরজ। তাহ'লে আসুন, দু'জনেই তঞ্জামের ভিতরে প্রবেশ করি।

হাসান। আসুন দুজনেই পথে হেঁটে চলে যাই।

আরজ। তাহ'লে আপনার হাত ধরতে আমায় অনুমতি দিন।

হাসান। ধর।

আরজ। তঞ্জাম ওঠাও।

(নেপথ্যে—"হাঁহাঁহাঁ, অমন কাজ কর'না রাজা, অমন কাজ কর'না")

আরজ। দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার কাঁধে হাত দিয়ে।

(নিষ্কাসিত অসি হস্তে কুতবসার প্রবেশ, পশ্চাতে সাবাজ)

সাবাজ। হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ—

কুতব। পাপিষ্ঠা! তোমার কুলশীল সম্ভ্রম সমস্তই পথের ধূলায় মিশিয়ে দিলে!—(উভয়কে তদবস্থ দেখিয়া, বিস্মিত নেত্রে নিরীক্ষণ)

আরজ। পিতা, পিতা, আমি অপরাধী, আমাকে শাস্তি দিন। ও পথিক নিরপরাধ। আমি ওই অসহায়, নিরাশ্রয়, তিন দিনের উপবাসী,

মৃত্যুপথের যাত্রী ফকির যুবককে, অতিথিবৎসল আপনার নাম নিয়ে, প্রতিনিধি-স্বরূপ আপনার শিবিরে নিমন্ত্রণ করেছি।

কুতব। যা! যা! আর বলতে হবেনা, শিগগির ওকে তঞ্জামে তুলে দে। আর আর—আসুন পিতৃব্য, আপনি, আমি, আরজু এই তঞ্জামের সঙ্গে সঙ্গে গমন করি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শিবির]

আওরঙ্গজেব ও নাসীর

আও। দু'টি কন্যাই তোমার সমান বোধ হ'ল ?

নাসীর। কে ভাল, কে মন্দ অনেক ক্ষণ দেখেও আমি বুঝতে পারিনি।

আও। রাজা নিজে সঙ্গে রেখে তোমাকে কন্যা দেখালেন ?

নাসীর। পরমাত্মীয়ের সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হ'লে যেমন অতি আগ্রহে কেউ নিজের প্রিয়জনকে দেখায়, ঠিক সেই রকম আগ্রহে তিনি তাঁর কন্যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আও। তা হ'বে। সম্রাট তাঁর বন্ধু, আমি তাঁর পুত্র, আর তুমি আমার প্রেরিত আত্মীয়, এখানে পর্দ্দার কথা উঠতেই পারে না। দু'টি কন্যাকেই কি তিনি এক সঙ্গে দেখালেন ?

নাসীর। না প্রভু, পরে পরে।

আও। কোন্‌টি আগে ?

নাসীর। আগে বড়, তারপর ছোট।

আও। দু'টিই সমান সুন্দরী ?

নাসীর। আমি ত সুলতান, তাদের সৌন্দর্য্যের ইতর বিশেষ লক্ষ্য করতে পারিনি। হাসলেন কেন সুলতান ?

আও। তুমি একটিকেও দেখনি নাসীর খাঁ!

নাসীর। দেখিনি! কি বলছেন সাজাদা!

আও। কই, দেখেছ বলে ত বোধ হচ্ছেনা।

নাসীর। তা হ'লে এতগুলো কথা যে কইলুম, সে সব কি আপনার মিথ্যা বলে বোধ হল?

আও। তা হবে কেন মূর্খ! তুমি অন্ধ সুতরাং কিছুই দেখতে পাওনি।

নাসীর। অন্ধ কেন হ'ব সুলতান, আমি ঠিক দেখেছি। আপনি দেখলে, আপনিও ওই কথা বলতেন।

আও। দু'টিই সমান সুন্দরী?

নাসীর। কতবার বলব প্রভু?

আও। আর একবার বল।

নাসীর। আপনার কথার ভিতরেই ঢুকতে পারছি না, তা বলব কি!

আও। কি রকম, কি রকম?

নাসীর। আমার মনে হচ্ছে, আপনি প্রশ্ন করছেন এক এবং ভাবছেন আর। আপনার কথা একদিকে যাচ্ছে, মন যাচ্ছে আর একদিকে।

আও। হুঁ হুঁ—নাসীর, তুমি বুদ্ধিমান। হুঁ! শেষ প্রশ্নটা তোমাকে কি করেছি বলত! হাঁ হাঁ!—আচ্ছা সেই দু'টি মেয়ের মধ্যে রাজা যদি একটি তোমায় দিতে চাইতেন, তুমি কোন্‌টিকে বিবাহ করতে? বল বল, ধরা পড়ে গেছ নাসীর খাঁ।

নাসীর। তা হ'লে সুলতান, আপনি ত আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত করলেন।

আও। বল বল—নইলে আবার বলব তুমি দেখনি।

নাসীর। বড়টির সৌন্দর্য্য একটু উগ্র,—

আও। আর ছোটটির একটু কোমল? অর্থাৎ একটি স্থর্য্যকান্ত মণি, আর একটি চন্দ্রকান্ত মণি? কই হ্যায়! (প্রহরীর প্রবেশ) খাসকামরায় কাগজ, কলম, কালি ঠিক করে' রাখ্।

[প্রহরীর প্রস্থান।

নাসীর। আপনি পত্র দেবেন?

আও। না দিলে যখন রাজা কন্যা দেবেই না, তখন না দিয়ে উপায় কি!

নাসীর। সম্রাটকে না জানিয়ে?

আও। জানাবার সময় কই? ছেলের বিবাহ নিয়ে সারা বছরটা কি এখানে আমি বসে থাকব?

নাসীর। কোন্ কন্যাটির জন্য আপনি তাঁকে পত্র লিখবেন?

আও। ওই উগ্র সৌন্দর্য্য যেটির, তার জন্য।

নাসীর। না—না!

আও। না কেন, হাঁ। কোমল সৌন্দর্য্যকে মোগল হারেমে স্থান দিতে আমি একেবারেই নারাজ। রাজপুত ললনাগুলো মোগল হারেমে ঢুকে হারেম একেবারে ছারখার করে' দিয়েছে।

নাসীর। তা যে হতে পারে না স্থলতান?

আও। কেন, কেন?

নাসীর। আপনার পুত্র কনিষ্ঠাটিকেই বিবাহ করতে চান।

আও। মানে কি? মহম্মদ কনিষ্ঠাকে দেখেছে নাকি?

নাসীর। তার ছবি দেখেছেন।

আও। হুঁ! সেই জন্যই কি হতভাগ্য সেই ভিখারীটার চপেটাঘাত

খেয়েছিল! নাসীর, ছোটকে পুত্রবধূ-রূপে গ্রহণ করবার একটুও যা ইচ্ছা আমার মনে জেগেছিল, তোমার এই কথাতেই তা শেষ হয়ে গেল।

(মহম্মদের প্রবেশ)

এই যে এই যে, মহম্মদ! কুতবসার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দেবার প্রস্তাব ক'রে গোলকুণ্ডায় আমি পত্র পাঠাচ্ছি।

মহ। আমি সেখানে বিবাহ ক'রব না পিতা।

আও। সেকি! সাম্রাজ্যের প্রত্যাশা তাহ'লে তুমি পরিত্যাগ করছ? বল, তোমার ও মৌনতা দেখবার আমার সময় নেই।

মহ। অত দূর ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখবার আমি প্রয়োজন বোধ করি না।

আও। কনিষ্ঠাটির জন্য পত্র লিখলে প্রয়োজন বোধ কর?

মহ। একেবারেই না।

আও। না?

মহ। না।

আও। কি নাসীর?

নাসীর। একি বলছেন সুলতান-পুত্র, আমীন খাঁর ভয়ে পেছিয়ে গেলেন নাকি?

মহ। আমীন খাঁ আমার চেয়ে আরও দূরে পেছিয়ে গেছে।

আও। তোমার এ বাতুল-যোগ্য কথা আমি শুনতে চাই না। নাসীর খাঁ, আমি সেই কন্যাকেই আনাবার জন্য পত্র লিখছি। তাতে ত তোমার কোনও আপত্তি নেই মহম্মদ?

মহ। পারেন—আনান।

আও। কুতবসা কি সে কন্যা দেবেন না?

মহ। দিতে ইচ্ছা করলেও পারবেন না।

আও। স্পষ্ট ক'রে বল। হতভাগ্য পুত্র, তুমি তার জন্য একটা হীন ভিখারীর কাছে অপমানিত হয়েছো।

মহ। আবার সে অপমান করেছে পিতা। সেই হীন ভিখারী, ক্ষুধার্ত্ত, দাঁড়াতে অশক্ত, তবু কম্পিত করে আমার গণ্ডে আবার প্রচণ্ড চপেটাঘাত করলে, ক'রে রাজকুমারী আরজবন্ধকে চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে।

আও। নাসীর! এসো, এখনি তোমাকে পত্র লিখে দি'।

মহ। মিছে দেবেন পিতা!

আও। তোমার মত কোনও কালে প্রেমোন্মাদে আমি আত্ম-হারা হইনি মহম্মদ। ঠিক্ জেনো, তাকে আনবো, পুত্রবধূও করবো, তবে তোমাকে দেব না।

মহ। কোনও আপত্তি নেই পিতা। আন্‌তে পারেন, ভাই মোয়াজেমকে দান করবেন। তবে আমারও কথাটা শুনতে শুনতে চলে যান। আমি ভীরু নই, কাপুরুষ নই, আর মৃত্যুকে যে একেবারেই ভয় করি না, অনেক যুদ্ধস্থলে আপনিই তার সাক্ষী। আপনি গোলকুণ্ডা পেতে পারেন, কানাড়া পেতে পারেন, কোহিনুরের মত অনেক হীরকখণ্ডও পেতে পারেন, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তির আকর্ষণেও সে সচল কোহিনুর লাভ করতে পারবেন না।

আও। নাসীর! এস আমার সঙ্গে। আমি সেই কন্যাকেই প্রার্থনা ক'রে কুতবসার কাছে পত্র প্রেরণ করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দুর্গ সম্মুখ]

মিরজুমলা

মির। কোথা থেকে কত দেশ ঘুরে কোথায় এলুম। কোথাকার কে থেকে কোন্ দেশের কি হলুম! কি সমৃদ্ধিময়, কি সৌন্দর্য্যময়, লোভের উপর লোভ-ঢালা দেশ! শান্তির ভিতরেও চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বারুদ-পোরা, দীপ্ত চক্ষুকে নিমীলিত করবার কুহক নিয়ে কুহেলিকাময় এক রূপ আমাকে তার কাছে উপস্থিত হবার জন্য অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে। কেও?

(প্রহরীর প্রবেশ)

বাইরে কথা কইলে কেরে?

প্রহরী। কই, কেউ ত নয় হুজুর।

মির। আবদর রেজাক খাঁকে আমার কাছে নিয়ে আয়।

[প্রহরীর প্রস্থান।

কিন্তু ওই কুহেলিকার ভিতর দিয়ে ওই অতীতের ওকি তিরস্কার-করা তীব্র দৃষ্টি! সেই আমি, দুর্ভিক্ষ-নিষ্পেষিত, প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় দেহের প্রতি পরমাণু প্রজ্জলিত, দিবা দ্বিপ্রহরে প্রস্তর-ঘন অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে পথ চলছি। চলতে চলতে হারিয়ে ফেললুম সর্ব্ব সুলক্ষণ সন্তান, তার কঙ্কালসার মায়ের বুকের দুগ্ধ-পিপাসু শিশু। খুঁজতে গিয়ে পেলুম কিনা, তার পরিবর্ত্তে গোটা কতক তুচ্ছ আসরফি। সেই ক'টা মুদ্রাই আমার জীবনাবলম্বন হয়ে আজ আমাকে এই হিন্দু-স্থানে আমীর বেশে দাঁড় করিয়েছে। হাসছ কি রহস্য-বসনা কুহেলিকে! পূসেই র্ব্বযুগের সন্তান-বিক্রয়ী হতভাগ্য সামন্ত—(ওষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ)

চিনতে পারো? তোমার ও ঘোলা চোখের সাধ্য কি? দর্পণের সুমুখে দাঁড়িয়ে মিরজুমলাই সে হতভাগ্যকে আজ চিনতে পারলে না।

(রেজাক খাঁর প্রবেশ)

রেজাক। গোলামকে তলব করেছেন কেন হুজুর?

মির। তোমার প্রভুর হাত দিয়ে এক খণ্ড বহুমূল্য হীরক আমি তোমাকে উপহার দিয়েছিলুম, তুমি গ্রহণ করনি কেন রেজাক খাঁ?

রেজাক। শুধু এই কথা বলতেই কি গোলামকে ডাকিয়েছেন?

মির। না, আরও তোমাকে বলবার কথা আছে, আগে আমার এই কথার উত্তর শুনতে ইচ্ছা করি।

রেজাক। এর উত্তর দিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

মির। সঙ্কোচ হচ্ছে?

রেজাক। এমন কোনও কাজ গোলাম করেনি, যার জন্য,আপনার নিকট হ'তে অমন মহামূল্য পুরস্কার পাবার সে অধিকারী।

মির। করনি!

রেজাক। কই, আমিত বুঝতে পারিনি হুজুর!

মির। তুমি পাগল নাকি রেজাক খাঁ! আমার পুত্রের জীবন-রক্ষা সেটা কি তুমি কিছু-করার মধ্যেও গণ্য করনা?

রেজাক। আপনার নকরি যেদিন থেকে নিয়েছি হুজুর, সেদিন থেকেই ত সকল কাজের আগে ওই কাজ আমার কর্ত্তব্য।

মির। এটাও পাগলের মত কথা। শোন রেজাক খাঁ, আর তোমার কাছে আমি গোপন করতে পারি না। প্রথম তোমাকে আমি সন্দেহের চক্ষে দেখেছিলুম। পুত্রের নিয়োগ, এই জন্য আমি তোমাকে নিজ মুখে কিছু বলতে পারিনি। তবে তোমার অসাক্ষাতে আমি তাকে তিরস্কার করেছি। আমি আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত

করতে ইচ্ছা করেছি। এখন বুঝতে পারছি, তোমার উপস্থিতি স্বর্গ-প্রেরিত দূতের হঠাৎ আবির্ভাবের মত। তুমি যদি যোগ্য সময়ে নিজের ইচ্ছায় যুদ্ধস্থলে উপস্থিত না হ'তে, কিছুতেই আমার পুত্রের জীবন রক্ষা হ'ত না।

রেজাক। ওসব কথা শুনে আমি সুখী হ'ব না প্রভু!

মির। আমার বালাঘাট বিজয় একবারেই বৃথা হয়ে যেত। (রেজাক প্রস্থানোদ্যত) চলে যাচ্ছ কি! এ সুখ্যাতিও তোমাকে শুনতে হবে, আর আমার কৃতজ্ঞতার দানও তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।—নেবে না? তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো। এটাও নিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে দিচ্ছি সরকার-পল্টনের সুবেদারি।

রেজাক। আপনার পুত্র অনুগ্রহ করে, আমাকে যে সেপাইএর কাজ দিয়েছেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

মির। এ কথার মানে বুঝতে পারলুম না যে আবদর্ রেজাক খাঁ!

রেজাক। এ সব নিতে আমার অধিকার নেই। আমার এক প্রভু আছেন, যিনি আমার চেয়েও দরিদ্র। সুতরাং উদরান্ন সংস্থানের জন্য যেটুকু অর্থের আমার প্রয়োজন, ভিক্ষা না ক'রে, সেইটুকু কেবল আমি নিতে পারি, তার অতিরিক্ত পারি না।

মির। হুঁ!—মনিবই যদি তোমার আছে, তবে আমার এখানে তুমি কি রকম চাকরি করছ?

রেজাক। আপনার পুত্রকে সমস্তই বলেছি খোদাবন্দ! সে সমস্ত শুনেও তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

মির। কোথায় আছেন তোমার সেই মনিব?

রেজাক। জানিনা।

মির। জান না!

রেজ্জাক। না হুজুর, কোথায় আছেন তিনি জানি না। অদৃষ্টের দোষে তাঁর সঙ্গ হারিয়েছি। অনুসন্ধান করতে করতে এই হিন্দুস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি।

মির। কোথায় তোমার মনিবের ঘর ছিল?

রেজ্জাক। ইরাণ দেশে।

মির। (চমকিয়া) ইরাণ দেশের কোথায়?

রেজ্জাক: ইস্পাহানে।

মির। (চমকিয়া) হুঁ যাও।—(প্রস্থানোদ্যত) তোমার মনিব কি ফকীর?

রেজ্জাক। ফকীর।

মির। হুঁ—যাও। (মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি)

রেজাক। হুকুম করবার কি কিছু ছিল?

মির। হুকুম? না—হাঁ, যাও তুমি। আমীনকে না জিজ্ঞাসা করে' আমি আর কিছু বলতে পারব না।—একবার ফেরো ত?—আচ্ছা যাও। ভাল কথা, তোমার বয়স কত?

রেজাক। এই রমজ্জানের চাঁদের সঙ্গে ত্রিশ উত্তীর্ণ হয়েছি।

মির। যাও ভাই, যাও—লঙ্ঘন কর, লঙ্ঘন কর—যতদূর পার ত্রিশ পারে চলে যাও। (হাস্য) বিস্মিত হবার এতে কিছুই নেই রেজাক খাঁ! তোমার আকৃতি আমার একটা আশঙ্কার কারণ হয়েছিল। বয়সের তুলনায় এতই ছোট তুমি দেখতে—বুঝতে পেরেছ—এবার আমার কথার অর্থ? ওই আমার পাগল পুত্রের হবে তুমি সঙ্গী।

রেজাক। বুঝতে পেরেছি প্রভু।

মির। ওই তার অল্প বয়স, সঙ্গী হবে তুমি তার। তারই মত অল্প বয়সী—আশঙ্কা হয়েছিল রেজাক খাঁ। যাও, তোমার ত্রিশ আমার সে আশঙ্কা দূর করে দিয়েছে।

[রেজ্জাকের প্রস্থান।

ছাই বুঝেছিস হতভাগ্য, তুচ্ছ মনিবের অতি তুচ্ছ নির্ব্বোধ অনুচর! তোকে দেখে এক লহমায় আমার বুকে সমস্ত দেহসন্ধি-শিথিল করা কাঁপুনি জেগে উঠেছিল! পারে যা, পারে যা—যতদূর, যতদূর, যতদূর পারিস—ত্রিশ-পারে চলে যা। যা হতভাগা, অজ্ঞাতকুলশীল! তোর ওই স্বরূপ-গোপন-করা প্রতারক ত্রিশ, গুপ্ত শত্রুর বারুদভরা বালাঘাটের রন্ধ্র গুলোর চেয়েও শতগুণ বিভীষিকা নিয়ে আমার চলবার পথ রোধ করতে এসেছিল। ওরে ও আমার পঞ্চ দিবসের দুনিয়া-প্রবাসী চির-পরপারের শিশু! ওইখান থেকে, যেখানে চন্দ্র, যেখানে সূর্য্য, যেখানে নক্ষত্র মানুষ-জীবনের রহস্য-কথার আলাপ করে, সেই পরপার থেকে তুই আমার সেলাম নে। তোর কৃপায় আজ আমি বালাঘাট-বিজয়ী। তোর দান আজ আমাকে গোলকুণ্ডার উজীরি দিয়েছে।—কিন্তু দোহাই শিশু, দোহাই আমার সৌভাগ্য-দাতা প্রিয়তম, এপারে এসোনা, এপারে এসোনা, কোনও রূপে, কোনও আকারে তোমার অস্তিত্বের আভাস নিয়ে এপারে এসোনা। এ উজীরির আসনেও স্থির হয়ে আমি বসতে পারছি না—আরও উপরে, আরও উপরে ওঠবার জন্য আমার পা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমি আজ তোমার কৃপায় এমন সমৃদ্ধিশালী রাজ্য জয় করেছি, যা তুলনায় গোলকুণ্ডারও চেয়ে মূল্যবান। আমার এ পুরুষ-কারের ফলভোগী হবে ওই দুর্ব্বলপ্রকৃতি রাজা। দোহাই প্রিয়তম, চঞ্চল চরণ—গতিরোধ ক'রনা—গতিরোধ ক'রনা।

(আওরঙ্গজেবের প্রবেশ)

কে—কে? কে তুমি? কে আপনি?—ফকীর?—ওই যুবক—ওই যুবক—ও কি আপনারই ভৃত্যত্ব অঙ্গীকার করেছে?

আও। এখানে আমার ভৃত্য কেউ নেই। আমি আপনাকেই

দেখে এদিকে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে আমি বালাঘাট-বিজয়ীর সম্মুখে দাঁড়িয়েছি।

মির। (সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া) কে আপনি?

আও। দূর থেকে আপনাকে দেখলুম, দেখে কাছে আসার লোভ ত্যাগ করতে পারলুম না। আমি দেখলুম, আপনি মাটির দিকে চেয়ে এই নির্জন প্রদেশে পাদচারণ করছেন। চারিদিকের এই সব লোভনীয় দৃশ্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না। আমিও ওই মাটির দিকে চেয়ে পাদচারণ করি। কিন্তু আমি তখন তাকে মাটি দেখি না, দেখি দুনিয়া—একটা বিরাট প্রদেশ—তাতে কত নদী, কত হ্রদ, কত উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ মাথায়-ধরা শৈল, কত তৃণ-শস্যভরা প্রান্তর, মণি-গর্ভ খনি—দেখি, সব আমার চলা ফেরার সীমামধ্যে চলা ফেরা করছে। আপনাকেও সেই রকম করতে দেখলুম, দেখে কৌতুহলী হয়ে জানতে এলুম, আপনি কি দেখছেন।

মির। মাথা নীচু করে' এতক্ষণ আমি মাটিই দেখছিলুম, মাথা তুলে দেখতে পেলুম দুনিয়া। বোধ হয় আমার দেখায় ভুল হয়নি, সাজাদা আওরঙ্গজেব?

আও। কে কার দৃষ্টি-শক্তির প্রশংসা করবে মিরজুমলা?

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

এই বাহুবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে, যদি আবদ্ধ হয় আমার এ উন্মুক্ত হৃদয়?

মির। ভাগ্যবান মিরজুমলা তাহ'লে তাকে তার উন্মুক্ত হৃদয়ে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করবে।

(আমীনের প্রবেশ)

আমীন। বাবা! (আওরঙ্গজেবকে দেখিয়া নীরবে দাঁড়াইল)

মির। নির্ভয়ে বল বৎস, ইনি আমারই মত তোমার একজন

হিতৈষী—আমার একান্ত শ্রদ্ধার বন্ধু, আমার অবর্ত্তমানে তোমার আশ্রয়। (আমীনের অভিবাদন) নাও, এইবার কি বলতে এসেছ বল।

আমীন। বড়ই অপমানিত হয়ে এসেছি।

মির। না!

আমীন। জীবনে এমন অপমান—

মির। করলে কে, রাজা?

আমীন। তা জানি না—বললে সাবাজ খাঁ।

আও। সাবাজ খাঁ কে?

মির। রাজার পিতৃব্য।

আও। তাহ'লে রাজার রাজা—সূর্য্যের উত্তাপ উদরস্থ-করা বালির স্তূপ।

মির। তাহ'লে মনে হচ্ছে, রাজার আর এখানে আসা হচ্ছে না।

আমীন। যতক্ষণ না আপনি নিজে তার সম্মুখে উপস্থিত হবেন।

মির। (আওরঙ্গজেবের মুখের দিকে চাহিলেন)

আও। বন্ধু! আপনার পুত্রের অপমান যদি আমার পুত্রের অপমান বলে গণ্য করি?

মির। যাও ভাগ্যবান পুত্র, আমার শিবির-দ্বারে রেজাক খাঁকে প্রহরী নিযুক্ত কর।

তৃতীয় দৃশ্য

[শিবির]

আহিরণ

আহি। পারিনাত, পারিনাত—বিশেষ হিসেব ক'রে দেখলুম, যদি সে হতভাগা বেঁচে থাকে, আর কাছে এসে ডাকে, 'মা'—উত্তর দিতে পারিনাত! আজ আমি সচিব-গৃহিনী। দু'দিন পরেই, ওই যে স্বামী কি বললে—তা হ'লে? এখনি যদি রাজধানীতে ফিরে যাই, দলে দলে, যেমন শোনা, অমনি সব আমীর-গৃহিনী আদব দেখাতে আমার প্রাসাদে ছুটে আসবে। সেই সময় তার অন্নহীন, বস্ত্রহীন পিতার পূর্ব্বনাম নিয়ে একটা দীন ভিখারী স্বমুখে এসে হাতজোড় ক'রে' যদি ডাকে, 'মা', উত্তর দিতে পারিনাত! তবু, তবু—সেই হতভাগা ভিখারীটার সঙ্গে দেখা হ'বার পর থেকে—কেমন একটা মনের চাঞ্চল্য!—কোথায় যেন লুকিয়ে থাকা, দন্তে দন্তে পেষণ-করা মর্ম্মবেদনা। অতীতের সেই যুগ-জীর্ণ পর্ণ-স্তূপ—তার ভিতর থেকে স্মৃতির পথ দিয়ে ছুটে-আসা একটা অতি করুণ স্বরধারা! সেই স্তূপের বুকের ভিতর অনন্ত-ঘুম-ঘেরা পাঁচ দিবসের শিশুর ক্রন্দনের মত! এই পঁচিশ বৎসরে সেই স্তূপের প্রতি-ধূলিকণার সঙ্গে মিশে, সে যেন তার হারানো মায়ের স্বপ্ন দেখছে! ধূলিগুলো কাঁদছে, তৃণগুলো হাসছে, পাখীগুলো গান গাইছে! যখনি আকুল হয়ে মনে মনে তাকে কোলে ক'রতে যাই, অমনি সেই ক্ষুদ্র মরু, জ্বলন্ত বালুকা-ছড়ানো পরিহাসে, মনের কোল থেকে তাকে কেড়ে নেয়। কই তাকে কোলে তুলতে পারিনাত!

(মিরজুমলার প্রবেশ)

মির। ও বালিকাটি কে আহিরণ? (আহিরণকে দেখিয়া) এখনও?

আহি। অতিথি চলে গেলেন ?

মির। দীর্ঘশ্বাসের বেড়া দিয়ে যদি আমার পথরোধ করাই তোমার উদ্দেশ্য—এখনো বল, অতিথিকে বিদায় দিয়ে, আবার তোমার সেই ক্ষুধাভরা পর্ণাবাসে ফিরে যাই।

আহি। না—না—ফিরবে কেন ?

মির। ফিরবো না ?

আহি। আমার এ ক্ষুদ্র ক্ষণিক পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য কর কেন ?

মির। ক্ষুদ্র হ'লে লক্ষ্য করতুম না আহিরণ—উল্লাসে এক একবার এক একটা আনন্দের কথা বলবার জন্য ছুটে আসি, আর তোমাকে দেখেই পিছিয়ে যাই।

আহি। এই, আর নয়। (অঞ্চল দিয়া চোখ মুখ মুছিল)

মির। ঠিক ?

আহি। তুমি কাঁদলেও আমি নয়।

মির। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই ক'টা দিনে তোমার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। কোন একটা কি নূতন কারণ হয়েছে আহিরণ ?

আহি। একটু হয়েছে।

মির। আমাকে বলতে কি বাধা আছে ?

আহি। অতি তুচ্ছ—শুনলে তোমার হাসি আসবে।

মির। তবু শুনি।

আহি। সেই সেদিন।

মির। কি বল দেখি ? প্রথম তোমাকে বিচলিত দেখলুম সেদিন।

আহি। পাল্‌কি ক'রে যাচ্ছিলুম। যেতে যেতে দেখলুম, দূরে বসে রয়েছে, ঠিক যেন আমীন। কি করে সে আমীন হ'বে, এই ভেবে পালকি থেকে নেমে তাকে দেখতে গেলুম।

মির। বল।

আহি। কথা কইলে, ঠিক যেন আমীনের কথা—চলে গেল, ঠিক যেন আমীনের চলা।

মির। (প্রথমে চমকিল, তার পর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া হাসিল) তাই দেখেই তুমি বিহ্বল হয়ে গেছ ?

আহি। কিন্তু কি শান্ত, কি সৌম্য, কি গম্ভীর !

মির। তার পরিচ্ছদ ?

আহি। ভিখারীর।

মির। (চমকিল) আহিরণ ! আমীনের সঙ্গে তোমাকে গোলকুণ্ডায় পাঠাব স্থির করেছি।

আহি। কবে ?

মির। যাবার সমস্ত আয়োজন করে' তোমাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

আহি। রাজা যে তোমার এখানে আসছেন !

মির। সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আমাকেই রাজার কাছে যেতে হবে !

আহি। রাজার আদেশ ?

মির। আদেশের প্রতীক্ষায় আমাকে এখানে থাকতে হবে।

আহি। কোনও কি বিপদের আশঙ্কা হয়েছে ?

(আমীনের প্রবেশ)

মির। রেজাক খাঁকে তোমার সঙ্গে দিতে পারব না—অসন্তুষ্ট হ'লে—ভয় পেলে ? মূর্খ ! এমন ভয়ভরা বুক নিয়ে, ভবিষ্যতে কেমন করে' তুমি গোলকুণ্ডার অধীশ্বর হবার প্রত্যাশা কর। পশ্চাতে তোমার গোলকুণ্ডার অর্দ্ধেক সৈন্য, তাদের পশ্চাতে পাঁচ হাজার—

আহি। ছি আমীন, যাবার জন্য আমি উৎসাহিত হচ্ছি—আর বীরের পুত্র হয়ে তুমি ভয় পাচ্ছ ?

আমীন। এত বল আমার পিছনে ?

মির। ওইখানেই শেষ নয়, তার পিছনে শুনবে আমীন, এমন শক্তি, যে ইচ্ছা করলে একদিনে গোলকুণ্ডার দুর্ভেদ্য-দুর্গ ভূমিসাৎ করতে পারে।

আহি। আমীন!

আমীন। আর আমীন কেন মা!—চল—আগে তোমাকে দেখে নেবো—তারপর—তারপর যে যেখানে—এখন থাক্।

[প্রস্থান।

আহি। ও কি ব'লে চ'লে গেল ?

মির। ওর উত্তেজনা স্বাভাবিক, আমিও উত্তেজিত হয়েছি। তোমার পুত্র ব'লে নিশ্চিন্ত হ'ল, আমি না করে' নিশ্চিন্ত হতে পার্ব্বনা। কিন্তু তুমি—

আহি। কি বল।

মির। মাঝে মাঝে আমাকে বড়ই বিভীষিকা দেখাচ্ছ।

আহি। সেই শত্রুর কথা নিয়ে ?

মির। আমার হস্তপদ অবশ করে দিচ্ছ। গোলকুণ্ডার গদি স্পর্শ করতে গিয়ে পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি।

আহি। ওই যে বললুম, আর ভাববো না।

মির। আমি নিশ্চিন্ত হই ?

আহি। নিশ্চিন্ত হও।

মির। তবে শোন—পঞ্চদিবস বয়সের প্রিয়তমের জন্য এই আমার শেষ অশ্রুবিন্দু! কিন্তু চির অসম্ভব যদি বাস্তব হয়, যদি সে মৃতের রাজ্য থেকে ফিরে আসে, তার অভ্যর্থনার জন্য এই উদ্যত অস্ত্র।

(ছুরিকা নিষ্কাসন)

আহি। আমারও—থাক্, চল।

মির। থাক্ নয়, তুমিও বল, স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ ধরবে তার বুকের উপর শাণিত ছুরিকা।

আহি। আমি তার মা।

মির। উত্তম, তুমি থাক তার মা, কিন্তু আমি রইলুম তার দুর্দ্দম শত্রু। অবশ্য আগেই বলেছি কবর থেকে জীবিত ফিরে আসবার যদি তার শক্তি থাকে। এখন বল দেখি, একটী যুবতীকে তোমার ঘরে বসে' থাকতে দেখলুম—সেটি কে?

আহি। এত ক'রে তাকে লুকিয়ে রাখলুম, তবু তুমি তাকে দেখতে পেলে!

মির। কে সে?

আহি। পরিচয় তার জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

মির। আমাকে দেখে সে যেন বড়ই সঙ্কুচিত হ'ল।

আহি। আমি তারও মা।

মির। এ কথায় কিছু যে বুঝতে পারলুম না আহিরণ! আমাকে পরিচয় শোনাতে কি তোমার আপত্তি আছে?

আহি। জহুরি সাহেব আছেন, না চলে গেছেন?

মির। এ কথার সঙ্গে জহুরি সাহেবের থাকা না থাকার সম্বন্ধ কি?

আহি। আছে।

মির। প্রহেলিকার কথা ব'লনা আহিরণ—খুলে বল।

আহি। জহুরি সাহেব তাকে সঙ্গে করে এনেছেন। পরিচয় তাঁর নিকট থেকে জানাই তোমার কর্ত্তব্য।

মির। পুত্রের জন্য আনাওনি ত?

আহি। না—না—তার রূপবান বীর্য্যবান সম্ভ্রান্ত স্বামী আছে।

মির। যাক্, আর আমার পরিচয় জানবার প্রয়োজন নেই।

আহি। রেজাক খাঁকে আমাদের সঙ্গে পাঠাবে না কেন ?

মির। ওই অতিথির সঙ্গে যেতে তাকে আদেশ করেছি।

আহি। কোথায় ?

মির। যতদূর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আহি। এ কথার অর্থ কি?

মির। অর্থটা কি তুমি বুঝতে পারছ না ?

আহি। আর কি তাহ'লে সে এখানে ফিরবে না ?

মির। সে ফিরে আসে আমার ইচ্ছা নয়।

আহি। ইচ্ছা নয় !

মির। না আহিরণ! যে ভৃত্য প্রভুর মনস্তুষ্টির পুরস্কার নিতে চায় না, তাকে ভৃত্য রাখতে আমার ভয় করে।

আহি। ফিরিয়ে আনো—ফিরিয়ে আনো।

মির। ব্যাপারটা কি আহিরণ !

আহি। আগে ফিরিয়ে আনো তার পর ব্যাপার শুনো।

মির। সে কি ওই বালিকারই স্বামী ?

আহি। শুধু ওই বালিকার স্বামী বললে তার সম্যক পরিচয় হয় না। আরও কিছু তার পরিচয় আছে স্বামী! যদি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হতুম—

মির। তোমার বলবার প্রয়োজন নেই প্রিয়তমে। তথাপি—এত কথা শুনেও ফিরিয়ে আনতে তাকে আমার ইচ্ছা নেই।

আহি। না থাকে তার পত্নীকেও তার অনুগামিনী হ'তে সাহায্য কর। কুলমর্য্যাদা ভুলে সুদূর পারস্য থেকে সে তার স্বামীকে ধরতে হিন্দুস্থানে এসেছে।

উত্তম। নিয়ে এসো তাকে আহিরণ !

চতুর্থ দৃশ্য

[পথ]

আওরঙ্গজেব

আও। এ আমার সুবেদারী না নির্ব্বাসন? কান্দাহার—কান্দাহার! কি ভুল ক'রেই না দেশ জয় করতে গিয়েছিলুম। অধিকারের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল। কান্দাহারী বশে এলো না। সেই নিষ্ফলতার মূল্যস্বরূপ প্রাপ্য হ'ল আমার এই দাক্ষিণাত্যের সুলতানি। ভূমিশূন্য রাজার উপাধির মত সুলতান নামের রহস্য। পুরস্কার দানের সময় পিতার মুখ গম্ভীর, দারার মুখে হাসি। শুনে সুজা ঐশ্বর্য্যে-ভরা বাংলার মসনদে ব'সে আনন্দ করছে, মুরাদ গুজরাটের গদিতে বসে, অযোগ্যতার গৌরব নিয়ে করছে বিপুল প্রচণ্ড বিদ্রূপ-করা আস্ফালন! এদিকে বাণিজ্য-সম্পদে গরীয়ান বিজাপুর, অন্যদিকে মণি-সম্পদে উল্লসিত গোলকুণ্ডা। এই দুই স্বাধীন রাজ্যের পরিহাসের চাপের মধ্যে দেশ নামের অপমান মূর্ত্তি আমার শাসনাধীন ভূ-খণ্ড। আমার এই বেশের সুলতানী পরিচ্ছদের চেয়ে গর্ব্ব আছে! ওই তেজস্বিতার মূর্ত্তি ফকীর-পুত্র আমাকে যে সম্মানের অভিবাদন শুনিয়ে গেল, আমার পিতা সম্রাট সাজাহানের ময়ুর সিংহাসন সেরূপ সম্মান আজ পর্য্যন্ত বহন করেছে কিনা সন্দেহ। যদি সুলতানই হতে হয়, হ'ব প্রকৃত সুলতান! গোলকুণ্ডা—বিজাপুর—না হয় এই ফকীরি।

(রেজাকের প্রবেশ)

আও। তোমার নামকি মিয়া?

রেজাক। গোলামের নাম আব্দার্ রজাক।

আও। কতদিন তুমি আমীর সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত আছ?

রেজাক। সবে মাত্র তিনমাস।

আও। হুঁ! এই তিনমাসের মধ্যেই তুমি প্রভুর এমন প্রিয়পাত্র হয়েছ?

রেজাক। হুজুরালি, আমার ভাগ্য।

আও। তোমাকে দেখলে বেশ বলশালীই মনে হয়। লজ্জা কি ভাই বলতে? বলনা, আমারও কিছু বল আছে।

রেজাক। হুজুরালি, অনেক দিন ধ'রে শরীরের চর্চ্চা করেছিলুম।

আও। তোমার যেরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি, তাতে আমার মনে হয়, সামান্য প্রহরীর কাজ তোমার ঠিক চাকরি হয়নি।

রেজাক। আমার কি রকম চাকরি হওয়া উচিত ছিল আপনি মনে করেন?

আও। তোমাকে দেখে আমার মনে হয়, একহাজারি মন্‌সবদারী অন্ততঃ তোমার পাওয়া উচিত ছিল।

রেজাক। প্রভু একটা সেনানীর পদ দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিইনি। মাথা নাড়ছেন কেন জনাবলি?

আও। কি সর্ত্তে তুমি এদের নকুরি গ্রহণ করেছ?

রেজাক। আপনিত সহজ লোক নন! নিশ্চয় আপনি কোনও ছদ্মবেশী।

আও। কি রকম তোমার অনুমান হয়?

রেজাক। হয় কোন রাজা বাদসা, নয় ওই রকম কোন রাজা বাদসার পুত্র।

আও। কি তোমার সর্ত্ত আমাকে বল।

রেজাক। আপনি কিছু অনুমান করেছেন?

আও। আমার মনে হয়, তুমি তোমার প্রিয়জনকে হারিয়েছ।

তাকে খুঁজতে বেরিয়েছ। যে দিন তাকে পাবে, অমনি এদের নকুরি ত্যাগ করবে।

রেজাক। আপনি—আপনি—

আও। আমি কে আর জানতে হবে না এখন আমি যা বল্লুম—

রেজাক। আমিও আর বলব না জনাবলি।

আও। যদি তোমাকে কোথাও হাজারি মনসবদারী দেবার ব্যবস্থা করতে পারি? নেবে না? দু'হাজারি? পাঁচহাজারি? তাও নেবে না? কিন্তু তুমি আমার কাছে কি রকম আবদ্ধ হয়েছ, তা বুঝতে পেরেছ? অবশ্য তুমি যদি মনিবের হুকুমের চাকর হও।

রেজাক। কি রকম আবদ্ধ হয়েছি?

আও। যতদূর পর্য্যন্ত আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, ততদূর পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

রেজাক। বুঝতে পেরেছি। কতদূর আপনি আমাকে নিয়ে যেতে চান?

আও। না, আব্দর্ রজাক, তোমার শক্তি আছে, কিন্তু শক্তির অনুরূপ বুদ্ধি নেই। আমি যদি তোমাকে দিল্লী পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যাই?

রেজাক। এই কি মনিবের অভিপ্রায়?

আও। তাঁর কি অভিপ্রায়, আমি কেমন করে জানবো? তোমাকে তিনি যা হুকুম করেছেন, সেই অনুযায়ীই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। যদি আমি তোমাকে খোলসা না দিই? অবশ্য তোমার সেই শান্তিময় সঙ্গীটিকে দেখতে পেলে, তুমি সে ছাড়া আর যে কারও নয়, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।

রেজাক। হুজুর! একটু দাঁড়ান, আমি মনিবকে আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

আও। আর জিজ্ঞাসা করতে হ'বেনা, রেজাক খাঁ! এইখান থেকেই তোমার খোলসা।

রেজাক। না, না—হুজুর, না।

আও। না নয়, হাঁ। মনিবের হুকুম অমান্য কর'না। তোমার সম্বন্ধে আর কিছু জানা অত্যাচার হয় বলে', কিছু জিজ্ঞাসা করলুম না। যাও, আর আমার অনুসরণ কর'না।

[আওরঙ্গজেবের প্রস্থান।

(রেজাক নেপথ্যাভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিল)

রেজাক। দেখতে দেখতে যেন মিশিয়ে গেল! এ ত অদ্ভুত কর্ম্মী! আমাকেও বিস্মিত করলে। মনে হচ্ছে আমি যেন এক ষড়যন্ত্রের সাহায্য করছি। কে তুমি আমি বুঝতে পারলুম না। কিন্তু সাহবংশের সন্তান বলে যদি আমার সামান্য মাত্রও অভিমান থাকে তাহলে ঠিক বুঝতে পেরেছি তুমি মোগল। আর এই ছদ্মবেশে উজীর মিরজুমলার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ, গোলকুণ্ডা-রাজের বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। তবে আমি ইরাণী। আমার চোখে গোলকুণ্ডাপতিও যা মোগল-সম্রাটও তা।

পঞ্চম দৃশ্য

[শিবির]

মিরজুমলা

মির। এখনি ফিরে এলে যে রেজাক খাঁ?

রেজাক। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না। এইখান থেকেই আমাকে রেহাই দিলেন।

মির। ঠিক বলছ?

রেজাক। কথায় অবিশ্বাস করবার কি আছে প্রভু ?

মির। কোথা থেকে তিনি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন ?

রেজাক। যেখানে দাঁড়িয়ে আপনি প্রশ্ন করছেন।

মির। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কি কথা কইছিলে রেজাক খাঁ ? (রেজাক খাঁ বিস্মিতভাবে মিরজুমলার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল) বলতে কি তোমার বাধা আছে ?

রেজাক। বাধা নেই, তবে বললে আপনার ত বিশ্বাস হবে না !

মির। হবে না, বুঝলে কেমন করে ?

রেজাক। উনি আমাকে পাঁচহাজারি মন্‌সবদারি দিতে চাচ্ছিলেন।

মির। তুমি সেটা নিলে না! যে পদ পেলে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি !

রেজাক। বললুম ত হুজুরালি, আপনার বিশ্বাস হবে না।

মির। বিশ্বাস হ'ল না রেজ্জাক খাঁ !

রেজাক। আপনি কি মনে করেছেন ?

মির। আমার পুত্রকে রক্ষা ক'রে, তুমি আমার বিশ্বাসের ভাণ্ডার লুঠ করতে এসেছ ? লুঠ ক'রে আমার শত্রু-গৃহের মেঝেতে সে গুলো ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করবে।

রেজাক। আপনার ক্ষুদ্র প্রকৃতির নিকট হ'তে আমার যোগ্য প্রাপ্য।

মির। পুত্রের জীবন রক্ষা না করলে এখনি তোমার এ বেয়াদবির শাস্তি দিতুম।

রেজাক। আপনি আরও কঠোর কথা বলতে আমাকে উত্তেজিত করছেন। আপনার বন্ধু ও আমার কথোপকথন নিশ্চয় কোনও অন্তরাল থেকে আপনি দেখেছেন, অথচ এমন ভাবে আমাকে প্রশ্ন করলেন, যেন আপনি কিছুই দেখেন নি।

মির। অর্থাৎ আমি মিথ্যাবাদী ?

রেজাক। দ্বিতীয় বার আমি ও কথা উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করি না।

মির। এখনি তুমি আমার দত্ত অস্ত্র পরিত্যাগ কর। (রেজাক অস্ত্র ভূমিতে রক্ষা করিল) (প্রস্থানোদ্যত হইল) একবার দাঁড়াও।

রেজাক। এখনো কি আমি আপনার ভৃত্য ?

মির। নিশ্চয়, এখনো যখন তোমার শাস্তি দেওয়া শেষ হয়নি। এই নাও। (নিজের অস্ত্র দান) দেখছ কি ? পাঁচ হাজারি মন্‌সবদারি আমার কাছে নেবে ? বুঝেছি, তুমি নিতে পারবে না। ক্ষোভ পরিহার কর, রেজাক খাঁ তোমার অক্ষমতার জন্য তুমি যে পারবে না—তা নয়। তোমার মত বিশ্বাস-মূর্ত্তি বীর সহচর পেলে আমি দুনিয়া জয় করতে পারি। তোমার অবিচলিত প্রভু-প্রেম নিয়তির অভিশাপের মত আমার বিরোধী হয়ে তোমাকে তা করতে দিলে না। যাও, তোমার সেই ভাগ্যবান প্রভুর কাছে। কর্ম্মের পথে হয়ত সেই হ'তে পারে আমার সর্ব্বাপেক্ষা বাধা, মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করতে অধিকতম নির্ম্মম, প্রবলতম শত্রু। যদি দু'জনের মধ্যে একজনের হত্যায় জীবন প্রশ্নের মীমাংসা না হয়, তুমি কি তখন আমাকে তার মুণ্ডচ্ছেদের সাহায্য করতে পার ?

রেজাক। আপনার এ উপহার ফিরিয়ে নিন্।

মির। না—আমি তোমাকে অকপটে আদেশ করছি,—প্রভুত্বের শেষ নিশ্বাস অবলম্বন ক'রে—আদেশ করছি, যদি সেরূপ দুর্দ্দিনই আসে, তোমার প্রভুর জীবন রক্ষায় অসঙ্কোচে ওই অস্ত্র—অবশ্য, যদি পার—আমার বক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়ো। (রেজাকের অস্ত্র

তুলিয়া) আমার আত্ম-রক্ষার পক্ষে তোমার প্রভু ভক্তি দ্বারা শাণিত এই অস্ত্রই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

(অভিবাদন করিয়া রেজাকের প্রস্থানোদ্যম)

কেবল একটা কথা।

রেজাক। বলুন।

মির। যাচকের মত আমি শোনা, ভিক্ষা করছি।

রেজাক। আদেশ করুন।

মির। বল, শোনবার পরক্ষণেই আমার প্রশ্ন-কথা তোমার ওই হৃৎপিণ্ড মধ্যে কবরস্থ করবে ?

রেজাক। কে আমি ?

মির। না। তুমি—না, আর তুমি কেন—আবদুল জবর বেগ।

রেজাক। আপনাকে কে এ পরিচয় দান করলে ?

মির। যাচকের মত ভিক্ষা চেয়েছি এক প্রশ্নের উত্তর—

রেজাক। বলুন।

মির। কে সে ভাগ্যবান, পারস্যের সাহ্ বংশধর যাকে অন্বেষণ করতে ভৃত্যবেশে দুনিয়া পরিভ্রমণ করছে। যার আকর্ষণ আত্মীয়, স্বজন, স্বদেশ সমস্তের মমতাকে তুচ্ছ করেছে—প্রেমময়ী স্ত্রীর আকর্ষণকেও পরাস্ত করেছে।

রেজাক। আমার প্রভু। এইটুকুই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। রোস্তমের তুল্য বলশালী আমি—দুনিয়ার অনেক বলীর সঙ্গে মল্ল-যুদ্ধ করেছি—সকলেই হয়েছে পরাস্ত। শেষে তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ—কৃশ অঙ্গ, নমনীয় দেহ, তবু পরাস্ত হলুম। ছিল পণ, চির-দাসত্ব অঙ্গীকার করলুম। কে চিনি না—জানি মাত্র আমার প্রভু। আপনার পুত্রকে দেখে তার

মূর্ত্তির উদ্দীপন হয়েছিল। তাই অযাচিত হয়ে তাকে বাঁচাতে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলুম।

(মিরজুমলা চমকিলেন)

মির। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছি। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছি। সে নেমে এসেছে! এইখানেই আমি তার নিঃশ্বাস স্পর্শ অনুভব কর্চ্ছি। ক্ষীণ—মৃদু, নিঃশব্দ—নির্ঝঙ্কার! কিন্তু ওঃ—বিভীষিকায় যেন হাজার বছরের ঘুম-ভাঙ্গা—নীরব-নিশীতে জেগে-ওঠা—অগ্নি শৈলের হুহুঙ্কার।

রেজাক। কিন্তু আমার পরিচয় আপনি কোথায় পেলেন?

মির। গোলকুণ্ডার উজীর আমি কিন্তু পারস্যের অতি তুচ্ছ প্রজা। আমার অভিবাদন গ্রহণ কর। যদি আমার অনুমান ভুল না হয় আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি—তোমার প্রভুকে পাইয়ে দেবো।

(আহিরণ ও সেলিমার প্রবেশ)

এই নাও, তোমার ভৃত্য-হওয়া-অত্যাচারের শাস্তি।

[মিরজুমলার প্রস্থান।

রেজাক। (বিস্ময়ে) সেলিমা! (অভিবাদনান্তে) আপনার গৃহে আশ্রয় নিয়ে আমি কৃতার্থ।

সেলিমা। অবাক্ হ'য়ে কি দেখছ বীর। আমি এসেছি কিনা এখনও বুঝতে পারছ না। যে উন্মত্ততা নিয়ে তুমি আমার বাঁধন কেটে ইরাণ থেকে চলে এসেছ—সেই উন্মত্ততা নিয়ে আমিও ইরাণ পরিত্যাগ ক'রে এখানে এসে তোমাকে বন্দী করলুম।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শিবির]

হাসান ও নাসীর

হাসান। আপনাকে এখানে দেখে আমার আনন্দিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তার বিপরীত ভাব মনে আসছে কেন বন্ধু ?

নাসীর। আপনাকে দেখে আমার কিন্তু অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। এত আনন্দ—যদি আপনি অবিশ্বাস না করেন, আমি বলতে পারি, জীবনে আর কখন পাইনি।

হাসান। তা হ'তে পারে। কেননা, দুই দুইবার অপঘাত মৃত্যু থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন।

নাসীর। তা মনে করলে বোধ হয়, এ আনন্দের কণাও আমি অনুভব করতে পারতুম না। যখন অনুগ্রহ ক'রে আপনি আমাকে বন্ধু বলে' সম্বোধন করলেন—

হাসান। বন্ধু—বন্ধু। জীবন সঙ্কট থেকে যিনি উদ্ধার করেন, তার তুল্য বন্ধু আর কে আছে ?

নাসীর। আমি একটা কথা বলব ?

হাসান। বলুন।

নাসীর। আপনি এখান থেকে চলে যাবার মত সুস্থ হয়েছেন ?

হাসান। হয়েছি।

নাসীর। তবে এদের আতিথ্যের উপর অত্যাচার করছেন কেন ?

হাসান। তুমি বন্ধুই বটে। (দাঁড়াইল)

নাসীর। রাজা তোমার এখানে অবস্থানে বিপদ্‌গ্রস্ত, সেটা কি বুঝতে পেরেছ? তাঁর রাজধানীতে ফেরবার বিশেষ প্রয়োজন, কেবল তুমি আছ বলে' তাঁর যাওয়া হচ্ছে না। প্রকৃত মুসলমান, তিনি ত জোর করে' তোমাকে বিদায় দিতে পারছেন না।

হাসান। অন্ততঃ দু'দিন পূর্ব্বে আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল।

নাসীর। তাঁর ওমরাওরা বড়ই বিরক্তি বোধ করছে। শুধু তাই নয়, তোমার জন্য অন্তরালে তারা রাজাকে পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করছে।

হাসান। তোমাকে বন্ধু সম্বোধন করে' আমি ধন্য।

নাসীর। ধন্য বলে চলছ কোথায়?

হাসান। আমার অনুরোধ বন্ধু, রাজাকে বলবে আমি প্রস্থান করেছি।

নাসীর। এখনি?

হাসান। এইত চলেছি।

নাসীর। এই সম্মুখে রাত্রি ক'রে?

হাসান। আমার আবার রাত্রি দিন কি! এখন বুঝতে পারছি আমি অন্ধ।

নাসীর। কোথায় যাবে?

হাসান। উদার দুনিয়ায়।

নাসীর। তাকি হয়। (বাধা দান)

হাসান। বন্ধু, বন্ধু, প্রকৃত বন্ধু তুমি। তিনবার তুমি আমার জীবন রক্ষা করলে। প্রথম দুইবার দেহের মাত্র মৃত্যুর আশঙ্কা হয়েছিল,

এবারে হচ্ছিল আমার মনুষ্যত্বের মৃত্যু। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার যোগ্য কথা আমি বলতে পারছি না।

নাসীর। এ ভাগ্যহীনের পক্ষে ওইটুকুই আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এখন তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না।

হাসান। আর আমাকে আবদ্ধ কর'না, এখানকার বায়ু এখন আমার প্রতি-লোমকূপ বিদ্ধ করছে।

নাসীর। তবু তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। অন্ততঃ রাজাকে একটিবার না জানিয়ে। কেননা তুমিও অতিথি, আমিও অতিথি। আমার কথায় চলে গেলে এদের আতিথ্যের অসম্মান করা হয়।

হাসান। আমি বর্ব্বর, আমার কাছে সম্মানের প্রত্যাশা করা এদের মূর্খতা।

নাসীর। তোমার বন্ধুর অনুরোধ—অন্ততঃ আজ রাত্রির মত—বা! আমি, যে প্রশ্ন করলুম, তার উত্তর না দিয়ে তুমি চলে যাবে কেমন করে বন্ধু?

হাসান। তুমি বন্ধু—তুমি বন্ধু। যে কথা কাউকেও বলবার নয়—নিজের কাণেও যে কথা তুলতে আমার যাতনা হয়—বন্ধু, তোমার প্রশ্নের এমন উত্তর আমকে দিতে হবে।

নাসীর। আমিও তা শুনতে চাইনা। রাজার পারিষদগুলো মনে করেছে, তুমি রাজকুমারীর লোভে এস্থান ত্যাগ করতে পারছ না।

হাসান। যদি করে, তাদের আমি দোষ দিতে পারি না। মাত্র আর একটি বারের জন্য তার সঙ্গে দেখা করবার আমি প্রয়োজন বোধ করেছিলুম।

নাসীর। কেবলমাত্র একটি বারের জন্য?

হাসান। কথায় অবিশ্বাস করছ বন্ধু?

নাসীর। তোমাকে অবিশ্বাস করতে আমার ভয় করে। তবু আমার মন বলতে চায়, তার প্রতি অগাধ ভালবাসার জন্য তুমি এখানে আবদ্ধ।

হাসান। তোমার নাম?

নাসীর। (সহাস্যে) ওঃ! এতক্ষণ পরে! আমাকে নাসীর ব'লে সম্বোধন ক'র।

হাসান। আমার নাম হাসান।

নাসীর। এইবারে আমি বলতে পারি কি হাসান, আমার অনুমান সত্য?

হাসান। নাসীর—নাসীর! মায়ের স্নেহ তুমি অনুভব করেছ?

নাসীর। এখনও করি হাসান, মা আমার এখনো জীবিত।

হাসান। ভাগ্যবান,—ভাগ্যবান তুমি নাসীর।

নাসীর। তোমার কথায় বোধ হচ্ছে, তুমি অনুভব করনি।

হাসান। কল্পনায়—শুধু কল্পনায়। পাঁচ দিবসের শিশু বুঝি অনুভব করেছিল! তার ফলে তোমার সুমুখে এই পঞ্চ বিংশতি বর্ষীয় যুবক। তবে মায়ের স্নেহ দেখেছি। এক মা, কত ক্ষণের জন্য জানি না, সন্তানকে না দেখে ব্যাকুল হয়ে তার অন্বেষণ করছিল। কিন্তু নাসীর, মায়ের স্নেহকে পরাভব-করা স্নেহের কথা কখনও শুনেছ? বল—বল নাসীর, চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না—বল।

নাসীর। উত্তেজিত হয়োনা হাসান।

হাসান। আবার, কি অবস্থায় সে স্নেহের বিকাশ শুনবে?

নাসীর। না, আমি শুনবো না।

হাসান। ঠিক বলেছ। কেননা, শুনলে তোমার বিশ্বাস হবে না।

নাসীর। বোধ হচ্ছে, না।

হাসান। তাইত বন্ধু, শূন্যের ব্যবসা করতে আশ্রয়স্থান থেকে বাহির হয়ে, জটিল দুনিয়ার পথে এ আমি কি পরিপূর্ণ লাভ করলুম! (পুনঃ আলিঙ্গন) বিশ্বাস হবে না—বিশ্বাস হ'তে পারে না। আমি এ কয়দিন বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করবার জন্য অবিরাম মনের সঙ্গে লড়াই করছি। তবু—মায়ের স্নেহকে পরাভব—কখন যার সঙ্গে দেখা নেই—কেমন ক'রে হয় বন্ধু? যদি হয়, সে স্নেহের কি অভিধান হ'তে পারে নাসীর?

নাসীর। তবে আমি শুনবো হাসান।

হাসান। বিশ্বাস করবে?

নাসীর। না শুনেই বিশ্বাস করছি। যদিও এখনো পর্য্যন্ত কল্পনাতেও ধারণা করতে পারছি না সে বিস্ময়কর ঘটনা।

হাসান। উঃ! আমার সে আচরণ—যে আচরণে মা সন্তানের মুখ-দর্শনে বিরত হয়। করলুম হীন সম্বোধন। ক্রোধে সে পালকি থেকে মুখ বার করলে। করলুম আরও তীব্র, আরও তীব্র, অনার্য্য বর্ব্বরের যোগ্য রহস্য।

নাসীর। আবার তুমি চঞ্চল হয়ে উঠছ।

হাসান। না না নাসীর, না। চঞ্চল আমি নই। আমার সেদিনের স্মৃতি চঞ্চল, ঘটনা থেকে ঘটনায় আমার মনকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাহিনী চঞ্চল, সবগুলো একবারে তোমার কাণে ওঠবার জন্য আমার রসনাকে চঞ্চল করে' তুলেছে। যাও—নিমেষের দেখা—ঠিক এই রকম যেমন তোমার দিকে চেয়ে আছি। দেখলুম, মুখ ফেরালুম, চলে গেলুম।

নাসীর। তারপর?

হাসান। সখা, সখা প্রশ্ন কর'না। মতি চঞ্চল, গতি চঞ্চল, ঘটনা চঞ্চল, কোথা থেকে কোথায় চলেছি ভুলে যাব। নাসীর! পথ আপনাকে ভুলে গিয়েছিল, দৃশ্য দৃষ্টির সম্মুখ থেকে লুকিয়ে ছিল—কেবল চলাটি মাত্র ছিল অবশেষ। তাও শেষ হ'ল। মৃত্যুর কঠোর হস্ত—সখা, সখা! যেমন এই স্কন্ধদেশে স্পর্শানুভব করেছি, অমনি করুণার দু'খানি কোমল কর সে হাতখানাকে কোথায় যেন সরিয়ে দিলে। বলতে পার নাসীর, পলকের দৃষ্টিতে কেমন ক'রে সে জানতে পারলে তার অমর্য্যাদাকারী এই বর্ব্বরের উদরে অর্দ্ধ সপ্তাহ অন্নজল প্রবেশ করেনি? বলতে পার সখা, সে কি করুণা, যার প্রেরণায় কোমলাঙ্গী রাজকন্যা সেই জটিল, বন্ধুর, কণ্টকবহুল দীর্ঘপথে একটা দিক্‌বিদিক জ্ঞানহীনের উন্মত্ত গতিকে আয়ত্তে আনলে?

নাসীর। হতভাগ্য রাজা। অন্ততঃ আর একটি বারের জন্য তোমার সঙ্গে তার কন্যার সাক্ষাত করানো উচিত ছিল।

হাসান। উচিত ছিল—তুমি বলছ? তুমি বলছ—উচিত ছিল?

নাসীর। আভিজাত্যের অভিমানে পারলে না। ফলে, কন্যাকে চিরজীবনের জন্য শান্তিহারা করলে, আপনিও শান্তিহারা হ'ল।

হাসান। অন্ততঃ আর একটিবারের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাতের আমার প্রয়োজন ছিল। একটি অতি গুহ্য কথা, যেটি আমার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সেটিকে তার স্নেহের অঞ্জলিতে সমর্পণ করে যেতুম। আমার অবর্ত্তমানে অন্ততঃ একজনের করুণার অশ্রুসেকে আমার জীবনের ব্যর্থতা নিরাকৃত হ'ত। যাক্, আর প্রয়োজন নেই—তোমাকে পেয়েছি।

নাসীর। আমাকে বলবে?

হাসান। অতি গুহ্য—আমার জন্ম-রহস্য। রাজার অপরাধ নেই,

তার ওমরাওদের অপরাধ নেই। তাদের আমি পিতৃ-পরিচয় দিতে পারিনি। তোমাকে বলব। ঈশ্বর প্রেরিত, এক মুহূর্ত্তকে শত শতাব্দীর আত্মীয়তায় পূর্ণ-করা, সহচর! তোমাকেই বলব। তবু তবু—অপরাধ নিয়ো না। একবার পশ্চিমে মুখ ফেরাও।

নাসীর। চুপ কর—আমাকে শোনানো ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। যদি এ জীবনে একদিন একমুহূর্ত্তের জন্যও কায়মনোবাক্যে সত্য অবলম্বন করে থাকি, তাহ'লে বলে রাখি, এ গুহ্য কথা শোনাবার সঙ্গী তুমি লাভ করবে। লোক আসছে। নিজেকে প্রকৃতিস্থ কর।

(নেপথ্যে জন সমাগম শব্দ)

নাসীর। সখা সখা! এ স্থান ত্যাগ কর।

হাসান। কেন?

নাসীর। আমার অনুরোধ। ওমরাও—একজন, দু'জন নয় একটি দল। আমার মনে হচ্ছে,তারা তোমার অনুসন্ধানেই এদিকে আসছে।

হাসান। আসুক না, স্থান ত ত্যাগ করবই। তবে ওদের ভয় করব কেন?

নাসীর। ওদের ভাব আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। যদি তোমার লাঞ্ছনা করে?

হাসান। আমি এত কাল নিজের যত লাঞ্ছনা করেছি, নাসীর, ওরা তার চেয়ে বেশি লাঞ্ছনা কি করবে? আমার অনুরোধ—তুমি এ স্থান পরিত্যাগ কর।

নাসীর। তবে এই নাও। (তরবারি হাসানকে দান করিতে চাহিল)

হাসান। (হাস্য) ও নিয়ে আমি কি করব?

নাসীর। দোহাই সখা, আত্মরক্ষা কর।

হাসান। ছি, নাসীর খাঁ, ছি তোমার দুর্ব্বল মমতাকে। তোমার অস্ত্র ভবিষ্যতে আমাকে জয় দেবে, এ তুমি সত্য বিশ্বাসে বলতে পার ?

নাসীর। না তা বলতে পারি না।

হাসান। এখান থেকে উঠে গেলে আর যে কোথায়ও আমার লাঞ্ছনা হ'তে পারে না, তাও কি তুমি বলতে পার ?

নাসীর। তাও পারি না।

হাসান। তাহ'লে সখার অনুরোধ রক্ষা কর—(নেপথ্যে জন-কোলাহল বর্দ্ধিত হইল) যদিই ওরা আমার লাঞ্ছনা করে, নীরবে দাঁড়িয়ে দেখবার ধৈর্য্য আছে ?

নাসীর। নীরবে ভোগ করবার ধৈর্য্য আছে, দেখবার নেই।

হাসান। ধন্য আমি তোমাকে সখা সম্বোধন করে', চলে যাও সাধু, চলে যাও।

নাসীর। বড় অনিচ্ছায় আমাকে যেতে হচ্ছে।

(নাসীর খাঁর প্রস্থানমুখে ১ম ওমরাওয়ের প্রবেশ)

১ম। চলে যাচ্ছেন কেন নাসীর খাঁ ? আপনি এখানে আছেন আমরা শুনেছি। না থাকলে, আপনাকেও আমরা সঙ্গে করে আনতুম।

নাসীর। আমার এখানে থাকা আপনাদের আপত্তিকর হতে পারে মনে করে যাচ্ছিলুম।

১ম। আপত্তিকর ত হ'তেই পারে না, বরং আপনারও থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ যখন আপনার প্রভুর মর্য্যাদা আর আমাদের প্রভুর মর্য্যাদা এক হবার সময় এসেছে। নিয়ে আসুন খাঁ খানান।

(সাবাজ খাঁ, পশ্চাতে উপহার-বাহকদ্বয় সর্ব্বপশ্চাতে একে একে ওমরাওগণ প্রবেশ করিল)

১ম। এই নাও, এই সব বহুমূল্যবান সামগ্রী রাজা তোমাকে দান করেছেন। গ্রহণ কর। নিয়ে আজই এস্থান ত্যাগ কর।

হাসান। স্থান ত্যাগ করছি, উপহারের প্রয়োজন নেই।

১ম। একবার দেখ, দেখে উত্তর দাও।

(হাসান মুখ ফিরাইল)

সাবাজ। রাজা নিতে অনুরোধ করেছেন। না নিলে তিনি বড়ই দুঃখিত হবেন।

হাসান। রাজাকে আমি সেলাম করছি।

১ম। নিয়ে সেলাম করলেই ভাল হয় না?

সাবাজ। চুপ করে' রইলে কেন?

হাসান। আমার বলা হয়ে গেছে।

সাবাজ। নেবে না? মূর্খতায় এমন সুযোগ হারিয়োনা! জীবনে যে সকল সামগ্রী কখন দেখনি, ত্যাগ করলে আর যা কখন দেখতে পাবে না, সেই সকল অমূল্য সামগ্রী তোমার সম্মুখে। করুণাময় রাজার উপহার গ্রহণ কর। তাঁর অপমান কর'না।

[ওমরাওগণ এক একটি দ্রব্য আধার হইতে তুলিয়া হাসানের মুদ্রিত চোখের উপর ধরিল এবং দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল]

সাবাজ। (রুমাল প্রদর্শন করিয়া বলিল) অন্ততঃ এ রুমাল খানাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর মিয়া! করবে না? দেখ না, কার হাতে তৈরি হে, এইখানা মাথায় বেঁধে সোজা পথে চলে যাও। ওহে চেয়ে দেখ। এত অভিমান? চাইবেও না?

২য়। আপনাদের মত ওকে বুদ্ধিহীন মনে করেছেন কিনা যে, এই সকল তুচ্ছ সামগ্রীর লোভেই এ ব্যক্তি সাত দিন ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে! আপনার প্রিয়তমা নাতনিটিকে এই সঙ্গে উপহার দিতে পারেন? তাহ'লে এখনি মিয়ার চোখ মুখ দুইই প্রস্ফুটিত হয়।

হাসান। কে এ কথা বললে?

২য়। মিললো খাঁ-খানান, আমার কথা? এই গরীব বলেছে খোদাবন্দ!

হাসান। (উঠিয়া ২য়ের গণ্ডে চপেটাঘাত এবং এক হস্তে তাহাকে ধরিয়া) শোন মতিহীন বৃদ্ধ, আর শুনুক তোমার এই সব একবারেই মনুষ্যত্বহীন সহচর। প্রভু কন্যার নাম নিয়ে যে এই হীন রহস্য করতে পারে,তার কথার যদি উত্তর দিতে হয়, এই হচ্ছে যোগ্যতম উত্তর। তোমাদের রাজাকে বল'। আর বল' তাঁর দত্ত উপহারকে আমি সেলাম করলুম, আর এই সব হীনগুলো স্পর্শ করেছে বলে' আমি পদাঘাত করলুম। (পদাঘাতে উপহার দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ও দ্বিতীয়কে নিক্ষেপ করিয়া হাসানের প্রস্থান।)

১ম। আর ওদিকে চাইছ কি কাসেম আলি, তোমার গণ্ডে ও বীর চপেটাঘাত করেনি, আমাদের সকলের গণ্ডে করেছে। মুখ এই দিকে ফেরাও, আর আমারই মত ওকে সেলাম করে' আমারই মত নত-মস্তকে এস্থান ত্যাগ কর।

নাসীর। গোলকুণ্ডার ওমরাও একবারে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেয়নি দেখে আবার আমার আনন্দ ফিরে এলো জনাবালি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কক্ষ]

আরজবন্দ

আরজ। মাদকতার শেষ নৃত্যের মত, অতৃপ্ত নিদ্রার অত্যাচারের মত এখনো সে ছবিটে চোখে জড়িয়ে রয়েছে। এত ক'রে চোখ মুছেও ত ছবির হাসি মুছতে পারলুম না। দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হ'তে পারছে না, চরণ আমার ইচ্ছামত চলতে চাচ্ছেনা। ঠিক যেন উদ্দেশ্যশূন্য, অর্থশূন্য, লয়শূন্য গান। একটা যেন উদাস বীণার ঝঙ্কার, পাগল জলদের নৃত্য-সম্ভোগ—কোথা থেকে কোথায় ছুটছে, আবার আপনাকে আপনি আঘাত করতে আরম্ভ স্থানেই ফিরে আসছে। দূর ছাই, যখন চিন্তা করতেই ভয় পাই, তখন একটা গান নাই।

গীত।

মুক্ত আঁখি বইছে জলভার।
স্বপ্নসখী চলে যারে যাবার সময় বলে যারে
আসবিনাতো আসবিনাতো
আসবিনাগো আর।
আসিস্ যদি রইবি দূরে
গাইবিরে গান মরণ সুরে
ভুলেও কথা কইবিনাকো কইবিনাকো
কইবিনাকো তার ॥
নইলে থাকি চুপটি বসে নিরাশ নদীর পার।

দূর ছাই, একি গান হ'ল—এত হ'ল মানের কান্না। খান্‌জাদী ? না না—একি !

(কুতবের প্রবেশ)

কুতব। সে বিদেশীর সঙ্গে আর একবার দেখা করবার ইচ্ছা আছে কি আরজবন্দ ?

আরজ। আজ একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন পিতা ?

কুতব। সে চলে যাচ্ছে।

আরজ। আমাকে পরীক্ষা করতে কি জিজ্ঞাসা করছেন রাজা ? না স্নেহময় উদার পিতা কন্যাকে সরল ভাবে তার মনোভাব প্রকাশের অনুমতি দিচ্ছেন ?

কুতব। সে খেলে কি না, এ খবরও ত ক'দিনের মধ্যে একবার নিলেনা ! সেটা ত অসঙ্কোচে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারতে !

আরজ। সেইটা জিজ্ঞাসা করতেই আমার সঙ্কোচ হয়েছিল। অনাহারে মৃতপ্রায় বুঝে আমি তাকে ধরেছিলুম মাত্র। তারপর সে আমার বদান্য পিতার আশ্রয় পেয়েছে। তার সম্বন্ধে আর কোনও কথা জানবার কৌতুহলেও যে আপনার অসম্মান করা হয় পিতা !

কুতব। ইচ্ছা কর কি, বিদায় মুখে, একবার তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে ?

আরজ। তার সঙ্গে দেখা করতে আপনি কি আদেশ করছেন ?

কুতব। তোমার কি ইচ্ছা নাই ?

আরজ। ইচ্ছা আছে, আর প্রয়োজন নাই।

কুতব। এ কথাটার অর্থও বুঝতে পারলুম না যে আরজবন্দ !

আরজ। এ কদিনের ভিতর সে ব্যক্তি কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছে ?

কুতব। একটিবারের জন্যও না। কই কেউ ত তা বললে না।

আরজ। প্রয়োজন নেই।

কুতব। যদি জিজ্ঞাসা করতো ?

আরজ। তা'হলে অন্ততঃ একটি বারের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাতের আমার প্রয়োজন হ'ত। মরণ-নগরের যাত্রী, একবার দেখা না করলে শান্তি পেতুম না।

কুতব। এখনো যে বুঝতে পারলুম না আরজ !

আরজ। দেখা করবার প্রয়োজন নেই। যখন বুঝলুম, আর সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটবে না।

কুতব। সে কি মরবার উদ্দেশ্যেই পথ চলছিল ?

আরজ। তিনবার সে অস্ত্রমুখে বুক দিয়েছে। সে নিরস্ত্রের অনাবৃত বক্ষে তিনবারই আততায়ীর অস্ত্র প্রবেশ করতে পারলে না। তখন ধরলে সে অনশন-ব্রত। কেন না, কামনা করেছিল সে মৃত্যু। সে ব্রতও তার উদ্‌যাপন হ'ল না। আমাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে ঈশ্বর তার সম্মুখ থেকে আসন্ন মৃত্যুকে সরিয়ে দিলে। প্রথম আমাকে দেখেই বললে, "তোমাকে দেখে আমার ভয় করছে।" আমি মনে করলুম, এ বুঝি তার মৃত্যুভয় ! আমি স্থলতান-কন্যা, সে পথচারী নিরাশ্রয়। পাছে, আমার সঙ্গে আলাপ করতে দেখে রাজ-অনুচরেরা তাকে হত্যা করে। তারপর কথায় কথায় বুঝলুম, না, এ যে তার বাঁচবার ভয় ! চাইছিল সে মৃত্যু। কেন, সেই জানে। না জানি কি নিগূঢ় তার মর্ম্মবেদনা ! কারো কাছে বলবার উপায় নেই, শান্ত করবার লোক নেই। কি বাবা, শুনছেন ?

কুতব। বল—বল।

আরজ। যখন দেখলে কিছুতেই মৃত্যু তাকে ধরা দিলে না, তখন

জীবনের দিকে সে মুখ ফেরালে। আপনার নাম নিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে যখন তার অভিপ্রায় জানতে চাইলুম, তখন সে বললে, "আবার আমার বাঁচবার ইচ্ছা হয়েছে।" জেনে, বিপুল আনন্দে, তাকে পালকিতে উঠতে অনুরোধ করলুম। দাঁড়াতে অশক্ত, তবু সে উঠলো না। সে জীবন চায়, কিন্তু নারীর অসম্মান করে' মৃত্যু-জড়ানো জীবন চাইলে না। বললে, "চল দু'জনেই হেঁটে যাই।" কি বাবা শুনছেন?

কুতব। বল, বল শুনছি আরজবন্দ!

আরজ। তখন তার হাত ধরবার অনুমতি চাইলুম। দীর্ঘ বাহু বিস্তার ক'রে সে আমাকে বললে, 'ধর'। বাবা, আপনি যখন এলেন, তখন আমার কাঁধের উপর তার হাত। ছবির তখন আধখানা ভেঙে গেছে। পূর্ণ ছবি মানুষে দেখতে পেলে না। চারি পাশে কতকগুলো হতভাগা অন্ধ। তারা দেখতে পেলে না। গাছের অন্তরালে সূর্য্য—দেখতে পেলে না। গাছগুলো পাখীর উল্লাস-ভরা কলরবে দেখবার অবসর পেলে না। যার হাত ধরলুম, তার বুঝি তখন দৃষ্টির সর্ব্ব সামর্থ্য চলে গেছে। দেখা হ'ল না। দেখলুম এক মাত্র আমি।

কুতব। তাইত মা, এত কথা পেটের ভিতর পূরে এতদিন তুমি চুপ করে আছ!

আরজ। সেও ত চুপ করে আছে বাবা! অন্ততঃ আপনার কাছে আমার সম্বন্ধে যাহ'ক একটা কৃতজ্ঞতার কি ক্রোধের—যাহ'ক একটা কথা কওয়াও ত উচিত ছিল তার! সে বলেনি! জীবনে তার মমতা এসেছে। মমতার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচ। খান্‌জাদীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে, যখন গোলকুণ্ডার রাজ-কন্যার দিকে এসেছিল সে, তখন সে জীবনে মমতাশূন্য। আমাকে বানরী ব'লে, আর মুখ না ফিরিয়ে যখন সে চলে গেল, তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবারই তার ইচ্ছা হয়েছিল।

কুতব। (হাস্য) তোমাকে বানরী বলেছিল—

আরজ। সেই হতভাগা এই হতভাগীকে দেখবার লোভে এসে যখন ওই হতভাগাকে মাঝখানে দেখেছিল—

কুতব। আবার কে হতভাগা ?

আরজ। আর দেখেই তলোয়ার খুলে কাটতে এসেছিল, তখন ত সে মরিয়া। বক্ষ প্রসারিত ক'রে তাকে বললে, "যদি এবারেও ওই অস্ত্র বুকে বসাতে না পার, পূর্ব্বে তোমাকে একবার অপমানিত করেছি। দ্বিতীয় বারও অবমানিত করব।"

কুতব। কে সে হতভাগ্য, আরজবন্দ ?

আরজ। হতভাগা, সে হতভাগা। কিন্তু এও ত হতভাগা! কথার খেলাপ করলে। কেন করলে! কেন সে লক্ষ্যভ্রষ্ট—সত্যভ্রষ্ট হল! মরণের ভয়ে কি সে পিছিয়ে গেল ? সত্যের ঘরের কবাটে হাত দিয়ে, মৃত্যুর আশঙ্কায় শুধু স্পর্শের অস্তিত্ব জানিয়ে সে কি ফিরে এলো ? না, না, তখন ত সে মরণকে ভয় করেনি। ভয় করলে আমাকে, শুধু আমাকে। জগতের সমস্ত মৃত্যু-বিভীষিকা তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গিয়েছিল। সেই শূন্য ব্যবধান পূর্ণ করলুম আমি, মনে করলে, সে হতভাগাটা বুঝি আমার প্রিয়তম, পাছে তার গায়ে হাত তুললে আমি রুষ্ট হই, আর তাকে সে তিরস্কারের একটা ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করতে সাহস করলে না। মুখের দিকে আমার অমন করে, দেখছেন কি পিতা ?

কুতব। তুমি ক্ষিপ্তা হয়েছ কি না তাই দেখছি। এসব কি অর্থ-হীন কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছ ?

আরজ। যদি অর্থ থাকে ?

কুতব। তা হ'লে বুঝবো কুতব-সাহীবংশের বিপুল মান, যার তার পদ-দলিত হ'তে তুমি পথে নিক্ষেপ করে' এসেছ।

আরজ। আমি না আপনি !

কুতব। বে-আদব হয়োনা আরজবন্দ!

আরজ। বে-আদবি বোধ হয়ে থাকে, এখনি আমাকে শাস্তি দিন।

কুতব। কে সে কম্‌বখ্‌ত্‌?

আরজ। যে উদ্যত অস্ত্র নিয়ে আপনি সেদিন আমার প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, দোহাই পিতা, সেই অস্ত্রকে এখনি আমার কণ্ঠের উপর বিশ্রাম দান করুন।

কুতব। সে কি আমীন ?

আরজ। কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য, আমাকে কাটতেও আপনার সাহস নেই। যদি বুঝতুম, আমার উপর অগাধ মমতার জন্য, তা হলে'ও আমার নীরস চক্ষু সরস হ'ত। ভয় ভয়—আমাকে মেরে ফেললে পাছে মিরজুমলা আপনাকে সিংহাসন-চ্যুত করে। সেই ভয়ে তার পুত্রকে উপঢৌকন দেবার জন্য অঞ্জলিতে ধরা ফুলডালির মত আপনি যে আমাকে বালাঘাটে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা কি আপনি একেবারেই ভুলে গিয়েছেন পিতা ? আসতে আসতে আপনারই অন্যমনস্কতায় আমি অঞ্জলিমুক্ত হয়ে পথের মাঝে পড়ে গিয়েছি। পথের পথিক, আমার মূল্য না বুঝে, চলতে চলতে যদিই আমাকে পদ-দলিত করে যায়, তাতে কি আমার অপরাধ পিতা ?

কুতব। না না সে অপরাধ আমার। এখন বল দেখি কে সে হতভাগ্য—আমীন ? যাক্‌, বল্‌তে একান্তই যদি সঙ্কোচ হয় শুনতে চাই না। এসো সেই আগন্তুক যুবকের সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি।

আরজ। আপনার ইচ্ছা ?

কুতব। সত্যই কি দেখা করতে তোমার ইচ্ছা নাই ?

আরজ। আগেইত বলেছি, ইচ্ছা আছে—প্রয়োজন নাই। যখন বুঝতে পেরেছি আর সে আত্মহত্যা করবে না।

কুতব। তথাপি তার সঙ্গে দেখা কর। অতিথির সৎকার অসম্পূর্ণ রাখবো না।

আরজ। আমীনখাঁ যদি জানতে পারে?

কুতব। তাতে কি? তার সঙ্গে আর তোমার বিবাহ হচ্ছেনা।

আরজ। হচ্ছেনা?

কুতব। আমি দেবো না—তুমি নিজে বিবাহ করতে চাইলেও—

আরজ। আমি কোন কালে তাকে বিবাহ করতে চাইনি। বড় অনচ্ছিায় আপনার সঙ্গে চলেছিলুম।

কুতব। তোমাকেত দেবোইনা—মনিজাকেও দেবোনা। সে আমার বড়ই অপমান করেছে।

আরজ। কখন করলে?

কুতব। আজ—তোমার কাছে আসার অল্পক্ষণই পূর্ব্বে।

আরজ। কি করলে?

কুতব। তা শুনে তোমার আর প্রয়োজন নেই। সে বিশেষ রকমেরই অপমান। আমার তাঁবুতে প্রবেশ করেছিল। আমার গদিতে শুয়েছে, ভৃত্যদের গালি দিয়েছে, আমাকেও দুই একটা বিদ্রূপ করতে ছাড়েনি।

আরজ। তাকে কোনরূপ শাস্তি দিলেন না?

কুতব। শাস্তি দিতে হ'লে দিতে হয় তার পিতাকে। সে তার পুত্রকে জামিন-স্বরূপ আমার কাছে পাঠিয়েছে। থাক্, সে সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা পরে—বাগ-নগরে দরবারে। সৌভাগ্য, সে সময়ে

কোনও ওমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলনা। তোমার সঙ্গে শেষ কথা—মহম্মদ সাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা কর ?

আরজ। সে হতভাগ্য আর আমার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেও সাহস করবে না।

কুতব। বলকি !

আরজ। অবশ্য আওরঙ্গজেবের পুত্র বলে' সে যদি অভিমান রাখে।

কুতব। সেই সে হতভাগা নাকি ?

আরজ। আমার স্বামী হবার যোগ্য ন'ন স্বীকার ক'রে, তিনি আমাকে সেলাম করে' চলে গেছেন।

কুতব। এ কথাটা আমি যে বিশ্বাস করতে পারলুম না আরজবন্দ!

আরজ। সে ঘটনার পরেও সে যদি আমাকে বিবাহ করতে চায়, তাহ'লে তার মত নির্লজ্জ আর নেই।

কুতব। তাই সে করেছে।

আরজ। না ?

কুতব। তার পিতা ত সেই ভাবেই আমাকে পত্র দিয়েছে!

আরজ। সে পত্র আমাকে দেখাতে কি আপনার আপত্তি আছে ?

কুতব। কিছুনা। (পত্র আরজের হস্তে দান)

আরজ। (আলোক সন্নিধানে যাইয়া পত্র পড়িল। পাঠান্তে বলিল) আওরঙ্গজেবের কি ওই এক পুত্র ?

কুতব। (সবিস্ময়ে) পত্রটা দাওত আর একবার দেখি।

(আরজ পত্র দিল কুতব নীরবে পড়িলেন)

গোলকুণ্ডার রাণী হবার তুমিই যোগ্য। আর সেটা আমার জীবদ্দশাতেই আমি দেখে যাব। প্রতারণা, ষড়যন্ত্র! এই চিঠি, মিরজুমলার পত্র, তার পুত্রের ব্যবহার! নীচ ষড়যন্ত্র! মা! তুইই

আমার দৃষ্টি আলোকিত করলি! বৃদ্ধ বাদসা ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে গেছে। দেখবো তার কুটিল পুত্র কোন্ প্রতারণায় আমার রাজ্য গ্রাস ক'রে! ঠিক তুমি জেনেছ আরজবন্দ, সে হতভাগ্য আওরঙ্গজেবেরই পুত্র মহম্মসা? (আরজবন্দ ছবি দেখাইল) কদরখাঁ! (কদরখাঁর প্রবেশ) জল্‌দি খাঁ-খানানকে আমার সেলাম দাও। (কদর খাঁর প্রস্থান) আরজবন্দ! ওই ভিক্ষুক, ওই অপরিচিত, ওই ছুনিয়ার ভিতরে, বোধ হয়, সর্ব্ব আত্মীয়হীন বিদেশীকে তোমার বিবাহ করতে ইচ্ছা আছে?

আরজ। একি মমতা, না পরীক্ষা, না এখনো অনির্ব্বাপিত আমার উপর আপনার ক্রোধ?

কুতব। তোমার কি মনে হয় মা?

আরজ। আমি আপনার কন্যা। আপনাকে সকল মহতের চেয়েও মহৎ দেখি। আপনার কথার অর্থ অনুমান করবার অহঙ্কার আমি রাখি না। তবে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বলি, যদি পরীক্ষার জন্য বলে থাকেন, তাহ'লে শুনুন পিতা, আপনার এই প্রশ্ন শোনবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিরাশ্রয়কে বিবাহ করা কল্পনার কোণেও আমি স্থান দিই নাই।

কুতব। দাও নাই নয়, দিতে পার নাই, আমার অত্যাচারে। তবে শোন—এ আমার প্রতিজ্ঞা। মিরজুমলার পুত্রকে কোনও কন্যা দেবোনা। আওরঙজেবের কোনও পুত্রকে তোমাকে দান করবনা। এইবারে উত্তর দাও।

আরজ। একবার তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।

কুতব। উত্তম।

(সাবাজ ও কদরখাঁর প্রবেশ)

এইযে। খাঁ-খানান্! আরজকে একবার অতিথির কাছে নিয়ে যেতে হবে। এখনি—কালবিলম্ব নয়। যান। ওকি! অমন দীনের

মত চেয়ে রইলেন কেন ? কি হয়েছে ? একি খাঁ-খানান্ এ প্রাণহীনের অভিনয় দেখাচ্ছেন কেন ?

সাবাজ। একটু অন্তরালে যেতে হবে রাজা !

[কুতব ও সাবাজের প্রস্থান।

আরজ। ব্যাপারটা কি নানা-সাহেব ? তুমি কি কিছু জেনেছ ? নীরবের রাজা উত্তর যে দিতে হবে ! যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা সত্য হয়, বল।

কদর। অধিকারী নই।

আরজ। কোনও কি দুর্ঘটনা ? কোনও হীনের দ্বারা কি অতিথির অপমান ? বলতে পারবে না ? বেশ, এইটে বল। এটা বলতে, আমার বিশ্বাস, তোমার তুল্য অধিকারী আর কেউ নেই। ওই অতিথিকে তোমার কি বোধ হয় ?

কদর। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ।

আরজ। মৌনী-রাজ, সহস্র ঝঙ্কারে তোমার ওই কথা আমার সহস্র সংশয়ের মীমাংসা করে দিলে।

(কুতবসার প্রবেশ)

কুতব। কদরখাঁ ! জল্দি তিন আরব। আমার, আরজের আর তোমার। (কদর খাঁর প্রস্থান) শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও মা, অশ্বারোহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসো।

আরজ। কোথায় যাবো, কেন যাবো শীঘ্র বলুন পিতা !

কুতব। সে চলে গেছে—যাও আরজবন্দ, যাও। সম্মুখে রাত্রি। যাও মা, শীঘ্র সজ্জিত হয়ে এসো।

আরজ। বলুন পিতা তামসী রাত্রি। এতদিন অপেক্ষা ক'রে এমন অসময়ে স্বেচ্ছায় সে চলে গেল ?

কুতব। অপমানে সে চলে গেছে। অপমান আমি করেছি, আমার পিতৃব্য করেছে। আর করেছে, আমার সমস্ত ওমরাও।

আরজ। সম্মুখে তার প্রসারিত ধরিত্রী—অনন্ত পথের ধারা, উত্থানে পতনে তরঙ্গিত সিন্ধুবক্ষের নিষ্ঠুর রহস্যের মত দুরদৃষ্ট তাকে দিয়ে খেলা করবে। এই চঞ্চল চিত্ত নিয়ে কোথায় আপনি তার অন্বেষণ করবেন গোলকুণ্ডাপপতি ?

কুতব। (চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ) নিরপরাধ অতিথির অপমান!

আরজ। নিরপরাধ বলছেন কেন, সাধু বলুন।

কুতব। তাইত আরজবন্দ, হাসতে হাসতে আর যে আমি মরতে পারব না!

আরজ। আমাকে আদেশ করতে পারেন ?

কুতব। একা ?

আরজ। তাতে দোষ কি ?

কুতব। এই তামসী রাত্রিতে ?

আরজ। দোষ কি ?

কুতব। সে যদি না ফেরে ?

আরজ। তাতেই বা দোষ কি ?

কুতব। তুমি তা হ'লে কি নিয়ে ফিরবে বুঝতে পারছ আরজবন্দ ?

আরজ। আমিও কি আর ফিরবো ?—যান পিতা, বিশ্রাম নিন্। আমাকেও বিশ্রাম নিতে অনুমতি দিন।

কুতব। যাও।

আরজ। বিশ্রাম নিতে ?

কুতব। তাকে ধরে আনতে।

আরজ। স্থিরচিত্তে অনুমতি দিচ্ছেন ?

কুতব। তুমি পারবে। একমাত্র তুমিই তাকে ধরে আনতে পারবে। স্থিরচিত্তে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি আমার জীবনের ব্যর্থতা মোচন কর।

আরজ। (কিছু দূর গিয়া) কিন্তু বাবা,—

কুতব। ভয় নেই আরজবন্দ, একটি প্রাণীকেও তোমার সঙ্গে দেবোনা। কুতবসাহী কন্যা নিজের মর্য্যাদা কেমন করে রাখতে হয় জানে। তোমার পিতাও কুতব-সাহী আরজবন্দ। সুতরাং তোমার উপর অবিশ্বাস করতে আমার অধিকার নাই।

তৃতীয় দৃশ্য

[পথ]

সেলিমা

গীত।

ওগো নর্ত্তকী—ক্ষতি কি,
তুমি গাওনা কেন গান।
তোমার আবার কার ওপরে কিসের অভিমান!
সুরে-বাঁধা অঙ্গে তোমার নাচে যে তরঙ্গ
সবাই জানে ও নর্ত্তকী—
মানুষের হৃদয়-ছেঁড়া রঙ্গ
সবাই জানে তোমার গানে নাইক নারীর প্রাণ॥

(আহিরণের প্রবেশ)

আহি। আমি যে কিছুতেই স্থির হতে পারছি না সেলিমা!

সেলিমা। দেখতেই ত পাচ্ছি মা! আপনার ব্যাকুলতা দেখে মনে হচ্ছে, আপনি যদি রাজসকাশে উপস্থিত হবার সুযোগ পেতেন, তাহ’লে এখনি সেখানে চলে যেতেন।

আহি। ঠিক বলেছিস্ মা! বাগনগর হ'লে এখনি উপস্থিত হতুম। এখানে পারছি না। চারিদিকে ওমরাওদের শিবির, তার মাঝখানে রাজা। তার ওপর শুনলুম রাণী তাঁর সঙ্গে নেই। খানিক দূর চলে গিছলুম। ওই সমস্ত শুনে পথ থেকে ফিরে এলুম। আমার শত নিষেধ অগ্রাহ্ করে' সে রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেছে। আর কি অবস্থায় গেছে তুমি ত জান মা!

সেলিমা। তাকে ছেড়ে দেওয়া আপনার কোনও মতে উচিত হয়নি।

আহি। আমি কি ছেড়ে দিয়েছি! আমার কোনও কথা সে কাণে তুললে না। তুমি ত ভিতর থেকে সমস্ত শুনেছ।

সেলিমা। তার ফিরে আসার বিলম্বে আপনার ভয়টা কি?

আহি। ভয় সমস্ত সেলিমা। কি যে না ঘটতে পারে বলতে পারি না। সে অবস্থায় রাজার কাছে উপস্থিত হওয়াইত বিপদের কারণ। তার উপর, অসংযত অবস্থায় সে কি বলতে কি বলবে, কি অসম্মানই করে ফেলবে রাজার!

সেলিমা। আপনার অস্থির হওয়ার যথেষ্ট কারণ বটে! কিন্তু মা, একটা কথা বলব?

আহি। বল বল বল সেলিমা!

সেলিমা। বেয়াদবি মনে করবেন না?

আহি। (দীর্ঘশ্বাস) কি বলবে আমি বুঝেছি।

সেলিমা। অযথা আদরে ছেলেটির আপনি সর্ব্বনাশ করেছেন। ভাই-সাহেবের যথেষ্ট সদ্গুণ ছিল, একমাত্র আপনার অন্যায় পুত্র-বাৎসল্যে সে সমস্ত চাপা পড়ে গেছে।

আহি। (দীর্ঘশ্বাস) তুমি অসত্য বলনি মা! পারিনি পারিনি কঠোর হ'তে—কেরে?

সেলিমা। কেউ নয়—গাছের পাতা।

আহি। পারিনি। কি জান সেলিমা—যখন সমস্ত পুত্র-সম্ভাবনা চলে গেল—

সেলিমা। তখন ওই পুত্র লাভ করেছেন। বুঝতে পারছি, অনেক সাধনায় লাভ-করা ওই একমাত্র পুত্র। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন মা। আর কি আপনার পুত্র ছিল?

আহি। ছিল? ছিল —কি বলছিলে? সে পুত্র—সে পুত্র!

সেলিমা। সে পুত্রও জীবিত আছেন?

আহি। শূন্য বলছে নেই, অবস্থা বলছে নেই, মন বলছে নেই! মায়ের প্রাণ—কিছুতেই সে নেই বলতে পারছে না। কে আসছ—আমীন?

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। আমীন কে আমি জানি না।

আহি। কে তুমি?

হাসান। বিদেশী। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন যান। আমি এইখানে বসব।

সেলিমা। তা এ অনাবৃত দেশে বসবেন কেন? সন্নিকটে আশ্রয় আছে, সেইখানে বিশ্রাম করবেন চলুন না।

হাসান। এর চেয়ে ভাল আশ্রয় আর কোথাও আছে আমি মনে করিনা। আপনারা আর দাঁড়াবেন না। এখনি এখানে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, যা আপনাদের মত মায়াময়ীর পক্ষে হবে দৃষ্টির অসহ্য। (আহিরাকে দেখিতে দেখিতে) ও! আপনিই না আর একদিন পুত্রের

জন্য ব্যাকুল হয়ে আমার নিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন? তার নাম আমীন? আপনি কি ওই মত্ত পুত্রের জননী?

আহি। তার সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা হয়েছে পথিক?

হাসান। যাও ভাগ্যহীনা এই পথে চলে যাও। আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি।

আহি। কি বললি হতভাগ্য, ক্ষুদ্র, হীন!

হাসান। আমাকে তিরস্কার না করে' যত শীঘ্র পার গিয়ে সেই হতভাগ্য পুত্রের শুশ্রূষা কর। যে অতি কুৎসিত গালি মুসলমানের কর্ণরন্ধ্রে শেলের ন্যায় আঘাত করে, সেই তীব্র বাক্য সে আমার প্রতি প্রয়োগ করেছে। যদি না সে মত্ত থাকতো, আজই তোমাকে পুত্রহীন হ'তে হত।

আহি। কার গায়ে হাত তুলেছিস্, বুঝতে পেরেছিস্ হতভাগ্য?

হাসান। আমার তা বোঝবার প্রয়োজন নেই। আমার মহিমময়ী মায়ের পবিত্র নামকে আঘাত ক'রে সে গালি দিয়েছে। সে যদি বাদসার পুত্র হ'ত, তাহ'লেও তাকে শাস্তি না দিয়ে আমি জল গ্রহণ করতুম না। যাও মা, আমার স্বমুখে আর দাঁড়িয়ো না। পুত্রকে নীতি শিক্ষা না দিয়ে জীবনে তাকে মৃত করেছ। তোমাকে দেখে আমার রাগ হচ্ছে।

আহি। কে আছ—এই দুর্বৃত্তকে এখনি বন্দী কর।

সেলিমা। পুত্র-মোহে তুমি এতই অন্ধ, এ সব কথা শুনেও তোমার চৈতন্য হ'ল না উজীর-পত্নী?

হাসান। উজীর-পত্নী? উজীর-পত্নী? (অন্ধকার ভেদ করিয়া আহিরণকে দেখিতে চেষ্টা করিল। আহিরণও তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া পিছাইল) সরে যা, চলে যা ওরে মরণ, দূর হ'তে দূরে; আমাকে বাঁচতে হবে—আমাকে বাঁচতে হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[দুর্গ-সম্মুখে]

(ছদ্মবেশে মিরজুমলা ও জনৈক ওমরাও)

মির। সত্য সত্যই বিস্ময়কর কথা এ রৌশন-আলি!

ওম্। আমাদের সমস্ত অস্ত্রধারীর মস্তক অবনত ক'রে সে নিরস্ত্র চলে গেছে।

মির। সুলতান?

ওম্। তিনি আমাদের হীন ব্যবহারের কথা শুনেছেন কিনা বলতে পারিনা।

মির। শুনেছেন নিশ্চয়ই। তবে শুনে আনন্দিত কি দুঃখিত, এটা আমি অনুমানে ঠিক বলতে পারছিনা। যদি আনন্দিত হন, সেটা হবে তাঁর মতিহীনতার পূর্ণ লক্ষণ। আমার বিশ্বাস সে যুবকের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গোলকুণ্ডার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা রক্ষার আশা চলে গেছে।

ওম্। আপনার মত তাকেই কন্যাদান সুলতানের কর্ত্তব্য ছিল?

মির। যদি গোলকুণ্ডার স্বাতন্ত্র রক্ষাই হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তার সে উদ্দেশ্যে আমার কখনও সন্দেহ ছিল না, এখনও নাই। আমি রাজাকে জানতুম, এখনও জানবার অভিমান রাখি। রাজাও আমাকে জানতেন। কিন্তু আমীরদের চক্রান্তের ভিতর পড়ে' তাঁর সে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ওম্। সেই যুবক যদি ভবিষ্যতে রাজা হ'ত, আপনি সন্তুষ্ট হতেন?

মির। শুধু সন্তুষ্ট হতুম, অন্ততঃ কিছুদিন তার উজীরি করে' নিজেকে ধন্য জ্ঞান করতুম।

ওম্। উজীর সাহেব, এইখানেই আপনার মহত্ত্ব। পুত্রের স্বার্থে বিপুল আঘাত জেনেও আপনার মুখ থেকে যখন এই কথা বাহির হ'ল।

মির। পুত্রেরও উজীরি করতে আমি কুণ্ঠিত নই, যদি বুঝি, আমারও উপরে ন্যায্য রাজশক্তি প্রয়োগের তার সাহস আছে।

ওম্। আমরা সকলে একমত হয়ে আপনার পুত্রকেই ভবিষ্যৎ সুলতান স্বীকার করব স্থির করেছি।

মির। আর প্রয়োজন নেই। বিশেষতঃ এই ঘটনার পরে তাকে এখানে রাজা দেখতে আমার প্রবৃত্তি নেই। আপনি আমীর সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন, আমি মোগল দরবারে যে কোনও চাকরির জন্য আবেদন করেছি। রাজারও কাছে সেই মর্ম্মে আমি পত্র পাঠিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুত্রকে পাঠিয়েছি জামীন। এতকাল জীবনোৎসর্গ করে' রাজসেবার পর শেষ কালটায় তার কাছে অবিশ্বাসী হয়ে থাকতে ইচ্ছা করি না।

ওম্। তাইত উজীর সাহেব, গোলকুণ্ডার ত তাহ'লে বড়ই ক্ষতি হল।

মির। সত্যই যদি ক্ষতি আপনাদের বোধ হয়, তাহ'লে যে কোনও উপায়ে সেই যুবককে ফিরিয়ে আনবার উপায় দেখুন।

ওম্। আমরা শেষকালটায় তার সম্বন্ধে ভেবেছিলুম, কিন্তু কোথায় পাব? আর পেলেও কি সে আসবে?

মির। তা বটে। আপনারা অনুরোধ করলে সে ফিরবে না। রাজার আবাহনেও বোধ হয় সে ফিরবে না। ফিরতে পারে, এক যদি সুলতান-পুত্রী কোনও উপায়ে তাকে ধরে' ফেরাবার চেষ্টা করে।

ওম্। সেটা যে অসম্ভব উজীর সাহেব!

মির। অসম্ভব বটে; কিন্তু অন্য উপায় আছে এটা আমি মনে করিনা!

ওম্। তাকে পেলে গোলকুণ্ডার সম্বন্ধ ত্যাগ করেন না?

মির। তা বলতে পারি না। তবে, তাহ'লে গোলকুণ্ডায় থাকতে অনিচ্ছা হ'ত না। যান, রাত্রি প্রভাত হ'তে বিলম্ব নেই। আমিও আর অধিকক্ষণ এখানে এ বেশে থাকতে ইচ্ছা করি না। যা বলবার আমি বলেছি:—স্ত্রী-পুত্রের খবরটা জানবার জন্য আমি ব্যাকুল রইলুম। অবকাশে তাদের সংবাদটা যদি আমাকে দিতে পারেন, আমি বাধিত হ'ব।

ওম্। ওকথা বলবেন না। সে খবর নিয়ে আবার আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। এখন বিদায়। (কিছুদূর যাইয়াই বলিল) উজীর সাহেব!

মির। সেই যুবক আসছে নাকি?

ওম্। বোধ হচ্ছে যেন সেই। (নেপথ্যাভিমুখে তীব্রভাবে দৃষ্টি) সেই—সেই।

মির। আপনি চলে যান, থাকলে বাধা হবে। ওর গতি ফেরাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ওম্। করবেন, করবেন—যদি বোঝেন তাতে গোলকুণ্ডার কল্যাণ, করবেন। আমি সমস্ত আমীরদের প্রতিনিধি হয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি।

মির। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আয়—আয় মর্ম্মভেদী পরিচয়—চিরস্থির ভূমির অট্টালিকা-ধ্বংস-করা স্পন্দনের মত, চির-নীরব আকাশের বৃক্ষ-উৎপাটন-করা ফুৎকারের মত চির-অপরিচিতের দেশ থেকে—আয়—আয়, ওরে মর্ম্মভেদী, ওরে সর্ব্ব অঙ্গ-সন্ধি শিথিল করা পরিচয়!

এ পর্য্যন্ত যা শুনেছি, ওই যদি তুমি—ওই শান্ত, ওই রুদ্র, ওই কোমল, ওই কঠোর, ওই ধীর, ওই বীর—ওই যদি তুমি, তাহ'লে এসো এসো—অপরিচয়ের অন্ধতামস হ'তে বাহির হয়ে ও আমার অন্ধের নিক্ষেপ, ওরে আমার ক্ষুধার্ত্তের বিক্রয়—আয় আয় করুণার্দ্র হৃদয়ের স্পর্শে আমার এ বক্ষের জ্বলন্ত শেলগুলোকে নিবিয়ে দে।

(এই সময়ে মিরজুমলার পশ্চাৎদিকে হাসান প্রবেশ করিল এবং উপবিষ্ট হইতে গিয়া মিরজুমলাকে দেখিল—তার বসা হইল না)

আর আমার উজীরিতে লোভ নেই, সুলতানীতে লোভ নেই—বাদসাহীও আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না—যদি তোর মত ভিখারী রাজ্যেশ্বরকে আবার আমি সন্তানরূপে ফিরে পাই।

হাসান। (উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে মিরজুমলার নিকটে আসিয়া) কে আপনি মহাত্মন্? (মিরজুমলা মুখ ফিরাইতে পারিল না, সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া হাসান চলিল)

মির। (গোপনে নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বগতঃ) ওরে নির্ব্বোধ, ওরে দুর্ব্বল, নিজের হৃৎপিণ্ডের উপর তোর আধিপত্য নাই, তুই মুলুক জয়ের অহঙ্কার করিস্! (নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিতে করিতে) আমাকে—আমাকে—(হাসান মুখ ফিরাইল) কিছু কি তোমার জিজ্ঞাস্য ছিল বৎস?

হাসান। কিছু ছিল হজরৎ!

মির। তবে চলে যাচ্ছিলে কেন?

হাসান। দেখলুম আপনি কি একটা চিন্তায় নিমগ্ন। কি যেন আক্ষেপের কথা আপনার মুখ থেকে বাহির হচ্ছিল। কথা বুঝতে না পারলেও বুঝলুম সেটা আক্ষেপ। তাই, প্রশ্নে আপনাকে উত্যক্ত করতে আমার ইচ্ছা হল না।

মির। জন্ম থেকে মৃত্যু সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে একটা অজ্ঞেয় অন্ধকারের বিরাট আক্ষেপ। তাতে সর্ব্বদাই তরঙ্গ। মন সেই তরঙ্গে ভাসছে। কখন সে হাসছে, কখন কাঁদছে।

হাসান। বাবা! (মিরজুমলা চমকিল) আপনার এই কথাতে আমার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে। বিশেষ ক্লান্ত আমি—একটু বসি। ইচ্ছা করেছিলুম, রাত্রি প্রভাত হবার পূর্ব্বেই গোলকুণ্ডার সীমা অতিক্রম করব। তাই আপনার কাছে জানতে ইচ্ছা হয়েছিল, সীমা এখান থেকে কতদূর।

মির। সে ইচ্ছাত তোমার পূর্ণ হ'ত না বৎস।

হাসান। গোলকুণ্ডার সীমা এখান থেকে কতদূর?

মির। পূর্ব্বে নিকটে ছিল। সুলতানের উজীর তাকে সাতদিনের পথ পেছিয়ে দিয়েছে।

হাসান। যাক, আমি একটু বসি। গোলকুণ্ডার সীমা-পারে গেলেও যখন জীবন সীমার পারে যেতে পারব না, তখন একটু বসি।

মির। গোলকুণ্ডা ত্যাগ করে কোথায় যেতে?

হাসান। একবারে হিন্দুস্থানই ত্যাগ করতুম।

মির। তারপর?

হাসান। যেতুম ইরাণ। যেতুম সেই কুটীরে, যেখানে পঞ্চদিবস বয়স থেকে পঞ্চ-বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এজীবন কেবল মাত্র সুখের আক্ষেপে অতিবাহিত হয়েছে।

মির। এখনো কি আর সেখানে ফিরতে ইচ্ছা আছে?

হাসান। কি উত্তর দেবো ঠিক করতে পারছি না।

মির। গোলকুণ্ডায় আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা আছে? (হাসান মাথা নাড়িল) সাহস আছে?

হাসান। সাহসের অভাব কখনও কোন কালে আপনার এ পুত্র বোধ করেনি। বিশেষতঃ আপনার ওই কথা শোনবার পর চিরস্থায়ী হবার জন্য সে এই হৃদয়ে প্রবেশ করেছে।

মির। তা হ'লে ফেরো।

হাসান। গোলকুণ্ডায় ?

মির। আবার কি !

হাসান। সেখানে ফেরবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন যে দেখছি না হজরৎ !

মির। তোমার না থাকলেও আমার আছে। গোলকুণ্ডায় ফিরে রাজ দরবারে সমস্ত ওমরাওদের সম্মুখে তুমি সুলতান-নন্দিনীর পানি প্রার্থনা করবে।

হাসান। কে আপনি—কে আপনি ?

মির। শীঘ্র বল—শীঘ্র বল সাহসী—আমি সমস্ত শুনেছি। শুনে তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

হাসান। কল্পনায় আনিনি—কল্পনায় আনিনি। আমি যে ভিখারী !

মির। রাজা হবার ব্যবস্থা করব। তা রাজার জীবদ্দশায় হতে চাও, তাই। মৃত্যুর পরে হতে চাও—তাই।

হাসান। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) থাক্।

মির। সাহস হ'লনা ?

হাসান। (মাথা নাড়িয়া) হচ্ছেনা হজরৎ।

মির। ধিক্ তোমাকে যুবক। এই সময়টা আমার বৃথা নষ্ট করে দিলে !

হাসান। বিবাহের জন্য রাজা হবার আমার যত না ইচ্ছা, ইচ্ছা

হয় একজনের শাসনের জন্য। যদি রাজাই আমাকে হ'তে হয়, আগে তার শাসন, তার পর বিবাহ।

মির। (তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া) কে সে আমাকে বলতে তোমার আপত্তি আছে ?

হাসান। তুচ্ছ জীবনের জন্য দুনিয়ায় ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান সন্তানের মাতৃ-সম্বন্ধ যে বিক্রয় করে, রাজা হয়ে আমার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য সে প্রাণহীনের শাসন। দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসরের জমাট বাঁধা অপরিচয়ের অন্ধকার—তার ভিতরে তার অভাগিনী স্ত্রী—অযোগ্য পুত্রকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিরপরাধ পুত্রের বক্ষে এমন সে নখাঘাত করলে যে, তার জ্বালায় অস্থির হয়ে আমি হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে চলেছিলুম।

মির। তুমিই হবে গোলকুণ্ডার যোগ্যতম রাজা! তোমার নাম?

হাসান। আবুল হাসান।

মির। (হাসানের বদ্ধাঞ্জলি নিজ অঞ্জলিতে আবদ্ধ করিয়া) হাসান! এই অপরিচেতের অনুরোধ, অন্ততঃ সে দুর্ব্বৃত্তের শাসনের জন্য তুমি গোলকুণ্ডার সিংহাসন অধিকার কর।

হাসান। উত্তম। ব্যবস্থা করুন।

মির। রেজাক খাঁ! (রেজাকের প্রবেশ) কেমন, এইত তোমার প্রভু?

রেজাক। জীবন দাতা মহাত্মন্! সর্ব্বাগ্রে আপনাকে সেলাম করি। তারপর? আমাকে না জানিয়ে চলে আসা আপনার অতি নিষ্ঠুরের কাজ হয়েছে হজরৎ!

মির। সুবেদার! (সৈনিকের প্রবেশ) আজ থেকে ইনিই (রেজাককে নির্দ্দেশ) তোমাদের পঞ্চ সহস্র তেলেঙ্গাবীরের অধিনায়ক।

(সৈনিক রেজাককে অভিবাদন করিল) শুধু অভিবাদন নয়—প্রতিজ্ঞা-কর, যদি কখন আমারও বিরুদ্ধে এঁর অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হয়, তোমরাও সেই সঙ্গে অস্ত্র ধারণ করবে ! না পার, এই মুহূর্ত্তে তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর।

রেজাক। ওদের উত্তর দেওয়া হয়েছে হুজুরালি !

মির। আবুল-হাসান ! এই সমস্ত তোমার। এইবারে তোমার কর্ত্তব্য।

[পশ্চাতে নিরীক্ষণ মাত্র না করিয়া মিরজুমলা প্রস্থান করিলেন।

রেজাক। যাও বীর, তোমার সঙ্গীদের সংবাদ দাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

হাসান। নামটা কি আমার জন্যই পরিবর্ত্তন করেছ মহম্মদ বেগ ?

রেজাক। একথা কি আবার আমাকে বলতে হবে ?

হাসান। এস ভাই, প্রথমে তোমার অত্যাচারকে আলিঙ্গন করি। তারপর জিজ্ঞাসা করি, কে ওই মহাত্মা ?

রেজাক। আপনি পরিচয় পাননি ?

হাসান। উনিই কি উজীর ?

রেজাক। উনিই বরেণ্য বীর উজীর মির-জুমলা।

হাসান। না-না ! (নেপথ্যাভিমুখে ছুটিল)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রান্তর-বেদী]

মীরজুমলা

মীর। পঁচিশ বৎসর পরে—পঁচিশ বৎসর পরে—সামসুদ্দিন না মীরজুমলা? অনাহার-ক্লিষ্ট, কঙ্কালসার। পুত্র বিক্রয়কারী জীবন্ত প্রেত সামসুদ্দিন, না বালাঘাট বিজয়ী—আদিল শাহী সম্রাট কুতবসার উজীর,—তার দক্ষিণ হস্ত—বীর মীরজুমলা। ফিরে যাব, না সম্মুখে ওই রক্ত নদীর পারে, নরকঙ্কালে ঘেরা গোলকুণ্ডার সিংহাসনে, আত্ম-বঞ্চনাকারীকে অসত্যের মুকুট পরিয়ে লোককে দেখাবো—বীরত্বের, শৌর্য্যের, ঐশ্বর্য্যের মহিমা—যা শুনে ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারগণ ভেরী-নিনাদে আমার কীর্ত্তি ঘোষণা করবে? সামসুদ্দিন না মীরজুমলা? কোন্ নামে পরিচিত হব? কোন্ নামে?

(মসীবুদ্দীনের প্রবেশ)

মসী। প্রভু দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায় দুর্গে ফিরে চলুন।

মীর। কে?

মসী। প্রভু—

মীর। প্রভু! কে তুমি?

মসী। আমি, প্রভু—

মীর। কে তোমার প্রভু?

মসী। আপনার খাস নফর মসীবুদ্দিন।

মীর। ক্ষুধার যন্ত্রণা—আমি—সঙ্গে স্ত্রী—হাঁটতে পারেনা, কোলে মৃতপ্রায় পাঁচদিনের শিশু, গলা শুকিয়ে গেছে তবু কাঁদে না, হাসে—ফকীর, ফকীর! পাঁচ আশরফী পাঁচ আশরফী! সেও কি কেউ দেবেনা? উঃ! যন্ত্রণা যে সহ্য হয়না! উঃ! আহিরণ আহিরণ—

মসী। (স্বগতঃ) একি! (প্রকাশ্যে) প্রভূ! প্রভুপত্নী যে গোলকুণ্ডায়!

মীর। গোলকুণ্ডা! না—না—পারস্যের সেই মরু-ঘেরা দেশ, ফকীরের কুটীর!

মসী। আজ্ঞে না, প্রভূ পুত্র আমীনখাঁ আর প্রভূ পত্নীকে তো আপনি গোলকুণ্ডায় পাঠিয়েছেন?

মীর। আমীন—আমীন! আমিনের সাদৃশ্যে তার সাদৃশ্য! কে? মসীবুদ্দিন! কতক্ষণ এসেছ?

মসী। প্রভূ! কাল থেকে আপনার অন্বেষণ করছি। কাল থেকে আপনি দুর্গে ফেরেননি।

মীর। মসীবুদ্দিন! দুর্গ ভেঙ্গে গেছে।

মসী। বালাঘাটের সে প্রস্তর দুর্গ কে আক্রমণ করলে, কে ভেঙ্গে দিলে!

মীর। না—না বালাঘাট নয় (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই দুর্গ, প্রস্তরের চেয়ে কঠিন! নিমেষে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে। অস্ত্রে নয়, গোলায় নয়,—চক্ষের দৃষ্টিতে—চক্ষের নিস্পলক দৃষ্টিতে—যাদুকরের যাদুদৃষ্টিতে!

মসী। আপনি কি বলছেন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না!

মীর। তুমি বুঝতে পারবে না—তুমি বুঝতে পারবে না! যে ক্ষুধিত সে বুঝবে। যে মুষ্টি-ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরে সে বুঝবে!

যে দিনের পর দিন, একগণ্ডুষ জল, বা এক মুষ্টি চানা পায়নি, সে বুঝবে! শৃগাল, কুকুরের মত যে প্রতিপদে পদাঘাত সহ্য করছে, সে বুঝবে, মান মর্য্যাদা মনুষ্যত্ব, পথের ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে, যে ক্ষুধার্ত্ত মার বুক থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচটা আশরফীর জন্য তাকে বিক্রয় করে সে বুঝবে! তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে না! এ দুনিয়ায় আমি ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না।

মসী। প্রভূ!

মীর। যাও, আর দাঁড়িও না। এখনো দাঁড়িয়ে? যাও—জেনো এখনও কটিদেশে তরবারী আছে।

মসী। হঠাৎ একি ভাব! কিছুতো বুঝতে পারছি না!

[প্রস্থান।

মীর। এখনও তরবারি আছে এখনও তরবারি আছে! আর কেন? আর কেন? তুমি আমায় শিখিয়েছ শার্দ্দুলের মত নর-কণ্ঠের শোণিত পান করতে, কিন্তু একদিন আমি তৃষ্ণায় জল পাইনি, ক্ষুধায় অন্ন পাইনি! শয়তান—তুমি আমায় কি করেছ? প্রেত—না পিশাচ—না রাক্ষস! তুমি আমায় ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়েছ—পূণ্যের রাজ্য থেকে কোন্ মোহাচ্ছন্ন নরকের দুর্গন্ধ পঙ্কে! যার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল। তোমারই সাহায্যে আমি বীর, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুজয়ী! তোমারই সাহাযো সামান্য সৈনিক হ'তে সেনাপতি! সেনাপতি থেকে উজীর! উজীর থেকে গোলকুণ্ডার সিংহাসনে আমার রুদ্ধ দৃষ্টিকে তুমি আকৃষ্ট করেছ! প্রভূদ্রোহিতা করতে গিয়েছিলেম—তোমারই প্ররোচনায়! আজ তোমার শেষ—মীরজুমলারও শেষ! (অস্ত্র নিক্ষেপ)

(আওরঙ্গজেবের প্রবেশ)

আও। একি? আপনি এখানে? আসুন আমার শিবিরে!

মীর। সুলতান! সুলতান—মাপ করবেন!

আও। সেকি? গোলকুণ্ডা আক্রমণের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে, অমাত্যগণ সব বিদ্রোহী—বৃদ্ধ রাজার মস্তিষ্কবিকার হয়েছে—গোলকুণ্ডা আক্রমণের এই উপযুক্ত সময়। এ সময় আপনি আমার সহায়তা করবেন না?

মীর। সুলতান, আমি অপারগ।

আও। পুত্র বন্দী, এ শুনেও আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন?

মীর। না থেকে উপায় নেই।

আও। যদি সে কিছু ভুল ক'রে থাকে, তার জন্য অধিকাংশে দায়ী আমি। আমারই সাহসে সে বালকের মস্তিষ্কের কিছু চাঞ্চল্য-সম্ভাবনা, আমাকেত তার উদ্ধার করতেই হবে! এ আমার কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম! নইলে আওরঙ্গজেবের কথার কোন মূল্য থাকবে না।

মীর। আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

আও। অন্ততঃ আপনার তেলেঙ্গা পলটন আমায় দিন।

মীর। তা আর আমার নেই।

আও। সেকি?

মীর। পঞ্চ সহস্র অকুতোভয়, দুর্দ্ধর্ষ, প্রভুভক্ত আসোয়ার দুনিয়া জয় ক'রে আমার হাতে তুলে দিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। পথের মাঝ থেকে—মনে হয় যেন মৃত্যু-নদীর পার—এল এক যাদুকর! এসেই সে আমার ও তাদের মাঝখানে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই একবার মাত্র যেমন সে চোখের ইঙ্গিত করলে, অমনি সে পঞ্চ সহস্র আসোয়ার মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

আও। কোথায় গেল ?

মীর। কোথায় গেল—কোথায় গেল ! সেই পঞ্চসহস্র অশ্ব-পদ-শব্দ শুনতে শুনতে মিলিয়ে গেল। খুঁজতে আমি ছুটলুম। আবার শূন্য থেকে শব্দ ফিরে এলো। পঞ্চ সহস্র অশ্বপদ-শব্দ—তাদের পৃষ্ঠে পঞ্চ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ আসোয়ার। তাদের হস্তে লক্‌লকে জিহ্বার মত ফলক নিয়ে পঞ্চ সহস্র উদ্যত বর্ষা। সকলের এক লক্ষ্য—আমার এই বক্ষস্থল। তাদের সম্মুখে ভূমিতলে স্থিরনেত্রে আমার পানে চেয়ে ওই যাদুকর ! ওই স্থিরদৃষ্টি দিয়েই সে আমার অন্তরটাকে শুনিয়ে দিলে—সামাল মীরজুমলা—মুখ ফেরাও—মুখ ফেরাও—যদি চোখ বাঁচাতে চাও, যদি বুক বাঁচাতে চাও, যদি জান বাঁচাতে চাও—মুখ ফেরাও ! আমার ও আমার পঞ্চসহস্রের গতির দিকে আর লক্ষ্য ক'রনা।

আও। হুঁ—যাদুকর !

মীর। যাদুকর,যাদুকর ! আমাকে একেবারে নিশ্চেষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমার কিছু করবার যো নেই। শুধু. একবার—শেষবার—সেই নিরীহ, নির্ভীক, সত্যবিশ্বাসী, সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমার সমস্ত অপরাধের শাস্তি নিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু সাহস কই—সাহস কই ?

প্রস্থান।

আও। যাদুকরের যাদু দুনিয়াকে ভোলাতে পারে, আওরঙ্গজেবকে ভোলাতে পারে না। মীরজুমলা, তুমি মূর্খ, কুতবশা—তুমি মূর্খ, মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব ! মনুষ্যত্ব মানুষকে ভীরু করে—দুর্ব্বল করে—কাপুরুষ করে। এই মনুষ্যত্বের বিভীষিকা। ধর্ম্মহীনের মনুষ্যত্ব কোথায় ? ধর্ম্মের জন্য যদি সিংহাসন হয়, সিংহাসনের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে যে কাপুরুষ না পারে, সে তরবারী ধারণ করে কেন ? মাসুম খাঁ—মাসুম খাঁ ! পিতা ! ক্ষমা কর ! তোমার অনুরোধ, তোমার আদেশ

রক্ষা করতে পারা আমার উচিত নয়—আমি সিংহাসনে ব'সে ফকিরি করতে এসেছি! পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে ফকীরের অমর্য্যাদা কর'তে ঔরংজেব পারে না। আমি গোলকুণ্ডা ধ্বংশ ক'রে, তোমায় আর কাফের দারাকে দেখিয়ে দেব যে, ময়ুরতক্ত আমার—আর কারো নয়। মাসুম খাঁ—মাসুম খাঁ (মাসুম খাঁর প্রবেশ) আমার সমস্ত সৈন্যকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ দাও—এখনি ছাউনি তুলে গোলকুণ্ডার দিকে অগ্রসর হ'তে বল। আজই সূর্য্যাস্তের মধ্যে যদি গোলকুণ্ডা ধ্বংশ করতে পার, তা হ'লে আজ থেকে ঔরংজেবের পার্শ্বে তোমার স্থান—যাও—বিলম্ব কোরোনা।

মাসুম। যথা আজ্ঞা!

আও। হ্যাঁ—আমার হস্তীকে সজ্জিত ক'রে নিয়ে এস। এ যুদ্ধের সেনাপতি আমি। [মাসুমখাঁর প্রস্থান।

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। পিতা আপনি নাকি গোলকুণ্ডা আক্রমণের সঙ্কল্প করেছেন?

আও। সঙ্কল্প কি—আক্রমণ ক'রেছি।

মহ। পিতামহের বিদ্রোহী হবেন?

আও। এটা কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে আছি মহম্মদ?

মহ। গোলকুণ্ডা।

আও। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, তাঁকে দেখেছ?

মহ। দেখেছি, তিনি সেনাপতি।

আও। তাঁর সঙ্গে কে আছে দেখনি—বিশ হাজার। পিতার বিদ্রোহী হ'তে এখনও কি বাকি আছে মহম্মদ? ভয় নেই, তোমার পিতাকে যদি তুমি চতুর বুঝে থাক, জান্‌বে, তোমার পিতামহ সম্রাট সাজাহান তা হতে অনেক গুণে চতুর। আমি সেই চতুর-শিরোমনির

এক সময়ের একটা ভুল সংশোধন করতে চলেছি। মহম্মদ, তুমিও তোমার ভ্রম সংশোধন কর।

মহ। আদেশ করুন—কি ক'রে করব?

আও। ঐ মতিহীন রাজার যে কোনও কন্যাকে বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে বাংলায় যাও। তোমার পিতৃব্য সুলতান সুজার কন্যা আয়েসা বেগমকে আমার পুত্রবধূ ক'রে আমার কাছে নিয়ে এস। বল, প্রস্তুত আছ? তা হ'লে এই গোলকুণ্ডার ভিতর দিয়েই আমি বরিয়াত পাঠা'বার ব্যবস্থা করি। মাথা হেঁট ক'রলে কেন—যাবেনা?

মহ। যাবনা কেন পিতা? তবে এ ছলনায় নির্ম্মিত পথ দিয়ে যাবনা।

আও। তবে বুরহানপুরে ফিরে যাও। তাও যাবেনা? তবে কি ক'রবে? তোমার উদ্দেশ্য কি মহম্মদ—বিদ্রোহী হবে?

মহ। যদি পারতুম।

আও। কেন? আমাকে পিতা মনে ক'রে? বিদ্রোহী হ'তে চাও মহম্মদ—বল—নিঃসঙ্কোচে আমি তোমাকে সুস্থ মনে অনুমতি দিতে প্রস্তুত আছি।

মহ। বিদ্রোহিতা কিনা জানিনা। কিন্তু পিতা, যদি অনুমতি করেন, আমি আপনার এই অতি বিগর্হিত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি!

আও। কি ক'রবে?

মহ। নিজেই এখন যখন জানি না, তখন আপনাকে কেমন ক'রে ব'লব।

আও। হুঁ।—কিন্তু বিদ্রোহিতা নিষ্ফল হ'লে কি হয় জানো?

সেখানে পিতা পুত্রের মধুর সম্বন্ধের অস্তিত্ব নাই। সেখানে একদিকে শাসক রাজা—অন্যদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিদ্রোহী।

মহ। আপনার পুত্র ব'লে যদি আমার অভিমান থাকে, তা হ'লে তখন নতজানু হ'য়ে আমি আপনার কাছে জীবন ভিক্ষা ক'রব না।

আও। আমার অনুরোধ—আমার অনুরোধ মহম্মদ, আমাকে তুমি দেখাও, কেমন ক'রে আমার এই প্রচেষ্টাকে তুমি ব্যর্থ ক'রতে পার!

মহ। সত্যই আপনি অনুরোধ ক'রছেন?

আও। (ফিরিয়া) হীন চরের কার্য্য ক'রবে না?

মহ। কিছুতেই না।

আও। কুতবসার অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রবে না?

মহ। জীবন থাকতে না।

আও। তোমার বিদ্রোহিতায় আর আমার কিছু মাত্র আপত্তি নেই মহম্মদ।—যাও—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পথ]

হাসান

হাসান। ফকীর আমি, সহায়হীন, আশ্রয়হীন—অপরিচিত দুনিয়ার প্রবেশ-পথে একি রহস্যের উপর রহস্যের আবরণ আমার চোখের সামনে তুলে দিচ্ছ খোদা? পাঁচিশ বৎসরের দুর্ভেদ্য অন্ধকার, নিমেষে যে দীপ্ত আলোকে পরিণত হ'ল, তা'র উত্তাপ আমি সহ্য ক'রতে পারছি না। আমার চোখ ঝোল্‌সে গেল, আর আমার প্রাণ—কি অগ্নির তরঙ্গ এ অস্থি-প্রাচীরের মধ্যে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে, তা বোঝবার এ জগতে

কেউ নেই। আমায় বাঁচ্‌তে হবে—আমায় বাঁচ্‌তে হবে—মরণকে দূরে ফেলে আমায় বাঁচ্‌তে হবে! কে—কে—? সুলতানপুত্রী

(আরজবন্দের প্রবেশ)

তোমার পবিত্র সাহসকে আমি অভিবাদন করি। আমি গোলকুণ্ডায় ফিরতে মনন ক'রেছি—কিন্তু কেন জান?

আরজ। আপনিই বলুন।

হাসান। রাজ দরবারে সকল দরবারির সাক্ষাতে যদি তোমার পাণিপ্রার্থনা করি, তা'তে তোমার মনে আঘাত লাগ্‌বে?

আরজ। আপনি কি মনে করেন?

হাসান। তোমার স্নেহ, তোমার সে করুণার দিব্যদৃষ্টি ভেদ ক'রে আমি আর অধিক দূর দেখ্‌তে পাচ্ছি না সুলতানপুত্রী। (চক্ষে হস্তদান) মাতৃস্নেহ ভয় পাচ্ছে।

আরজ। আতিথ্যের বিড়ম্বনার প্রতিকার ক'র্‌তে পিতৃপ্রেরিত হ'য়ে রাজদরবারেই যদি আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করি, আমার অনুসরণ ক'র্‌তে আপনার আপত্তি আছে?

হাসান। প্রতিকার ক'র্‌তে আমি নিজেই ছুটে চলেছি—শুধু আতিথ্যের বিড়ম্বনা নয়, এ জীবনের বিড়ম্বনা নয়, এ অস্তিত্বের বিড়ম্বনা নয়,—সকল বিড়ম্বনার মীমাংসা ক'রবার জন্যই আমি ছুটে চলেছি।

আরজ। তবে আমার অনুগমন করুন?

হাসান। সুলতাননন্দিনীর মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'লে— আর আমি তোমার অনুগমন ক'রতে পারি না। বিদায়—

আরজ। বিদায় কি? জন্মের মত?

হাসান। রাজদরবারে উপস্থিত হব—আপনার পানি-প্রার্থনা

ক'র্‌ব।—স্থলতান যদি প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

আরজ। স্থলতান গ্রাহ্য ক'রলেও আমি যদি স্বীকার না করি ?

হাসান। তাই'ত স্থলতান-পুত্রী !

আরজ। আর সভাস্থলে যদি মুক্তকণ্ঠে বলি—আমি সংসারে স্থানহীন, পরিচয়হীন, পথের পথিককে বিবাহ ক'র্‌ব না,—তখন আপনি কি উত্তর দেবেন ?

হাসান। একথা তো একটীবারের জন্যও আমার এ হতভাগা মনে উদয় হয় নি ?

আরজ। আপনি কি মনে করেছিলেন ? বলুন।

হাসান। আপনি যান স্থলতান-নন্দিনী।

আরজ। কি মনে ক'রেছিলেন তা' আপনি বল্‌তে পা'র্‌বেন না ?

হাসান। আপনি আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

আরজ। একটা অনুমান করুন। আপনি যা'হোক একটা উত্তর দিন।

হাসান। আমি আত্মহত্যা ক'র্‌বো না—এটা নিশ্চয়।

আরজ। বেশ—বিদায়—

হাসান। কেও ? স্থলতান-নন্দিনী !—বোধ হয় কেউ আপনার অনুসরণে আস্‌ছে।

আরজ। ভয় নেই, আমার অনুসরণে কেউ আস্‌বে না।

(কুতবসার প্রবেশ)

কুতব। কিন্তু, আমি এসেছি মা—আস্‌তে বাধ্য হয়েছি।

আরজ। পিতা—আপনি—আপনি— ?

কুতব। হ্যাঁ—আমি। কথা রাখতে পারি নি। এই ক'ঘণ্টার

মধ্যেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আমিই অপমানিত অতিথিকে ফিরিয়ে আন্‌তে তোমাকে পাঠিয়েছিলুম। আমিই নিষেধ করতে আবার ছুটে এসেছি—আর এসেছি অতি গোপনে। আর কাউকে বিশ্বাস করে পাঠাতে পারি নি। যুবক! তোমার প্রতি স্নেহপরবশ হ'য়েই ব'ল্‌ছি, তুমি ফিরে যাও। গোলকুণ্ডার দিকে আর অগ্রসর হ'য়ো না।

হাসান। আমি ফির্‌বো কেন?

কুতব। নিষ্ঠুরভাবে তোমার হত্যা দেখতে আমার ইচ্ছা নেই।

আরজ। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা?

কুতব। যুবক! তোমাকে উপলক্ষ ক'রেই গোলকুণ্ডার সমস্ত সর্‌দারেরা বিদ্রোহী হ'য়েছে। আমার সিংহাসন নিরাপদ নয়—সৈন্তেরা আর আমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বে কিনা জানিনা। মন্ত্রী বিদ্রোহী, সেনাপতি বিদ্রোহী, সম্ভ্রান্ত নগরবাসী, আমীর, ওমরাও, সকলেই সেই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছে। আমার সিংহাসনের উপরেই আমি নিজে বন্দী। তোমার জীবনও নিরাপদ নয়।

আরজ। বলেন কি পিতা! এইটুকু সময়ের মধ্যেই আপনার এমন অবস্থা?

হাসান। সুলতান! আমি গোলকুণ্ডায় চল্‌লুম।

কুতব। একথা শুনেও তুমি সেখানে যেতে সাহস কর যুবক?

হাসান। আমাকে যেতেই হ'বে।

কুতব। মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে?

হাসান। অনেকবার ক'রেছি সুলতান!

কুতব। তুমি কি বাতুল?

হাসান। সুলতান! কথার সময় নেই, আমি চল্লেম।

কুতব। দুরাচারেরা তোমায় বধ ক,রতে এই অন্ধকারে লুকিয়ে থাকৃতে পারে তা জান ?

হাসান। থাক্—অন্ধকার ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি রোধ ক'র্তে পারে না।

[প্রস্থান।

আরজ। সুলতান ! আর এখানে দাঁড়িয়ে কি ক'র্বেন ? চলুন, আমরাও গোলকুণ্ডায় ফিরি।

কুতব। আর আমায় সুলতান ব'লো না। গোলকুণ্ডার সুলতান ঐ যে চলে গেল !—যেখানে ঈশ্বর-বিশ্বাসীর অধিষ্ঠান সেই স্থানই তীর্থ। এই তীর্থে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, ঐ সাধু যুবকের হাতেই তোমায় সমর্পণ ক'রবো। এস মা আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপরদিক দিয়া রেজাকখাঁর প্রবেশ)

রেজাক। এ রহস্য কে জানে ?—কে উত্তর দেবে ?—পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তোমার দাসত্ব ক'রবার জন্য তোমার পাছে পাছে ছুটে চলেছি—কিন্তু পথে যা শুন্‌লেম, তা'তে এই স্বল্প সৈন্য নিয়ে তোমায় রক্ষা করা কি আমার সাধ্য হবে ? কুতব সা নির্বীর্য্য নয়—তার বল অসংখ্য।—তারপর পল্টন নিয়ে সাজাদা ঔরংজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণের জন্য অগ্রসর ! মাঝখানে আমি—সহায় মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য !—যাক, আর কিছু না পারি, তোমার জন্য তো প্রাণ দিতে পারবো—এই আমার শান্তি !

(নেপথ্যে সেলিমার গীত)

ঘন ঘোর গম্ভীর আঁধারে
চ'লেছে বনপথে ওকে রে কার সাথে
দুটী হাতে দুটী হাত বাঁধা রে।
পলকে ঢাকি' আঁখি অধরে লেখালিখি
ঘুমঘোরে স্বর যেন সাধা রে !
আলোকে দিয়ে ফাঁকি
ছি ছি ছি ওকি ওকি
হাসিছে বনপাখী দুধারে।

একি ! সেলিমার কণ্ঠ না ?

(গাহিতে গাহিতে সেলিমার প্রবেশ)

রেজাক। তুমি উজীর-পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে হঠাৎ এমন সময় এখানে ?

সেলিমা। তাই ত ! তুমিও তো দেখ্‌ছি তোমার প্রভুকে পরিত্যাগ ক'রে হঠাৎ এখানে !

রেজাক। আমি আর এখন মীরজুমলার ভৃত্য নই সেলিমা ! মীরজুম্‌লা আমায় আর একজনকে দান ক'রেছেন।

সেলিমা। হ্যাঁ—দান ক'রেছেন তা'তো আমি জানি। আর সে একজন ত আমি। আমাকে ছাড়া আর কা'কে দান ক'র্‌লেন ?

রেজাক। যার জন্য পারস্য ছেড়ে—তোমায় ছেড়ে এখানে এসেছিলেম—আমার সেই পূর্ব্ব প্রভু।

সেলিমা। ওঃ ! তুমি তাঁর দেখা পেয়েছ ?

রেজাক। শুধু দেখা পাইনি !—তিনি আজ বিপন্ন ! তাঁকে রক্ষা ক'রবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি। তিনি ফকীর—গোলকুণ্ডার দিকে একা চলেছেন ;—আমি অলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি, তাঁকে রক্ষা ক'র্‌তে ! কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না কি ক'রে রক্ষা ক'র্‌বো ?

সেলিমা। কেন ?

রেজাক। আমার অধীনে মোটে পাঁচ হাজার সৈন্য। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে গোলকুণ্ডা, সাজাদা আওরঙ্গজেব, আর তার পুত্র মহম্মদ।

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। মহম্মদ আর সে ফকীরের শত্রু নয় রেজাক খাঁ। কুতবসা কিম্বা সেই ফকীরের প্রতি শত্রুতা বিসর্জ্জন দিয়েছি—পিতৃ রোষানল ! রেজাক খাঁ, আজ পিতৃভক্ত মহম্মদ পিতৃদ্রোহী।

রেজাক। সে কি! আপনি পিতৃদ্রোহী?

মহ। হ্যাঁ! পিতৃদ্রোহী! কেন জান?—সত্যকে ত্যাগ ক'রে অসত্যকে গ্রহণ ক'রতে পারিনি ব'লে. আমি পিতৃদ্রোহী। ঐ ফকীরকে যদি কেউ না রক্ষা করে, আমি তা'কে রক্ষা কর'ব।

রেজাক। বলেন কি? তা হ'লেত দেখছি আপনার আর আমার উদ্দেশ্য এক। এত' আমি কখন কল্পনাও ক'রিনি?

সেলিমা। দেখছ কি স্বামী! বিস্মিত নেত্রে কি দেখছ—কি ভাবছ? ঈশ্বরের করুণা এমনি ক'রেই দীনকে মহিমান্বিত করে, অক্ষমকে দুনিয়ার গতি-বিরোধী শক্তি দান করে, দরিদ্রকে সিংহাসনে বসায়—নইলে আমি একটা অসহায়া স্ত্রীলোক পারস্য ছেড়ে এই পরের দেশে এসে পথের মাঝখানে তোমার দেখা পাই?

রেজাক। ঠিক ব'লেছ সেলিমা। তবে আর ভয় নেই। গোল-কুণ্ডার বিদ্রোহী অমাত্যদের শাস্তি দিয়ে, আসুন আমরা সাজাদা আওরঙ্গজেবের গতিরোধ করি।—সাজাদাপুত্র! এ যুদ্ধের সেনাপতি—আপনি।

মহ। বেশ, তাই হোক—পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ—আর সেই যুদ্ধের সেনাপতি পুত্র! ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ প্রথা এই নূতন নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

[গোলকুণ্ডার সম্মুখস্থ প্রান্তর]

আওরঙ্গজেব ও কুলীখাঁ

আও। এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও—মোগলের জয়োল্লাস, আর বাগনগরীর আর্ত্তনাদের পশ্চাতে ও কি বিজয়োচ্ছাস সহসা আকাশ আক্রমণ করে' ফেললে! যাও যাও জলদি কুলীখাঁ!

কুলী। আপনাকে একা রেখে কেমন করে যাব!

আও। তোমার রক্ষায় জীবিত থাকতে আওরংজেব জন্মগ্রহণ করেনি? এখনি যাও—উচ্ছ্বাস মোগলের উল্লাসকে গ্রাস করতে করতে যেন এই দিকে ছুটে আসছে? খবর—খবর—এখনি যাও। নইলে আমিই তোমাকে হত্যা করে নিঃসহায় হব। (কুলীখাঁর প্রস্থান) জলদি, জলদি? এ ত মোগলের উল্লাস নয়? বিজয়ের মুখ-ফেরানো অশ্বা-রোহী? একি, কে এলো? কে এসে আমার বিজয়কে পণ্ড করলে? মিরজুমলা? বিশ্বাসঘাতক হ'ল কি মীরজুমলা? তার স্ত্রীপুত্র কারাগারে! না—না—কল্পনা হবে মিথ্যাবাদী। তবে কে এ? ওই যে পলায়নপর মোগল ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছুটছে। কে এ কে এ? [অর্দ্ধনির্ম্মিত মিনারের উপর হইতে হাসির শব্দ তাঁর কাণে প্রবেশ করিল। তিনি দেখিলেন, এক ফকীর, মিনারের উপর দাঁড়াইয়া দুই বাহু উর্দ্ধ করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে নগরের দিকে চাহিয়া আছে, ফকীর নসরৎ সা। আর একবার উচ্চহাস্য করিয়া নসরৎ মিনার হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব নিম্নে আসিতেই আওরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আপনি"?]

নস। এইত দেখতেই পাচ্ছ।

আও। উপরে দাঁড়িয়ে তীব্র দৃষ্টি দিয়ে কি দেখছিলেন?

নস। এক অদ্ভুত দৃশ্য।

আও। আমি যে জানতে ইচ্ছা করি হজরৎ!

নসরৎ। আমি দেখলুম এক নিরীহ নিরস্ত্র দুনিয়ার বক্ষে এক নূতন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করতে পথ চলছে! তাকে বাধা দিতে ছুটে এলো দুনিয়ার সকল প্রান্ত থেকে অস্ত্রধারী। অস্ত্র—অস্ত্র, কেবল অস্ত্র, স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে, জলগর্ভে। দেখতে দেখতে সূর্য্যের মুখ ঢেকে গেল—ধরণীর বুকে নেচে উঠলো এক ভীষণ তাণ্ডব! তারপর এক বিরাট ঝণ্ঝণা! অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষণ—স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে, জলগর্ভে।

আও। তার পর?

নস। তারপর কোথা থেকে দুনিয়ার কোন্ মর্ম্ম ভেদ ক'রে ভেসে উঠলো, এক অতি মৃদু, অতি কোমল পরিহাসের স্বর। সঙ্গে সঙ্গে জগৎ গ্রাস করতে ছুটে গেল লজ্জা। অমনি অস্ত্র অস্ত্রকে করলে সংহার! জল জলকে করলে গ্রাস! বায়ু দিলে বায়ুকে ফুৎকার! আর এই সমস্ত আবরণের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল ওই নিরস্ত্র, নিরীহ নির্ভীক—

আও। সহসা হেসে উঠেছিলেন কেন?

নস। প্রথমে হেসেছিলুম সেই নিরীহের নির্ভীকতা দেখে। তারপর হাসলুম, যখন দেখতে পেলুম, উপরের সেই ঘন অস্ত্র আবরণ আর তার গতি লক্ষ্য করতে পারছে না।

আও। আপনি এখানে থাকবেন, না চলে যাবেন?

নস। থাকতে বল থাকি, চলে যেতে বল চলে যাই।

আও। আপনি চলে যান।

নস। বেশ! (নসরতের প্রস্থানের পর মস্তকে হস্ত দিয়া আওরংজেব উপবিষ্ট হইলেন)।

আও। সত্যই হে নিরীহ, হে শান্ত, হে নিরস্ত্র, অত্যন্ত বুদ্ধির অহঙ্কার নিয়ে আমিও ত তোমার গতি লক্ষ্য করতে পারলুম না।

(বেগে কুলীখাঁর প্রবেশ)

কুলী। সাজাদা, সাজাদা, পালিয়ে আস্থন—

আও। সংবাদ কি ?

কুলী। বলবার সময় নেই, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে আপনি বন্দী হবেন !

আও। আগে সংবাদ।

কুলী। আমাদের জয় পূর্ণ হবার মুখে, কোথা থেকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী আমাদের সৈন্যের উপর পড়ে' তাদের একেবারে বিধ্বস্ত, ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। সেনাপতি মাস্থম খাঁ গোলার আঘাতে—

(পশ্চাৎ হইতে সশস্ত্র সঙ্গীসহ রেজাকের প্রবেশ ও কুলীখাঁকে বন্দী করণ)

রেজাক। যাও, তোমরা একে নিয়ে। এখানে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকবার প্রয়োজন নেই।

(কুলীখাঁকে লইয়া সঙ্গীগণের প্রস্থান)

উঠে আস্থন স্থলতান, আপনি বন্দী !

আও। ও ! তুমি ? পঞ্চ সহস্র কোথায় পেলে রেজাক খাঁ ?

রেজাক। অত্যাচারিতকে রক্ষা করতে সর্ব্বদা যিনি মুক্তবাহু, তিনি দিয়েছেন ?

আও। ঈশ্বর ত তিনি কদাচ নন, তোমার মত বুদ্ধিহীন মানুষ হতে পারে। কেন না, শৃগাল-স্বভাব-বিশিষ্ট কতকগুলো কাপুরুষের চীৎকার কোনও শক্তিমান পুরুষের আচরণের সাক্ষী হতে পারে না।

রেজাক। রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এ সব কথা বললে ভাল হয়। আমি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।

আও। জীবন থাকতে আওরঙ্গজেব বন্দী হবে না।

রেজাক। তবে অস্ত্র ধরুন!

আও। করুণাপরবশ হয়ে এক সময় আমিই যাকে পঞ্চ সহস্র সৈন্য ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলুম! তার সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্রও ধরবো না।

রেজাক। তা হলে বাধ্য হয়ে আমাকে এমন কাজ করতে হ'বে যার কথা শুনে জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

আও। তাই কর রেজাকখাঁ! উন্মত্তের মত ছুটাছুটি-করা জগৎকে একটু স্তম্ভিত করবার প্রয়োজন হয়েছে। (নেপথ্যে কোলাহল)

রেজাক। তবে প্রস্তুত হন!

আও। একটু ঈশ্বরের আরাধনার সময় দিতে আপত্তি আছে?

রেজাক। না সুলতান, আমিও মুসলমান।

(আওরঙ্গজেব উপাসনায় বসিলেন)

(সেলিমার প্রবেশ)

সেলিমা। কচ্ছ কি স্বামী—রক্ত পিপাসায় এখনই উন্মত্ত যে, সম্মুখ ভিন্ন পশ্চাতে দেখবার তোমার অবসর নেই। যার জন্য এ নরহত্যা কর্‌ছ, সেই ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধু—বাগনগরের দরবারে সমস্ত বিদ্রোহী ওমরাওদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। সে নিরস্ত্র নিঃসহায়—আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছিনি তাকে ওমরাওরা হত্যা করেনি কেন?

রেজাক। সে কি?

আও। প্রস্তুত হয়েছি রেজাকখাঁ—তুমি প্রস্তুত?

রেজাক। সুলতান—আর আমি প্রস্তুত নই—আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমি সেই ফকীরকে রক্ষা করতে চললুম। আপনি পারেন গোলকুণ্ডা

ধ্বংস করুন। এখন আপনি আমার শত্রু নন—বাগ-নগরীই আমার শত্রু।

আও। কে শত্রু কে মিত্র রেজ্জাকখাঁ—তা চিনবার ক্ষমতা তোমারও নেই, আমারও নেই। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তুমি আমায় হত্যা করতে চেয়েছিলে। সেই তুমি আমায় পরিত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছ। দুনিয়ায় এমনি ক'রে শত্রু মিত্র হয়! মিত্র শত্রু হয়!

রেজ্জাক। সেলাম সাজাদা—যদি প্রভুকে আমার রক্ষা করতে পারি, তা'হলে গোলকুণ্ডার এই প্রবেশ-পথে আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আপনার কথার উত্তর দেবো, এখন নয়—এস সেলিমা।

[সেলিমা ও রেজ্জাকের প্রস্থান।

আও। বুঝতে পাচ্ছি না কুতব সার অভিপ্রায় কি? ওমরাওরা বিদ্রোহী হ'ল—গোলকুণ্ডা জয়ের এই শুভ সুযোগ, কিন্তু—

(সৈনিকের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

সৈনিক। সওয়ার আগ্রা থেকে সম্রাটের পত্র নিয়ে এসেছে পত্র জরুরী—

আও। সম্রাটের পত্র? কই দেখি? (পত্র পাঠ) "তুমি যে অবস্থায় থাক, তোমার সৈন্য নিয়ে আগরায় ফিরে আসবে। আমি পীড়িত। জীবিত থাকতে থাকতে সিংহাসনের ব্যবস্থা করাই আমার উদ্দেশ্য" (পাঠান্তে) না জাল নয়, সত্যই এ সম্রাটের পাঞ্জাঙ্কিত। সন্ধিক্ষণে কি বাধা! কে—কে?

(কুতবসার প্রবেশ)

কুতব। সাজাদা—আপনি গোলকুণ্ডা অবরোধ করেছেন, কিন্তু আমি গোলকুণ্ডার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছি।

আও। পরিত্যাগ করেছেন! এর অর্থ?

কুতব। পরিত্যাগ না করলে নিরস্ত্র আপনার সম্মুখে আসতে সাহস করতেম না। কেন না এখনও আপনি আমার শত্রু। সিংহাসন পরিত্যাগ করেছি। জীবনের মায়া পরিত্যাগ করেছি। আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে এক ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধুর হস্তে সমর্পণ করব, আর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আপনারই পুত্রবধূ করব মনস্থ করেছিলেম—কিন্তু আমার দুই সঙ্কল্পই বুঝি ব্যর্থ হল।

আও। আপনার কথার ত আমি অর্থ গ্রহণ করতে পারছি না স্থলতান।

কুতব। সমস্ত বিদ্রোহী ওমরাওরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত—সে নির্ভীক, দরবারে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েই তাদের উপহাস করছে। আর এদিকে আপনি গোলকুণ্ডার ধ্বংসে কৃতসংকল্প!

আও। শুভ মুহুর্ত্তেই তুমি পিতার পত্র আমায় দিয়েছ। গোলকুণ্ডার অধিপতি! আর আমি আপনার শত্রু নই—আপনার অতিথি—চলুন, আপনার সঙ্গেই বাগ-নগরে প্রবেশ ক'রে দেখি সত্যাশ্রয়ী বীরকে ধ্বংস করবার জন্য যে বজ্র তা কেমন করে কুসুমে পরিণত হয়। শীঘ্র যাও, অর্দ্ধেক সৈন্য নগর অবরোধ ক'রে থাকুক আর অর্দ্ধেক আমাদের অনুগমন করুক।

চতুর্থ দৃশ্য *

জেরিণা ও মনিজা

(গোলকুণ্ডা—বেগমমহল)

জেরিণা। বুঝতে পারছি, আর এরা তোমাকে সিংহাসনে রাখবে না। তোমার বৃদ্ধ বয়সে মতি-হীনতার পরিণাম। তোমার অপরাধে আমি স্থানচ্যুত কি হেতু হ'তে যাব হতভাগ্য সুলতান?

মনিজা। হাঁ মা, মোগল বাদসার পুত্রটা কি এতই হীন?

জেরিণা। মহম্মদসা'র সঙ্গে তোমার বিবাহ না হওয়া ভালই হয়েছে, মনিজা। এখন বুঝতে পারছি, তাকে বিবাহ করলে গোলকুণ্ডার উত্তরাধিকার নিয়ে বিষম গোল বাধতো—তুমি রাণী হ'তে পারতেনা।

মণিজা। সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি।

জেরিণা। সুতরাং আমার ইচ্ছা তুমি আমানকেই বিবাহ কর। সমস্ত আমীর ওমরাও প্রতিজ্ঞা করেছে আমানকে ভবিষ্যতে এ রাজ্যের সুলতান করবে। সে আবার দূর ভবিষ্যতে নয়। সুলতানের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বোধ হয় তারা অপেক্ষা করবে না। তোমার মত কি বল—জেনে তবে আমি সুলতানের সঙ্গে কথা কইব। বল মণিজা—সুলতান আসতে না আসতে।

মণিজা। আমার আবার স্বতন্ত্র মত কি, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করব।

(কুতবসার প্রবেশ)

কুতব। একি! সুলতানা? মণিজা?

জেরিণা। অনেক দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। আপনি সহরে ফিরে এসেছেন শুনে—

---

* অভিনয়ে পরিত্যক্ত

কুতব। দেখতে এসেছ ?

জেরিণা। দেখতেও এসেছি আর একটা কথা বলতেও এসেছি।

কুতব। বল।

জেরিণা। আপনি, শুনলুম, কে একটা অজ্ঞাতকুলশীল পরদেশীর হাতে আরজবন্দকে দেবার সঙ্কল্প করেছেন।

কুতব। সঙ্কল্প আর নয়, এক রকম দেওয়া হয়ে গেছে। এখন শুধু বিধি অনুসারে বিবাহ উৎসবের অপেক্ষা।

জেরিণা। সেই জন্য আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি।

কুতব। বল।

জেরিণা। আমীনের সঙ্গে আপনি মনিজার বিবাহ দিন।

কুতব। সত্য অনুরোধ করছ, না তামাসা ?

জেরিণা। সত্যই করছি সুলতান, যখন শুনলুম আওরঙ্গজেব আমার কন্যাকে পুত্র-বধূ করতে চাননা।

কুতব। চান না একথা ত তিনি বলেন নি। তবে তিনি আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে পুত্রবধূ করতে চেয়েছিলেন। সেটা অসম্ভব ব'লে আমি তাঁকে পত্র দিয়েছি। পত্র পেয়ে আবার তিনি তোমার কন্যাকে চাইতে পারেন।

জেরিণা। আমি তাঁর পুত্রকে আর কন্যা দেবোনা।

কুতব। বেশ, তাহলে আরও দিন কয়েক অপেক্ষা কর, আমি অন্য সুযোগ্য পাত্র দেখি। আমীনকেই যে দিতে হবে তার মানে কি ?

জেরিণা! অনিশ্চিতের জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছা করি না

কুতব। তাহ’লে ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর রাণী—উত্তর আমি একটু পরে দিচ্ছি। (কদর খাঁর প্রবেশ) কি হ’ল কদর খাঁ ?

(কদর খাঁর ইঙ্গিতে আমীনকে বেষ্টন করিয়া
সিপাহীগণের প্রবেশ)

জেরিণা। একি সুলতান, মিরজুমলার পুত্রকে আপনি এইরূপ অপমানিত করতে সাহস করেছেন ?

কুতব। অসম্বদ্ধ কথা কয়োনা রাণী, অপেক্ষা কর। আমীন খাঁ !

আমীন। বলুন সুলতান।

কুতব! আমার প্রতি তুমি যা ব্যবহার দেখিয়েছ, তোমার পিতার পূর্ব্বাচরণ স্মরণ ক’রে আমি সেটা ক্ষমা করলুম। কিন্তু তুমি আর একটি নিরীহের অযথা অপমান করেছ। তার ক্ষমা ত আমি করতে পারি না।

আমীন। সেজন্য আমাকে কি করতে হবে ?

কুতব। তাঁর কাছে তোমাকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। (আমীনের হাস্য) হাসলে যে ?

আমীন। সে নীচ প্রতারককে দেখতে পেলে, কিরূপ ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করতুম, আপনার সম্মুখেই দেখিয়ে দিতুম সুলতান।

কুতব। তা হ’লে আরও দিন কয়েক অপেক্ষা কর আমীন খাঁ ! ভবিষ্যৎ সুলতানের সম্মুখেই তুমি ক্ষমার ভাবটা দেখিয়ে দিও।

জেরিণা। ভবিষ্যৎ সুলতান ? আপনি কাকে মনে ক’রে, বলছেন রাজা ?

কুতব। নিজের চোখেই দেখবে রাণী, এখন আর প্রশ্নের কি

উত্তর দেবো ? শোন ধৃষ্ট, ভবিষ্যৎ সুলতানই তোমার অপরাধের যোগ্য বিচারক। সেই বিচারের প্রতীক্ষায় কিছু দিন তোমাকে কারাগারে বাস করতে হবে।

আমীন। উত্তম।

কুতব। যাও, আগামী দরবার পর্য্যন্ত ওকে কারাগারে আবদ্ধ রাখ।

(আহিরণের বেগে প্রবেশ)

আহি। দোহাই সুলতান—দোহাই।

কুতব। কি বলতে এসেছ, বল নারী।

আহি। আমার স্বামী বিশ্বাসঘাতক ন'ন।

কুতব। সে মীমাংসার কথা এখানে নয়।

আহি। দোহাই রাজা, অন্ততঃ আমি নিরপরাধ—আমার প্রতি কৃপা করুন।

আমীন। মা, আমার শক্তিমান সাধু পিতার নাম নিয়ে এরূপ হীন ভিক্ষা কর'না।

আহি। সুলতান!

কুতব। কি বলতে চাও, বল। পুত্রের মুক্তি ভিক্ষা চাও।

আহি। না।

কুতব। না! তবে কি চাও?

আহি। পুত্র যদি অপরাধ ক'রে, থাকে—

কুতব। যদি নয় উজীর-পত্নী, অপরাধ করেছে—অমার্জ্জনীয়।

আহি। আপনি বিচার করুন।

কুতব। আমার বিচারে প্রাণদণ্ড।

আহি। তাই দিন।

কুতব। তাই দিন ! তুমি কি ক্ষিপ্তা হয়েছ ?

আহি। এখনো হইনি সুলতান। আপনি নিজে বিচার করুন। প্রাণদণ্ড দিতে হয়, এইখানে আমার সম্মুখেই দিন। তবু তাকে দিয়ে আমার এ পুত্রের বিচার করাবেন না।

কুতব। আমার প্রতি অপরাধের আমি ক্ষমা করেছি।

আহি। তার প্রতি অপরাধেরও আপনি বিচার করুন।

কুতব। তিনিও ক্ষমাশীল সাধু।

আহি। তা হ'ক। আপনি—দোহাই সুলতান—আপনি—

কুতব। আমার নিকট সে অপরাধের বিচারেও তোমার পুত্রের প্রাণদণ্ড। সে নিরীহ, নিরস্ত্র, রাজঅতিথির অপমান আমার অপমানের অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ।

আহি। আপনিই শাস্তি দিন। তবু—তবু—উঃ !

কুতব। রাণী, একে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—এর মস্তিষ্ক-বিকার হয়েছে। যাও, ওকে কারাগারে আবদ্ধ কর। বিচার হবে দরবারে—সেই বিচারকেরই সম্মুখে।

[কুতব প্রস্থানোদ্যত। আমীন ও সিপাহীগণের প্রস্থান।

আহি। তার পূর্ব্বে আমাকে হত্যা কর রাজা।

কুতব। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও।

(আহিরণ আত্মহত্যার চেষ্টা করিল—ক্ষিপ্র হস্তে কুতবসা তার হাত ধরিলেন)

আহিরণ। দোহাই করুণাময় সুলতান। এ আত্মহত্যা নয়। দীর্ঘকাল—পঁচিশ বৎসর মায়ের মমতা ব'লে একটা প্রতারণা এই বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলুম। হাত ছেড়ে দাও করুণাময় বিচারক—তোমার সম্মুখে সেটাকে আমি ছিন্ন ভিন্ন করে দিই।

কুতব। (ছুরিকা গ্রহণান্তে) ছিন্ন করতে হয়, ভাবী স্থলতানের সম্মুখে কর', আমীন-জননী।

আহি। ওঃ!—(টলিতে টলিতে প্রস্থান)

জেরিণা। মস্তিষ্ক-বিকার ওর নয়—আপনারই হয়েছে রাজা!

কুতব। তা হওয়ার আর আশ্চর্য্য কি। তোমার মত প্রেমময়ী নারী যখন আমার পাটরাণী। কদর খাঁ! ওই নারীকে এই গৃহে নজর-বন্দী রাখবার ব্যবস্থা কর। মস্তিষ্ক-বিকারে ও যেন আত্মহত্যা না করে।

[কুতবের প্রস্থান।

মনিজা। আমার এখন অবস্থা কি হ'ল মা?

জেরিণা। কি হবে, তুইই হবি ভবিষ্যতে গোলকুণ্ডার স্থলতানা। কারও সাধ্য নাই আমীনের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে। ওই হীন-বুদ্ধি ক্ষুদ্র-প্রকৃতি রাজা তার দিনশেষের কথা তোমাকে আমাকে শুনিয়ে গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

[বাগ-নগর—দরবার কক্ষ]

(ওমরাওগণের প্রবেশ)

১ম ওম। নিরস্ত্রকে কি ক'রে হত্যা করবো?

২য় ওম। নিরস্ত্র উন্মাদকে বধ ক'রে অনর্থক পাপের ভাগী হব?

৩য় ওম। তা ব'লে কুতবসাহীর পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত করবে একটা রাস্তার ফকীর—

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। শুধু সিংহাসন নয়, শোন্ কাপুরুষ-বিশ্বাসঘাতকের দল, আমি এই দরবারে তোদের রাজকুমারীর পাণীপ্রার্থনা করছি।

৩য় ওম। না। এ সহ্য হয় না—হত্যা—বধ, পাপ—পুণ্য আমি কিছু বুঝিনা—যদি সত্যই পাগল হয়—পাগলকে হত্যা করলে কোনও পাপ নেই—

১ম ওম। তবে এক কাজ কর। ওকে একখানা অস্ত্র দাও। অস্ত্র ধ'রে দাঁড়াক। নিরস্ত্রকে হত্যা করা—

৩য় ওম। বেশ, তাই হোক্। এই নাও উন্মাদ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ কর, নইলে পশুর মত হত্যা করবো।

হাসান। সত্যাশ্রয়ী যে, সে কখনও অস্ত্র স্পর্শ করে না। সত্য তার অস্ত্র, সত্য তার বর্ম্ম, সত্য তার বিজয়। আমি কখনও অস্ত্র ধরব না—পার আমাকে হত্যা কর।

৩য় ওম। তবে মর—

[হাসানকে আক্রমণ, অপরদিক হইতে মহম্মদের প্রবেশ ও ৩য় ওমরাওকে ধৃত করণ)

১ম ওম। কে কে—

মহম্মদ। আমি ওই ভিখারী স্থলতানের সেনাপতি—তোমাকে হত্যা করব।

১ম ওম। সে কি স্থলতান-পুত্র! পিতৃদ্রোহী—

মহম্মদ। পিতৃদ্রোহী নই, অধর্ম্মের বিদ্রোহী। আমাকে পরাজিত না ক'রে এই মহাত্মার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

১ম ওম। তবে আমাদের অপরাধ নেই—

(আক্রমণোদ্যোগ, সসৈন্যে রেজাকখাঁর প্রবেশ)

রেজাক! বিদ্রোহী কাপুরুষ ওমরাওদের হত্যা কর—

(সৈনিকগণেরা ওমরাওদের বন্দী করিতে অগ্রসর হইল)

হাসান। ওদের পরিত্যাগ কর ভাই—

রেজাক। সে কি! এই কাপুরুষদের ক্ষমা! মৃত্যুই ওদের একমাত্র শাস্তি!

হাসান। না রেজাক খাঁ—ঈশ্বরের এই অপূর্ব্ব কৃপা-মুহূর্ত্তকে আর নরক-গন্ধে কলুষিত করতে দিও না। স্থলতান-পুত্র! আমি ইচ্ছা করিনা যে, তুমি নররক্তে সত্যের পথ কলুষিত করবে। ওমরাওগণ আপনারা মুক্ত।

১ম ওম। আমরা মুক্তি চাই না—চিরজীবন আপনার দাসত্বই আমাদের মুক্তি—আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

(সেলিমা ও আরজবন্দের প্রবেশ)

সেলিমা। আস্থন রাজকুমারী, দেখবেন আস্থন, ওই সম্মুখে ঈশ্বর-বিশ্বাসী আর তাঁর কার্য্য।

আরজ। হজরৎ—জীবন সর্ব্বস্ব—আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

(কুতব ও আওরঙ্গজেবের প্রবেশ)

কুতব। আস্থন স্থলতান, দেখবেন আস্থন এক নিরীহ নিরস্ত্র কি ক'রে হুনিয়ার বক্ষে এক নূতন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, দেখবেন আস্থন! "তাকে বাধা দিতে ছুটে এসেছিল, হুনিয়ার সকল প্রান্ত থেকে অস্ত্রধারী! অস্ত্র—অস্ত্র কেবল অস্ত্র—তার পর কোথা থেকে হুনিয়ার কোন্ মর্ম্ম ভেদ ক'রে ভেসে উঠল—এক অতি মৃত্, অতি কোমল পরিহাসের স্থর, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকে গ্রাস করতে ছুটে গেল লজ্জা—অমনি অস্ত্র করলে অস্ত্রকে গ্রাস, বায়ু দিলে বায়ুকে ফুৎকার—আর সেই সমস্ত আবরণের মধ্য দিয়ে চলে এল ওই নির্ভীক—"

আও। সত্য—সত্য—অতি সত্য—হে নিরীহ,হে শান্ত, হে নিরস্ত্র অত্যন্ত বুদ্ধির অহঙ্কার নিয়েও আমি তোমার গতি লক্ষ্য করতে পারিনি আমি স্বীকার করছি—ছলনায় নির্ম্মিত অস্ত্র দিয়ে সত্যকে ধ্বংস কর

হাসান। সুলতান সবই ঈশ্বরের দান।

মহ। পিতা এ পিতৃদ্রোহীর ক্ষমা—

আও। পুত্র !

আরজ। সুলতান, প্রগল্‌ভা নারীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। সুলতান-পুত্র মহম্মদ তাঁর নিজের গুণে, আমার অসম্পূর্ণ রুমালকে সম্পূর্ণ করেছেন—যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

কুতব। সুলতান আপনার মহাত্মা পিতার দোহাই দিয়ে আমি প্রার্থনা করি, আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে আপনার এই বৃদ্ধ পিতৃবন্ধুর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। আপনার পুত্র মহম্মদসার সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মনিজার বিবাহের সম্মতি দিন।

আও। আপনি পিতৃবন্ধুই বটে। সুলতান আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

(মিরজুমলা, আমীন ও আহিরণের প্রবেশ)

মির। দেখছ কি আহিরণ, দেখছ কি ! পঁচিশ বৎসরের স্মৃতি পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে ওই আমাদের সম্মুখে ব'সে আছে, চিন্তে পারছ ! চিন্তে পারছ ?

আহি। মার প্রাণ ত দূর থেকেই চিনেছিল স্বামী !

মির। নতজানু হয়ে শাস্তি ভিক্ষা কর—নতজানু হয়ে শাস্তি ভিক্ষা কর। আমরা দুজনেই অপরাধী—নইলে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব দানের মর্য্যাদা রাখতে পারিনি। কিন্তু দোহাই ঈশ্বরের, শুধু ক্ষুধার জ্বালায়—অন্নের অভাবে—মনুষ্যত্বের অভাবে নয় ! রাজা শাস্তি দাও—শাস্তি দাও—অপরাধের শাস্তি দাও।

হাসান। পঁচিশ বৎসরের অপরাধ—পঁচিশ বৎসরের সঞ্চিত স্নেহ—সব নিঃশেষ ক'রে আমায় ঢেলে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছ ! তোমাকে শাস্তি দেওয়ার প্রাণ যে আমার নেই পিতা !—

আহি। আমার শাস্তি পুত্র ?

হাসান। মা মা, তোমাকে শান্তি দেবো আমি?
সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকে, তাহলে আমাকে ইচ্ছামত
আর তা যদি না থাকে—তা হ'লে, তোমার স্নেহকে ক্ষুদ্র
আবদ্ধ করোনা। বিশাল কর—বিশাল কর—আর সেই
ক্ষুদ্র অংশে এই অধম সন্তানকে একটু স্থান দাও।

আহি। আমার বাক্য রুদ্ধ হয়ে আসছে, কথা সরছে
ওপর থেকে যদি কেউ এ কথার উত্তর দিতে পারে—সে
তোমায় শুনিয়ে দিক্ পুত্র। ফিরিয়ে দে নিয়তি—ফিরিয়ে
সে দারিদ্র, ঐ পূর্ব্বের আবর্জ্জনা থেকে মাতৃত্বকে মুক্ত
আমি আমার সেই পঞ্চ দিবসের শিশুর মুখ নিরীক্ষণ করি

আও। আমার পরিচ্ছদ প্রতারণা করেছে, অ
প্রতারণার কাহিনী শুনিয়েছে। কিন্তু প্রিয় আবুল হাসান
সেই ফকীরের আশীর্ব্বাদ অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ ক'রে তে
বর্ষিত হয়েছিল, যার ফলে এই সমৃদ্ধিশালী গোলকুণ্ডা আজ

(নসরৎসাহের প্রবেশ)

নস। সামসুদ্দিন, আমার পঞ্চমুদ্রা—

মির। হজরৎ! আমি নিঃস্ব—মুদ্রা দিতে পারবো না।
আমি—আমার স্ত্রী—

হাসান। (আমীনকে ধরিয়া) পুত্র।

আরজ। পুত্রবধূ—

মির। আপনার চিরদাসত্ব গ্রহণ করলুম।

যবনিকা